বাহির হইয়াছে !   বাহির হইয়াছে !!

শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন শীল প্রণীত—

ঘটনাবৈচিত্র্যময় পৌরাণিক নাটক

বিদর্ভ-নন্দিনী

সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হইতেছে।

লক্ষ্মী-অংশে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক-দুহিতা রূপে রুক্মিণীর জন্ম গ্রহণ। ধরণীর পাপভার মোচনার্থ নারায়ণের শ্রীকৃষ্ণ অবতার। ভীষ্মকরাজ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সহ রুক্মিণীর বিবাহ উদ্যোগ ও কৃষ্ণ-দ্বেষী ভীষ্মক-রাজপুত্র রুক্মের বিদ্বেষ ভাব ও বিবাহে বাধা দিবার জন্য শিশুপালের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্র। রুক্মিণীর সহ শ্রীকৃষ্ণের পরিণয়। ধর্ম্মপ্রাণ কঙ্কন ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বার্থপর কন্দর্প কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা। রুক্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্মচ্যুত কঙ্কন-পত্নীর কল্যাণীর মর্ম্মন্তুদ বিলাপ। রুক্ম-ভ্রাতা নন্দনের অপূর্ব্ব পিতৃ-ভক্তি। অতি অল্প লোকে অভিনয় করা চলে। সুন্দর কাগজ—সুন্দর মুদ্রণ—মূল্য ১॥০ টাকা।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী

২৫।৩, তারক চাটার্জ্জীর লেন, কলিকাতা।

Printed By Nimai Charan Biswas

Akshoy Press

27/5, Tarak Chatterjee Lane,

Calcutta.

The Copy-Right of This Drama

Is The Property of The Proprietor

of The

SARNALATA LIBRARY.

পার্থ বিজয়

[পৌরাণিক নাটক]

শ্রীপঙ্কজ ভূষণ কবিরত্ন প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ
"অরুণ অপেরা ও নারায়ণ অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১।এ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৪৮ সাল

প্রথম সংস্করণ]

[মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা

অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে !   কল্পনাতীত সুযোগ আসিয়াছে !

নাট্যরস পিপাসুদিগের আকাঙ্খিত নাটক প্রকাশিত হইয়াছে !

যাহা একাধারে নাট্যজগতে বিস্ময় ও অভিনয় জগতে যুগান্তর আনিয়াছে—

সেই ভাণ্ডারী অপেরার মুকুটমণি—

নবাব সিরাজদ্দৌলা

বাংলার ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় হইতে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবনীর শেষাংশ গ্রহণে এই বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিয়াছেন—

নট-নাট্যকার—শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

শশাঙ্ক শেখরের নাট্য রচনায় সেই কথাই জেগে ওঠে—

শুধু হিন্দুর নয়—শুধু মুসলমানের নয়, সারা বাংলার হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই ছিলেন......................নবাব সিরাজদ্দৌলা

কাঁদে অনেকে—কেঁদেছিল অনেকে, কিন্তু পলাশীর পরাজয়ে বাংলার ভবিষ্যত বুঝে প্রথম কেঁদেছিলেন......নবাব সিরাজদ্দৌলা

ভুল অনেকে করে—তিনিও করেছিলেন, কিন্তু যে ভুল ক'রেছিলেন দেশদ্রোহী প্রভুদ্রোহীদের বিশ্বাস ক'রে, বুঝি সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই দুনিয়া ছাড়লেন......................নবাব সিরাজদ্দৌলা

সিরাজের দেশপ্রেম—মোহনলালের প্রভুভক্তি—মীরমদনের কর্ত্তব্য পালন দেখিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হইবেন, বলিবেন—এই তো মানুষ ! আবার প্রভুদ্রোহী মির্জ্জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, মহম্মদী বেগ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র দেখিলে, ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিবে—আপনাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবে, তখন বলিবেন—এরা—এরা কি মানুষ !!

*   *   *   *   *

সর্ব্বশেষে সিরাজের উদ্দেশ্যে অশ্রু নিবেদন করিয়া বলিতে হইবে—

আজ কোথায়—কোথায় তুমি—বাংলার সিরাজ—আমাদের সিরাজ !

অল্প লোকে অভিনয়োপযোগী। মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

পুরুষ চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষেত্র ও বিকাশ—[শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামূর্ত্তি]

ভীষ্ম	...	...	কুরু-পিতামহ
অর্জ্জুন	...	...	তৃতীয় পাণ্ডব
বৃষকেতু	...	...	কর্ণের পুত্র
ইলাবন্ত	...	...	উলুপীর পুত্র
বভ্রুবাহন	...	...	চিত্রাঙ্গদার পুত্র
সমরজিৎ	...	...	মণিপুর সেনাপতি
রঙ্গরাজ	...	...	ঐ সহচর
অনন্ত	...	...	নাগরাজ
সায়নাচার্য্য	...	...	সাধক
প্রভুপাদ	...	...	ভক্ত
মাধবেন্দ্র	...	...	গুরুমশাই

ঢেঁড়াদার—ঘোষক, পড়ুয়াগণ প্রভৃতি

স্ত্রী চরিত্র

শ্রীরাধা, প্রতিভা—[শ্রীরাধার ছায়ামূর্ত্তি] গঙ্গা

চিত্রাঙ্গদা	...	...	মণিপুরের মহারাণী
উলুপী	...	...	নাগরাজের কন্যা

রাখালের মা, সখীগণ, অনার্য্য রমণীগণ, বানকন্যাগণ, কুহকিনীগণ, নাগকন্যাগণ, মণিপুরী যুবতীগণ।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রক্ত ক্রুট

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরা পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। অযোধ্যার সম্রাট বৃকেরপুত্র তালজঙ্ঘ ও বাহুর ভীষণ সংঘর্ষণ। তালজঙ্ঘের পিতৃদ্রোহিতা, বাহুর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র। রাজ্যলোভী তালজঙ্ঘের ষড়যন্ত্রে পত্নীসহ বাহুর বনগমন ও মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রয় গ্রহণ এবং বাহুপুত্র সগরের জন্ম। সগর কর্ত্তৃক অযোধ্যা আক্রমণ ও তালজঙ্ঘকে নিহত করতঃ অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার। মূল্য ১।০ টাকা।

আধুনিক অভিনয় শিক্ষা

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কোন্ রস—কি ভাবে পরিস্ফুট করিতে হয়—কোন ক্ষেত্রে কিরূপ ভাব ভঙ্গীর প্রয়োজন হয়—কোন্ স্থলে কেমন করে অন্তর্নিহিত ভাবধারার বিকাশ করিতে হয়—তাহার সমন্বয়ে সঙ্কলিত। তার আছে ভারতীয় নৃত্যাভিনয় শিক্ষার অনেক কিছু। তার সঙ্গে আছে নাট্যাভিনয়ের নব রসের ও নৃত্যাভিনয়ের নয়নাভিরাম চিত্র। অভিনেতৃবর্গের একাধারে অভিধান ও দর্পণ। মূল্য ॥০ আনা।

পুষ্প-সমাধি

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ঘটনা-বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক নাটক। সত্যম্বর অপেরা পার্টিতে অভিনীত। বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে কবীরের জন্মগ্রহণ—সমাজলাঞ্ছিতা ব্রাহ্মণকন্যা কর্ত্তৃক কবীরকে পরিত্যাগ—জনৈক জোলা-গৃহে প্রতিপালন ও রামানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ—কবীরের প্রতি শাক্ত ভৈরবাচার্য্য ও মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক অমানুষিক অত্যাচার—কাশীরাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক কবীরকে আশ্রয়দান—দিল্লীর বাদসাহের সহিত বীরসিংহের ভীষণ যুদ্ধ—বাদসাহ কর্ত্তৃক কবীরের ধর্ম্মপরীক্ষা—কবীরের ভগবদ্দর্শন ও মহামুক্তি—কবীরের মৃতদেহ লইয়া হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ—শবদেহ পুষ্পে পরিণত প্রভৃতি। ফটো চিত্র সহ, মূল্য ১।০ টাকা।

রাম-কৃষ্ণ

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। নূতন পৌরাণিক নাটক, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্য অপেরা" কর্ত্তৃক সুযশের সহিত অভিনীত। কংস কর্ত্তৃক যজ্ঞযজ্ঞ অনুষ্ঠান, প্রহেলিকাময় জন্ম বৃত্তান্ত, ক্রমিল দৈত্যের অভিনব কার্য্যকলাপ, কংসের মাতৃদত্ত মূর্ত্তিমতী অভিশাপের বিকাশ, যশোদার বাৎসল্য, রসরাজের লীলারহস্য, কংস, চানূর, মুষ্টিক ও ক্রমিল দৈত্য বধ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশে গ্রথিত। অল্প লোক লইয়া সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

নরকাসুর

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের উৎপত্তি, শিশিরায়ণের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, কৌশলে দৈত্য-রাজকুমারী স্বর্ণের সহিত নরকের বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মার বন্দীত্ব ও দুর্গনির্ম্মাণ, সত্যভামারূপে পৃথিবীর জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়, কৌশলে পৃথিবীর নিকট নরকধ্বংসের সম্মতি লাভ, নরকাসুরের মৃত্যু, স্বর্ণের সহমরণ। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১।০ টাকা।

সংগঠনকারীগণ

সত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত	অরুণ চন্দ্র মণ্ডল
পরিচালক	„	অনাথ বান্ধব রায়
অভিনয় শিক্ষক	„	সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
ডিরেকটর	„	ইন্দু ভূষণ ঘোষ
সুরশিল্পী	„	অরুণ চন্দ্র মণ্ডল

শ্রীকৃষ্ণ	...	...	শ্রীযুক্ত শিশির কুমার আদক
বিকাশ	...	...	„ সুনীল কুমার মুখার্জ্জি
অর্জ্জুন	...	...	„ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
বৃষকেতু	...	...	„ রসময় মণ্ডল
বভ্রুবাহন	...	...	„ বাই মোহন নস্কর
সমরজিৎ	...	...	„ রামকৃষ্ণ দলপতি
রঙ্গরাজ	...	...	„ নিকুঞ্জ বিহারী অধিকারী
ভীষ্ম	...	...	„ হাবল চন্দ্র নন্দী
অনন্ত	...	...	„ নগেন্দ্র নাথ বসু
ইলাবন্ত	...	...	„ মৃগেন্দ্র নাথ মাইতি
সায়নাচার্য্য	...	...	„ ইন্দু ভূষণ ঘোষ
প্রভুপাদ	...	...	„ হরিপদ হালদার
মাধবেন্দ্র	...	...	„ বিজয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরাধা	..	...	„ শ্রীনিরঞ্জন দাস
প্রতিভা	...	...	„ সুধীর কুমার হালদার
গঙ্গা	...	...	„ বনমালী ভক্তা
চিত্রাঙ্গদা	...	...	„ হরিপদ মেটে
উলুপী	...	...	„ নন্দগোপাল রায়চৌধুরী
রাখালের মা	...	...	„ ধীরেন্দ্রনাথ মাইতি

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রামানুজ ভাণ্ডারী-অপেরার শ্রেষ্ঠ অভিনয়। সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা—মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার—ছায়া-সীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—ষড়রিপুর সহিত পৃথিবীর যুদ্ধ—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন—উর্মিলার সকরুণ বিলাপ—গুহক চণ্ডালের দুর্জ্জয় অভিমান—লক্ষ্মণের সরযূ প্রয়াণ প্রভৃতি মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

জাহ্নবী ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। চারিদিকে জয়-জয়কার। মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের অবতার জহ্নুর অমানুষিক কার্য্য-কলাপ, পিতৃমাতৃভক্ত সঞ্জয়ের অপূর্ব্ব আখ্যান, পতিতা উপেক্ষিতা তরলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, গঙ্গা ও মহাদেবের বিরোধ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বজ্রনাভ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ, প্রণীত। বজ্রপুরাধিপতি বজ্রনাভ কর্তৃক অহিচ্ছত্র আক্রমণ ও ধ্বংস—যুদ্ধে দ্বারকা-শক্তির সাহায্য—বজ্রপুরের বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ও অহিচ্ছত্রাধিপতি অরিন্দমের রণ-অভিযান—বজ্রনাভের নিধন—বজ্রপুর-রাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের বিবাহ প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

রাখীবন্ধন শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কৃত ঐতিহাসিক নাটক, সেই ভারত-গৌরব মেবারের বীরত্বকাহিনী। চিড়িমারপুত্র মন্নুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে মালবাধিপতি বাহাদুর শার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মন্নুলালের যুদ্ধ, শ্যামলের কূট অভিসন্ধি, সা-সুজার বিশ্বাসঘাতকতা, ছগনলালের স্বদেশ প্রীতি, হুমায়ুনের নিকট কর্ণদেবীর রাখী প্রেরণ প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

নট-নাট্যকার **শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

লেখনী প্রসূত অভিনব পঞ্চাঙ্ক নাটক—

চম্পাগড়

সরল ভাষায়—অল্প চরিত্রে গঠিত—কীর্ত্তন প্রধান এই ভক্তি করুণ

রসাশ্রিত অভিনব নাটক অভিনয়েই

সত্যম্বর অপেরা পার্টি

নাট্য জগতের এক নব-ধারা পরিবেশনে সক্ষম হইয়াছে।

চম্পাগড়ের মধুরত্ব—নাটকীয় গল্পাংশে। বালিকা চম্পাকে কৃষ্ণ আরাধনার সুযোগ দিতে স্নেহ-পরায়ণ পিতা দেববর্ম্মা হিমালয়ের এক নির্জ্জন অংশে নির্ম্মাণ করাইলেন নূতন নগর—চম্পাগড়। সে চম্পাগড় নির্ম্মাণে শুধু অজস্র অর্থই ব্যয় করিতে হয় নাই, পাহাড়িয়া সর্দ্দার লিবংএর ষড়যন্ত্রে হারাইতে হইয়াছিল অনেকগুলি জীবন। প্রথমে সহধর্ম্মিণীকে—পরে, অষ্টবস্তুর মত অষ্ট পুত্রকে। তবু দেবশর্ম্মা সান্ত্বনা দিতেন নিজেকে—সব গেলেও তাঁহার চম্পা আছে। কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল, চম্পা মানবী নয়—দেবী। সত্যই চম্পা দেবী! তাই মানব পিতার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া—আশ্রয় লইলেন—তাঁহার চির-বাঞ্ছিত মাধব চরণে! মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

পার্থ-বিজয়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্থান—পাঠশালা—সরস্বতী মূর্ত্তি

এক পার্শ্বে ইলাবন্ত, অন্য পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পুষ্পাঞ্জলি দানেচ্ছুক পড়ুয়াগণ যুক্তকরে দণ্ডায়মান

পড়ুয়াগণ।—

গীত

অজ্ঞান ঘন তিমির বিশ্বে
প্রথম জ্ঞানালোকে।
আলোকিত করি পুলকিত চিতে
বাঁচাইলে মানবকে॥
বুক ভরা ছিল বহুবিধ আশা
ছিল না কেবল প্রকাশের ভাষা
কথন পঠন লিখনে ক্রমশঃ
বিশ্বে টানিলে বুকে॥
কবে গো বাজিবে পুনঃ সেই সুরে
বিশ্ব-ভারতী-বীণা ভরপুরে
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত তন্ত্রে
যাবে যশ দিকে দিকে॥

১ম পড়ুয়া। বেলা তো অনেক হয়ে গেল, কই ভাই এখনতো আচার্য্যের দেখা নেই?

২য় পড়ুয়া। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।

১ম পড়ুয়া। চুপ, চুপ, বল্‌তে নেই।

২য় পড়ুয়া। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠছে।

১ম পড়ুয়া। চেঁচাসনি' লুকিয়ে লুকিয়ে ঢোক্ গেল না, শুনতে পেলে মা সরস্বতী রাগ করবেন।

ইলাবন্ত। মাটীর ঠাকুর তা'র কাণ কোথায় যে শুনতে পাবেন?

১ম পড়ুয়া। কি বললি—ঠাকুরের কাণ নেই? দেখলিনি'—সকালে পূজো কর্ব্বার সময় আচার্য্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন?

ইলাবন্ত। 'ফিড়িং ফাড়াং' মন্ত্রে যদি মাটীর মূর্ত্তিতে প্রাণ আসতো, তা'হলে এ পৃথিবীতে কেউই মরতো না, বামুনদের মন্ত্রে মরা বেঁচে উঠতো।

১ম পড়ুয়া। তুই অনার্য্য—নাগা জাত্, তাই অধর্ম্ম কথা বলচ্ছিস্; আচার্য্য আসুন—বলে দেব।

মাধবেন্দ্রের প্রবেশ

মাধবেন্দ্র। এক বাড়ী কি? পঞ্চাশ বাড়ীর পূজো—সহজে হয়? ভুল হ'লো—সেই পূজো সারলুম, সঙ্গে সঙ্গে তোদের অঞ্জলি দেওয়ানোটা সেরে বেরুলেই ভাল করতুম। নে বাবারা আর দেরী করিস নি—বেলা পড়ে এল, শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর গঙ্গা জলে হাত ধুয়ে—ফুল চন্নন নে।

২য় পড়ুয়া। কিন্তু গুরুমশাই, বেলা বারোটা অবধি তো পঞ্চমী ছিল, এখন প্রায় তিনটে—অঞ্জলি দিলে, ফল হবে তো?

মাধবেন্দ্র। কে রে—আমার ওপর পণ্ডিতী করে, কে ওটা?

পড়ুয়াগণ। উপ্নে গুরু-মশাই।

মাধবেন্দ্র। ধরে নিয়ে আয় উপ্নেকে।

ইলাবন্ত ব্যতীত অন্যান্য পড়ুয়াগণ মহা উৎসাহে লাফ্ দিয়া ২য় পড়ুয়াকে ধরিয়া আনিল

২য় পড়ুয়া। আর করবো না গুরু-মশাই।

মাধবেন্দ্র। কি রে বেটা? আমার চেয়ে পণ্ডিত হয়েছিস দেখ্ছি যে,—এঁ্যা? আজ শ্রীপঞ্চমী—সরস্বতী দেবীর পূজা; লেখা পড়া বন্ধ বলে কি ভেবেছিস্ মাধবেন্দ্র গুরুর বেত চালানোও বন্ধ?

ইলাবন্ত। কেন? ওর অপরা. ক গুরুমশাই? পঞ্চমী তিথি শেষ হয়ে ষষ্ঠী তিথি পড়েছে।

মাধবেন্দ্র। শেষ হবে কি রে বেটা? আমরা হচ্ছি বামুন, তিথি কমানো—বাড়ানো—আমাদের ইচ্ছাধীন। খবরদার বেটা, আর কখন কথার ওপর কথা বলবি নি; আজ মায়ের পূজো—তাই রেহাই দিলুম। নে নে, এখন সব ফুল চন্নন নে। ওরে এশো, তুই সর্দ্দার হয়ে এক এক করে সবার হাতে একটু একটু ফুল ছিঁড়ে, চন্নন মিশিয়ে দেনা।

১ম পড়ুয়া পুষ্প ছিন্নে চন্দন মিশাইয়া অন্যান্য সকলের হস্তে অর্পণান্তর ইলাবন্তকে দিতে অগ্রসর হইল

মাধবেন্দ্র। উঁ—হুঁ হুঁ—ইলা বেটার হাতে দিস্ নি।

১ম পড়ুয়া। কেন গুরুমশাই? ভর্ত্তি হবার মাইনে টাইনে—পূজোর চাঁদা—সব তো ওর মা আপনাকে দিয়ে গেছে।

মাধবেন্দ্র। এঃ—চাঁদা দিয়েছে বলে ছাঁদা অবধি বাঁধতে দিতে হবে না কি?

ইলাবন্ত। আমি তোমার মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে পাব' না?

মাধবেন্দ্র। না—আস্পর্দ্ধা দেখ একবার!

ইলাবন্ত। কেন?

মাধবেন্দ্র। আবার কেন? অনার্য্য হয়ে তুই আর্য্য বালকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ে অঞ্জলি দিবি কি?

ইলাবন্ত। যখন আমার মা সর্ব্ব প্রথম লেখা পড়া শেখাবার জন্য আমায় তোমার পাঠশালায় নিয়ে আসেন—

মাধবেন্দ্র। হ্যাঁ যতবার এনেছে—ততবারই দূর দূর করে তাড়িয়েছি। ঠিক বয়েস কালে নিলে এদ্দিনে তো ব্যাকরণ—সাহিত্য অবধি সেরে—উপনিষদের ব্যাখ্যা পড়তিস্। বুড়ো খোকা কি এখন থেকে সরে 'অ' সরে 'আ' থেকে আরম্ভ করতে আসতিস?

ইলাবন্ত। তবে আজ আবার রাজী হয়ে—মার কাছ থেকে বেতন ও চাঁদা টাঁদা বলে এক কাঁড়ি টাকা নিলে কেন?

মাধবেন্দ্র। তোর মায়ের কান্না-কাটীতে। আর ভেবেও দেখলুম, মরুক্ গে ছাই, শাস্ত্র যখন বলছে 'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি"—তখন—

ইলাবন্ত। তুমিই না মার কাছে বল্‌ছিলে—বিদ্যার মন্দিরে জাতি ভেদ নাই—লেখা পড়া শিখলে মানুষ সব সমান!

মাধবেন্দ্র। ওরে বেটা, সে কথা তো এখনও বলছি। তাই বলে বিদ্যাদেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিবি? জানিস বেটা, সারা বছর দিন-রাতই পড়িস,—আর 'আছাড়—পাছাড়' খেয়েই পড়িস্—মায়ের কৃপা না হলে কিছুই হবে না, শট্‌কেতেই আটকে থাক্‌বি, গণ্ডায় এ্যাণ্ডা দেবার ভাগ্যি হবে না।

ইলাবন্ত। প্রবঞ্চনা—টাকা কড়ি নিয়ে প্রবঞ্চনা?

মাধবেন্দ্র। থাম্ বেটা থাম্, ছোটলোক—অনার্য্য—অস্পৃশ্য, তোর মুখে পণ্ডিতী বাক্যি মানায় না—থাম্। 'প্রবঞ্চনা!' সাদা বাঙলায় বল না—'ঠকানো।'

ইলাবন্ত। নিশ্চয়। মায়ের কাছে শুনেছি—মানুষ মাত্রেই একটা দাবীর অধিকারী, সেই দাবী থেকে—সরস্বতী তো দূরের কথা—বিধাতা পুরুষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত কর্ত্তে পারেন না। আমার দাবী—বিদ্যায়, আর্য্যদের ওপরে উঠবো।

মাধবেন্দ্র। আরে ম'ল! ওরে, এ বেটার যে বড় বাড় বেড়েছে দেখছি! তুই অনার্য্য—নাগা, তুই লেখা পড়ায় দিগ্‌গজ হবি—আর আর্য্যরা তোর তাঁবে পড়ে থাকবে!

১ম পড়ুয়া। আচ্ছা গুরুমশাই, ও ফুল চন্দন নিয়ে ও পাশে দাঁড়িয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিক না, আমাদের না ছুঁলেই হ'ল।

মাধবেন্দ্র। ওরে বেটা থাম্, তোর আর আমার ওপর সর্দ্দারী করতে হবে না। জেতে নাগা—তায় বেটার বাপের ঠিক্ নেই।

ইলাবন্ত। কি? কি বললে?

মাধবেন্দ্র। ভাঁটার মত চোখ দুটো লাল করে রগে তুলে তেড়ে আসছিস কি রে বেটা? বল, বেটা বল,—বাপের নাম বল? পাজী বেটা—জারজ বেটা—যা না তা বেটা—আমায় চোখ রাঙানী?

ইলাবন্ত। উঃ! [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

মাধবেন্দ্র। নে—তোরা সব অঞ্জলি দিয়ে নে। বল্ শ্রীবিষ্ণু—শ্রীবিষ্ণু—শ্রীবিষ্ণু।

পড়ুয়াগণ। শ্রীবিষ্ণু—শ্রীবিষ্ণু—শ্রীবিষ্ণু—

মাধবেন্দ্র। ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং

পড়ুয়াগণ। ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং

মাধবেন্দ্র। সরস্বত্যৈ নমো নমঃ

পড়ুয়াগণ। সরস্বত্যৈ নমো নমঃ

মাধবেন্দ্র। বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত

পড়ুয়াগণ। বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত

মাধবেন্দ্র। বিদ্যাস্থানে ভ্য এব চ

পড়ুয়াগণ। বিদ্যাস্থানে ভয়ে ব চ

ইলাবস্ত। তাহলে গুরুমশাই, আজ থেকে আমারও ঐ বিদ্যা-স্থানে ভয়ে ব চ'। তোমার দেওয়া বিদ্যে—মাথায় রইল, নিজের জাত-বিদ্যেয় তোমাদের ভয়ের—ভক্তির পাত্র হয়ে, যদি দু-পায়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে না দাঁড়াতে পারি, তা'হলে উলুপী নাগিনীর গর্ভেও জন্মাইনি জানবে। মা সরস্বতী! একটা স্বার্থপর মূর্খ বামুন, তোমার পায়ে ভক্তির পুষ্পচন্দন ঢাল্‌বার সুযোগ আমায় না দিলেও, আজ থেকে আমি আমাদের জাতিগত বিদ্যায় তোমার পায়ে চোখের জলে ভিজিয়ে শক্তির ফুল চন্দন ঢালবো, মানুষের মত মানুষ হবো—এ কথা তোমার এই পা ছুঁয়ে দিব্যি করে চললুম মা!   [প্রস্থান]

সকলে। হাঁ—হাঁ—হাঁ—

মাধবেন্দ্র। সর্ব্বনাশ করলে—নাগা বেটা ঠাকুর ছুঁয়ে অশুদ্ধ করে গেল—অ্যাঁ!

পড়ুয়াগণ। ধরে আন্‌বো গুরুমশাই?

মাধবেন্দ্র। না রে বাবা, ও ছোট জাতদের কাক-কাঁকুড়' জ্ঞান নেই, ওদের ঘাঁটিয়ে দরকার নেই—এখনি হয় তো পাঁচশো বেটা-কাঁড় বাঁশ নিয়ে তেড়ে আস্‌বে! নে—এতে পুষ্পাঞ্জলি নমো সরস্বত্যৈ নমঃ'—বলে পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলে দে।

পড়ুয়াগণ। অনার্য্য যে ছুঁয়ে গেল ?

মাধবেন্দ্র। হ্যাঁ রে—তাই তো তিনবারের জায়গায় একবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে বলছি। নে নে—ব'লে নে—বল্ এতে—পুষ্পাঞ্জলি—

পড়ুয়াগণ। এতে পুষ্পাঞ্জলি—

মাধবেন্দ্র। নমো সরস্বত্যৈ নমঃ

পড়ুয়াগণ। নমো সরস্বত্যৈ নমঃ

মাধবেন্দ্র। বেশ বেশ—এইবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর। বল—স্মৃতিশক্তি

পড়ুয়াগণ। স্মৃতিশক্তি

মাধবেন্দ্র। জ্ঞানশক্তি

পড়ুয়াগণ। জ্ঞানশক্তি

মাধবেন্দ্র। বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী

পড়ুয়াগণ। বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী

মাধবেন্দ্র। প্রতিভা কল্পনা শক্তি

পড়ুয়াগণ। প্রতিভা কল্পনা শক্তি

মাধবেন্দ্র। যা চ

পড়ুয়াগণ। যা চ

মাধবেন্দ্র। তস্মৈ নমো নমঃ

পড়ুয়াগণ। তস্মৈ নমো নমঃ

মাধবেন্দ্র। নে, সব অঙ্গুলির দক্ষিণে দিয়ে আমার পায়ে প্রণাম কর।

[পড়ুয়াগণের তথাকরণ]

মাধবেন্দ্র। আমি ভোগ ঘরে যাচ্ছি, তোরা ফলমূল গুলো ভাগ করে খেয়ে—প্রসাদ খাবি আয়। সন্ধ্যার সময় আরতি শেতল দেবার আগে প্রতিমাকে শুদ্ধ করবো—নাগা ছুঁয়ে গেছে। [প্রস্থান]

১ম পড়ুয়া। আয় ভাই ফলমূল গুলো খেয়ে নিই আয়।

ইলাবন্তের পুনঃ প্রবেশ

ইলাবন্ত। ওরে এই ছোঁড়ারা! ওগুলো কি অনার্য্যের ছোঁয়ায় 'অস্পৃশ্য' হয় নি?

১ম পড়ুয়া। কি রে ইলা! আবার এলি যে?

ইলাবন্ত। একটা কথা তোদের বলতে। আমরা এক সঙ্গে খেলি, এক সঙ্গে আজ পুষ্পাঞ্জলি দিতে এসেছিলুম, এক সঙ্গে পড়বো বলে আজ সকালে ভর্ত্তির টাকাকড়িও দিয়েছিলুম—আমাকে ছেড়ে তোরা সবাই অঞ্জলি দিলি কেন? একা কে, কি করতে পারে? আর এই দশ মিশে যদি এক হয়ে দাঁড়ায়—তা'হলে যে দুনিয়াও টলে যায়!

১ম পড়ুয়া। না—না, তুই একে নাগা—তায় জারজ, জন্মের ঠিক নেই, বাপের ঠিক নেই, তোর সঙ্গে আর খেলবো না—মিশবোও না।

পড়ুয়াগণের গীত

মিশবো না আর তোর সাথেতে আজ থেকে এই আড়ি।
'ইতি' হল লেখাপড়া—তুই গুটিয়ে নে পাত্‌তাড়ি॥
যার নাইকো বাপের ঠিক
তার জীবনেতে ধিক্
দিগ্‌বিদিগে ঠাঁই পাবি না তোর উচিত—গলায় দড়ি॥
কোন্ জনমের কিবা পাপে
তুই পড়লি এমন অনুতাপে
তোর জন্ম নাহি দিল বাপে তুই উঠেছিস্—ভুঁই ফুঁড়ি॥

[সকলের প্রস্থান]

ইলাবন্ত। সত্যই তো, আমার জন্মেই ধিক্! কে আমার বাপ,—জানি না, মাকে জিজ্ঞাসা করলে—মা কেবল কাঁদে। মাতামহ—এই বাপের দায়ে-ই নাকি আমাদের ত্যাগ করেছেন। নাগের রাজার দৌহিত্র হয়েও আমি সকলের ঘৃণার, তবে এ জীবন ধারণে কি লাভ?

গীতকণ্ঠে প্রভুপাদ গোস্বামীর প্রবেশ

গীত

মুঠোর ভিতর মরণ সবার তা'তে নাইকো বাহাদুরী।
বেঁচে থাকাই সেরা বড়াই বুঝবো জারিজুরী।
তোর অগতির আছে গতি
যাঁর পায়েতে সকল ইতি
নীতি বিধি জাতের গাদি নাইকো কোন' চাতুরী॥
সামনে আশে পাশে কত
চারা হ'ল বৃক্ষে নত
তুইও মানব তাদের মত যারা জাতির পূজারী॥

ইলাবন্ত। কে—কে তুমি ঠাকুর? যেই হও, অনুমানে বুঝছি, তোমার দয়া মায়া আছে, নইলে আমার প্রাণের জ্বালা নেবাতে আসবে কেন? তোমায় দেখে আমার মাথা যে সোজা থাকতে পারছে না! বল ঠাকুর, অস্পৃশ্য নাগা—পিতার নাম বলতে অক্ষম—পৃথিবীর জঞ্জাল—তার মাথাটাও কি তোমার পায়ের তলায় রাখতে পারে না?

প্রভুপাদ। পায়ের তলায় কেন—বুকের ওপর রাখো।

ইলাবন্ত। বল, বল, কে তুমি—কোন্ দেবতা তুমি?

প্রভুপাদ। আমি দেবতা নই—মানুষ।

ইলাবন্ত। মানুষ? তবে দেবতা ওপরে নয়, এই পৃথিবীতে মানুষের রূপে? যেই হও—বল আমার গতি কি হবে?

প্রভুপাদ। অগতির গতি যিনি, তিনি বিনা আর কে বলতে পারে ভাই?

ইলাবন্ত। ভাই! তুমি আমার দাদা? যে জারজ—

প্রভুপাদ। হ্যাঁ, আমি তোমার দাদা।

ইলাবন্ত। দাদা! বল' অগতির গতি কে?

প্রভুপাদ। শ্রীহরি।

ইলাবন্ত। হরি? কে তিনি? কেমন রঙ—কেমন চেহারা—কি তাঁর পরিচয়?

প্রভুপাদ। কিন্তু তিনি নাগ জাতির আশঙ্কার।

ইলাবন্ত। অগতির গতি যিনি—তিনি আশঙ্কার?

প্রভুপাদ। হাঁ—তাঁর বাহন গরুড়ের ভয়ে নাগজাতি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত।

ইলাবন্ত। তবে যিনি হরি—তিনিই শ্রীবিষ্ণু?

প্রভুপাদ। এখন আবার মর্ত্ত্যে নর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব নামে পরিচিত। আর্ত্ত মানব যখন প্রাণের আবেগে যে নামে ডাকে, তখন তিনি সেই নামেই আসেন, তাই তাঁর উপাধি—ভগবান।

ইলাবন্ত। মায়ের মুখে শুনেছি তিনি এখন দ্বারকায় অবস্থান করছেন। কিন্তু কোথায় সে দেশ—কত দূরে?

প্রভুপাদ। কেন? কি প্রয়োজন দ্বারকায়? তিনি ভক্তের ভগবান্। ভক্ত যখন যেখানে তাঁকে দেখতে চায়, সেইখানেই তিনি উদয় হ'ন। এই যে বৃক্ষ, লতা, অরণ্য, পর্ব্বত, নদ, নদী দেখ্ছো,—সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজিত।

ইলাবন্ত। সকলের মধ্যে? হিংস্র জন্তু?

প্রভুপাদ। হাঁ—তাতেও ভগবান বিরাজমান্।

ইলাবন্ত। তবে পায়ের ধূলো দাও।

প্রভুপাদ। কোথায় যাবে? মাতৃ-সদনে?

ইলাবন্ত। না। পিতার পরিচয় না পেলে লোকালয়ে ফিরবো না। ভীষণ জঙ্গলের মাঝে তোমার হরিকে ডাকবো।

প্রভুপাদ। মণিপুর পর্ব্বতের সানুদেশের এ ভীষণ জঙ্গল যে নর-মাংস শোণিত-লোলুপ ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ!

ইলাবন্ত। তাতে ভয় কি? তুমিই না বললে সকলের মাঝে ভগবান্? তবে? আর যে পিতৃ পরিচয়হীন তার জীবনের কি প্রয়োজন?

প্রভুপাদ। তোমার পিতৃ-পরিচয় আমি জানি।

ইলাবন্ত। জান! দয়াময়! দয়া করে বল'—বল' আমার পিতা কে?

প্রভুপাদ। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত আভিজাত্য কুলে—রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইলাবন্ত। কে তিনি?

প্রভুপাদ। এর অধিক পরিচয় বর্ত্তমানে আমার নিকট থেকে আশা করো না।

ইলাবন্ত। কেন?

প্রভুপাদ। ভগবদ ইচ্ছা তাহা নহে।

ইলাবন্ত। তবে তুমি এখানে কেন?

প্রভুপাদ। নামপ্রচার করতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। মানুষ এমনি অজ্ঞান আঁধারে চিরদিন থাকবে? নামের অভাবে ভগবানকে ভুলবে? তাই নাম প্রচারে বেরিয়েছি।

উভয়ের গীত

ইলাবন্ত।— তোমার আমার পথের গতি
ভিন্ন মুখী তবে ;
মিলবো আবার এক হয়ে দুই
জানবো বাপে যবে ॥
প্রভুপাদ।— কাজ কি রে তোর জন্মদাতায়
খোঁজ কর্ না পিতার পিতায়
প্রপঞ্চময় মায়ার জগৎ
স্বার্থে আপন হবে।
ইলাবন্ত।— জনম তোমার আর্য্যকুলে
সাফাই দলীল আছে মুলে
কিসের ছলে যাব গো ভুলে
জারজ নামে ডাকবে সবে ?
প্রভুপাদ।— বারণ করি যাস নে শিশু,
ইলাবন্ত।— নাইকো কোথায় হিংস্র পশু ?
প্রভুপাদ।— তাদের নাইকো ভাষা দয়ার আশা
ইলাবন্ত।— ভরসা গো তাই আমার এবে ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

কিশোর-বেশী বিকাশ ও কিশোরী বেশিনী প্রতিভার
নৃত্য গীত সহ প্রবেশ

উভয়ের গীত

বিকাশ।— তোমার বড় বেড়েছে বড়াই,
দেখি কেমনেতে ঠাঁই পাও ছাই
আমি 'সরে সরে' যাই।

প্রতিভা।— তোমার তরে গড়লো মোরে
তুমি হলে আমায় ধরে
চাইছ এখন থাকতে দূরে
তোমার জোড়া দেখি নাই॥

বিকাশ।— আমি ক্ষেত্র—গুণীর তরে,

প্রতিভা।— প্রতিভাও তোমার তরে।

বিকাশ।— তবে থাকবো না আর তোমায় ছেড়ে

প্রতিভা।— আমি ও যে তাই চাই॥

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান—উলুপীর কুটীর সম্মুখ

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। আবার একটা দিন যায়, শুধু দিনই বা কেন, বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে লোক অপবাদে—লজ্জায়—ঘৃণায়। উলুপী জীবন্তে চিতার দাহনে একটু একটু পুড়ে মরছে, আব তুমি—বিধাতার স্বার্থের সৃজন পুরুষ, তোমার মনের কোনেও কি একদিন, এক লহমার জন্য—জাগছে না এই নাগিনীর কথা? তোমার জন্য আমি স্ত্রীলোক, আমার চরিত্রে সন্দেহ—কলঙ্ক, পিতা, মাতা, ভাই আদি আত্মজনের পরিত্যক্ত, জীবন্তে মৃত। বিনিময়ে পেয়েছি একটা পুত্র, সেও না পাওয়ারই মত। পিতৃপরিচয় হারা পুত্রের বিবেককে আর কতদিন স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রাখবো?

অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। ভুলে নয়—ভুলে নয়—সত্যি এসেছি।

উলুপী। কে?• কে তুমি চোরের মত উলুপীর কুটীর দুয়ারে?

অনন্ত। সত্যিই আজ আমি চোর। আত্মজন সবাইকে চুরি করে সবায়ের চোখ এড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এসেছি।

উলুপী। কেন?

অনন্ত। প্রাণটা হঠাৎ কি জানি কেন আজ আর কোন' মানা মানলে না। সমাজের গণ্ডীর দাগ কি জানি কেন আজ মিলিয়ে গিয়ে—আমার পা দুখানাকে ছোটবার অবকাশ দিলে।

উলুপী। কে তুমি ?

অনন্ত। কে আমি ? বলছিস্ কি উলুপী ? তোর বিরহে আমি যেন পাগল, তুইও কি তাই ? মেয়ে হয়ে বাপ কে চিনছিস্ না ?

উলুপী। বাপ্ ? ইলাবন্ত গর্ভে আসা থেকে এতকাল কোথায় ছিলে বাপ্ ? একমাত্র দৌহিত্র—একমাত্র কন্যা,—তাদের সন্ধান—তুমি তার মাতামহ, তুমি আমার বাপ হলে খোঁজ করতে না ?

অনন্ত। কি করবো বল, সামাজিক বাঁধন যে বড় শক্ত।

উলুপী। আজ পল্‌কা হল কেন ?

অনন্ত। আজ আমি মরিয়া !

উলুপী। বেঁচে সুখ নেই বলে ? কিন্তু আমার আছে। রাজা তুমি, বিপুল নাগকুলের ভক্তির—শ্রদ্ধার—পূজার। তোমার জীবনে সকলের সুখের আশা না থাকতে পারে, কিন্তু বৃথা অপবাদগ্রস্থা কলঙ্কিনী—ঘৃণার ধিক্কারের পাত্রী—কুটীর-বাসিনী ভিখারিণী আমি, আমার আশা যে অফুরন্ত !

অনন্ত। এ ভাবে জীবন যাপনেও আশা ? কিসের ?

উলুপী। যার জন্য আমার সব গেছে—তাকে পাবার।

অনন্ত। সে দুরাশা—এখনও ?

উলুপী। দুরাশা আমার নয়, তোমার।

অনন্ত। যদি তোর কথাই সত্য হয়।

উলুপী। কি ?

অনন্ত। যদি অর্জ্জুনই—ইলাবন্তের জন্মদাতা হয় ?

উলুপী। এখনও 'যদি' ? তুমি বাপ, কন্যার ওপর এখনও সন্দেহ ?

অনন্ত। না—না, সন্দেহ—আমার কোন দিনই হয়নি—নাইও। সন্দেহ—আমার অন্যান্য ভাইদের—জ্ঞাতগোষ্ঠীর—আমার জাতির।

উলুপী। এত সন্দেহ এড়িয়ে চোরের মত স্নেহ দেখাতে আসার কোনও দরকার ছিল না।

অনন্ত। বুঝে দেখ্,—ভেবে দেখ্,—

উলুপী। কি ?

অনন্ত। যদি তোর ভাগ্যক্রমে সেই শুভদিনই কখনো আসে ?

উলুপী। তার অর্থ ?

অনন্ত। যদি পার্থ কখনো আবার এ রাজ্যে আসে ?

উলুপী। যদি কি ? আসতে বাধ্য। সতী, পতিব্রতা আমি, দিন রাত এত চোখের জল ঢালছি, এত দুঃখ কষ্ট সইছি, এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপবাদ সহ্য করছি—তাহলে কি সবই বৃথা ?

অনন্ত। একটা রাতের—একটা খেয়ালের বশে এসেছিল বলে কি,—তুই মনে করিস্ আর্য্যের মাথার মণি অর্জ্জুন, একটা ঘৃণ্য অনার্য্য নাগের কন্যাকে পত্নী বলে স্বীকার করবে ?

উলুপী। সে চিন্তা আমার, তোমার নয়। যদি পত্নী বলে গ্রহণ না করেন, তাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি তাঁকে কায়মন প্রাণে পূজা করেছি। পূজার দেবতা—পূজারই থাকবে। তাঁকে এনে পত্নী পরিচয় প্রচার করে—তোমার, তোমার সমাজের, এমন কি জগতের কাছে আমি বৃথা কলঙ্ক অপবাদ হতে মুক্ত হতে চাই না।

অনন্ত। সে জন্য নয়, আমার সমাজ তোর ছায়া স্পর্শ করতে চায় না, তুই অর্জ্জুনের কাছে আত্মদান করেছিস্ বলে নয়।

উলুপী। তবে—আর কি অপরাধ ?

অনন্ত। তুই ছিলি বিধবা, বিধবার গর্ভ—

উলুপী। সে দোষ আমার—না তোমার ? না তোমার সমাজের ? অজ্ঞান শৈশব—মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স—তখন নিজেদের স্বার্থ পূরণের

জন্য কন্যার সারা জীবনের ভাগ্য কার হাতে সমর্পণ করলে, সে জানলে না—বুঝলে না—স্বামী বা বিবাহ কি তা' অনুভব করলে না।

অনন্ত। কি করে করবে? সর্ব্বনাশী তুই, বিবাহের তিন মাস পরেই সে স্বামীকে খেয়ে ফেললি রাক্ষসী!

উলুপী। হলেও রাক্ষসী, তবু কি মনে করেছ তার প্রাণে অন্যের মত যৌবনের লালসা জাগে না? তোমার সমাজ পুরুষের বাসনা তৃপ্তির জন্য একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছে, বিপত্নীক পুরুষের বাসনা তৃপ্তির জন্য—লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যাভিচারেও মৌনভাবে সম্মতি রয়েছে। তুমি রাজা, তুমি নিজেই চারটী পত্নীকে খেয়ে—ঢলে পড়া যৌবনেও পঞ্চমটিকে নিয়ে আনন্দের সংসার সাজিয়ে বিলাসে দিন কাটাচ্ছ, আর একটা অবলা—পাঁচ বৎসর বয়সের বিধবা, প্রথম যৌবন সমাগমে, প্রকৃতির পায়ে বাসনা-কুসুমের ডালি সাজিয়ে উপহার দিয়েছে বলেই কি যত অপরাধ? বিমাতা—তাই চুপ করে আছে—আমার গর্ভধারিণী মা থাকলে এ সব অত্যাচার সইত' না।

অনন্ত। বিষবৃক্ষ কোন্ সমাজে রাখতে চায়?

উলুপী। সারা জীবনটা একাদশীতে শুকিয়ে ম'ল না—মাঙ্গলিক কাজে শুকনো মুখে বুকফাটা দুঃখে—দূরে দূরে সরে বেড়ালো না—তাই হ'ল বুঝি সংসার উদ্যানের বিষবৃক্ষ? তা বেশ, বিষবৃক্ষই যদি, তবে তার ছায়ার ধারে সমাজের রাজা উপস্থিত কেন?

অনন্ত। আমার বিপুল সম্পত্তির—ইলাবন্ত ছাড়া উত্তরাধিকারী কে? তাই তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

উলুপী। বিষবৃক্ষটা দূর করে তার বিষময় ফলটা উপভোগে সমাজের সম্মানের হানি হবে না?

অনন্ত। উলুপী! অন্য মত করিস্ নি—ছেলে দে'। বল্ ইলু কোথায়?

উলুপী। তোমরা অনার্য্য তাকে যে সামান্য অধিকারেও বঞ্চিত করেছ, ন্যায় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আর্য্যেরা তাকে তার চেয়ে বেশী অধিকার দিয়ে বুকে টেনে নিয়েছে। একসঙ্গে বিদ্যা শিক্ষা কর্ব্বার অধিকার দিয়েছে, আজ বিদ্যাদেবীর পূজায় কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্র উচ্চারণে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবারও অধিকার দিয়েছে।

গীতকণ্ঠে প্রভুপাদ গোস্বামীর প্রবেশ

তার আশার জিনিস কোথায় পাবে
কে দিবে তা বল!
অনেক উচ্চ তার কামনা
সে যে চায় না ধরাতল॥
বনে বনে খুঁজছে তারে
যারে পাবার তরে ওরে
কোটী বরষ ধরে সাধক
ফেলছে নয়ন জল॥
আর্য্যের বুদ্ধি নাগের শক্তি
দুয়ে মিশে মহান্ ভক্তি
মুক্তি দিতে তার প্রাণেতে
জাগছে অবিরল॥

উলুপী। ভিক্ষুক! এ তুমি কার কথা বলছ? কে সে?

অনন্ত। কে তুমি, আমার কন্যার কথার উপর গান ধরে হঠাৎ উদয় হলে?

উলুপী। তুমি কি আমার ইলার কথা বলছ? কোথায় সে? শীঘ্র বল কোথায় সে? তবুও চুপ করে? মায়ের প্রাণ কি বোঝ না? তোমার সংসার নেই—বেশ পরিচ্ছদে তা বুঝছি, কিন্তু মাও কি কখন' তোমার ছিল না।

প্রভুপাদ।—

গীত

কে ছিল—কি ছিল মা গো
নিজেই আমি জানি না তা'॥
গুলিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে দেছে
আপন বলতে ছিল মা॥
কাণে শুনি লোকে বলে
আমি নাকি আটাশে ছেলে
অলক্ষণের ভয়ে পথে দিল ফেলে আমার মা॥
মুক্ত পথে ঘুরি-ফিরি
নাইক' মায়ার বাঁধন ঘিরি
যখন যারি তখন তারি দিলে পাড়ি কাহারও না॥

[প্রস্থান]

উলুপী। শোন—শোন—যেও না, জান' যদি ইলুর খবর দিয়ে যাও।

অনন্ত। পাগল দেখছ না?

উলুপী। পাগল এ জগতে কে নয় বাবা? তুমিও বদ্ধ পাগল, তাই সমাজের অন্যায় আব্দারে বাৎসল্যকে চিরদিনের জন্য দূর করে হৃদয়টাকে মহাশ্মশান করে রেখেছ। আমিও পাগল, নইলে একজনকে মনে মনে ধরে অজস্র দৈন্য পীড়নকে স্বেচ্ছায় বরণ করবো কেন? ইলারও আর এক রকমের পাগল। নইলে অনার্য্য হয়ে আর্য্যের সঙ্গে প্রতি কার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইবে কেন?

রাখালের মা'র প্রবেশ

রাখাল-মা। ও ইলুর মা! হায় হায় হায় —

উলুপী। কেন গা বাছা কি হয়েছে?

রাখাল-মা। আর কি হবে? হায় হায় হায়! একটা সোয়ামীকে পাঁচ বছর বয়সে টপাস্ করে গিললি, দোসরাটাকে কোন্ পাঁদাড়ে গলা টিপে মারলি? বাপ্ খুড়ো—আত্মজন সবাইকে হারালি,শেষ ছিল একটা আস্তাকুঁড়ের নুড়ো গো—সেটাও জেলে মুখ পোড়ালি!

উলুপী। কি হয়েছে শীঘ্র স্পষ্ট করে বল্না রাখালের মা?

রাখাল-মা। হবে আবার কি? পোড়া বিধাতা পুরুষ—মুয়ে আগুন তার—তাপ ধরে ভোড়া মড়া বেরুক,—হতছাড়া মিনসে—ষেটের ষেঠেরা পূজোর রেতে তোর বরাতে এমন আঁচড়ও কেটেছিল হাড় হাবাতে হতছাড়া ড্যাকরা মিনসে—

উলুপী। তোর অশেষ গুণ, কেবল ঐ আবোল তাবোল্ গাল-গুলোয় সব নষ্ট করে ফেলছিস্ রাখালের মা।

রাখাল-মা। লাও কথা? চোখ খেগো বিধাতাপুরুষ সবার মাথার ওপর দিন রাত ভ্যাঁটা পড়া গুগ্লি চোখে প্যাঁট্ প্যাঁট্ করে দেখছে, গাধার মত লম্বা কাণ দুটোর মাথাও থায়নি সব শুনছে, আমি আবার তোমার কি নষ্ট করবো গো? বয়েস কালে নিজে নষ্ট হয়ে—দুয়ের বার হয়ে—তিনকুল হারালি, এখন একটা শিব রাত্তিরের শল্তে ইলু—আহা বাছারে—

উলুপী। ইলুর কি হয়েছে?

অনন্ত। কি হয়েছে হেঁয়ালী রেখে বল্ না মাগী?

রাখাল-মা। চুপ্ কর্ মিন্সে, রাজা বলে কি মাথায় পা দিয়ে

চলবি না কি? 'মাগী?' রোগে—দুঃখে আমার রাখালের যে নানান খানা—সে গতর থাকলে 'মাগী' বলা ঘুচিয়ে দিত।

অনন্ত। অপরাধ হয়েছে বাছা, এখন বল,—ইলু কোথায়?

রাখাল-মা। ইস,—বড় দরদ যে? গোড়া কেটে আগায় জল? যখন বার' দিনের কচি—দুধের নড়ী—রক্তের ড্যালা ইলুকে নিয়ে বাছা, আমার অকূলে ভাসে—কই তখন কোথায় ছিল দরদ? এই রাখালের মা আপন কুঁড়েয় ঠাঁই দেয়, রাখালের সঙ্গে নিজে খেটে এই কুঁড়ে খানা বেঁধে দেয়।

উলুপী। তোর পায়ে পড়ি, বল্ আমার ইলু কোথায়?

রাখাল-মা। আবার কোথায় থাকবে সর্ব্বনাশী! মুখপোড়া বাঘ, তার বাড়ীতে মড়া কান্না উঠুক—

উলুপী। বাঘ? সে কি—বাঘ কি?

রাখাল-মা। হ্যাঁগো—চিতে নয় গো—বাঘাও নয়। যমরাজ ভুলে আছে, নইলে মুখ পোড়া বাঘের এত আস্পর্দ্ধা—

উলুপী। শীঘ্র বল,—বাঘ কি—কোথায় বাঘ?

রাখাল-মা। বনে গো বনে। বাঘ মড়া বনে থাকবে না তো কি তোমার পাতার কুঁড়েয়—তোমার এই ভাবনা চিন্তেয় শুকনো হাড় গুলো চিবুতে আসবে, না তোমার বাপের—এই অখদ্যে বুড়োর আধিক্যেতা দেখতে রাজ-গদীর তলায় চোখ বুঁজে বসে জাবর কাটবে?

উলুপী। আমার ইলু তবে কি—

রাখাল-মা। হ্যাঁ গো; আমার রাখালও তো ছিল, কাঠুরের ছেলে, পা দু'খানা নয় তো, যেন ইন্দিরের রথ, ছুটে পালিয়ে বাঁচলো, ইলু আদরে গোবরে মানুষ, পলকা পা দুখানা যেন প্যাকাটী, জোর কোথায় যে ছুটবে?

অনন্ত। তবে কি ইলুকে বাঘে ধরেছে?

রাখাল-মা। হ্যাঁ। মিন্সের কথার ছিরি দেখ? 'ধরেছে'?—জামাই করবে বলে যেন ধরেছে। এতক্ষণ বোধহয় ইলু মুখপোড়া বাঘের বাকড়ে। চিল শকুনির ওড়াই সার—টেংরীরও এক টুকরো পাচ্ছে না।

উলূপী। বাপ্ ইলু রে—[মূর্চ্ছা]

রাখাল-মা। হায় হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'ল ছুঁড়ী তোর, ভাবলেও পেরাণ খানা হাচোড় পাঁচোড় করে!

অনন্ত। বাছা, আমার মেয়ের কি হলো দেখ, তাকে বাঁচাও।

রাখাল-মা। কেমন ধারা আক্কেলখেগো লোক তুমি গা? বেটার মা আমি—তায় আবার এক বেটা;—এখন নাওয়াতে ধোয়াতে হবে, নেয়ে উঠে ও বেটাখাগীর মুখ দেখবো কি করে গো? তুমি তো আঁটকুড়ো—বেটা নেই, তুমি পালাচ্ছ কেন?

অনন্ত। না পালাই নি।

রাখাল-মা। তবে কি আধিক্যেতা করে ঢাক পিটুতে চলেছ এই আমোদের খবর বুঝি সেই ড্যাকরা মিনসেকে—

অনন্ত। না—আমি যাচ্ছি মণিপুর জঙ্গল থেকে বাঘের বংশ নির্ব্বংশ করে—ইলুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব বলে।

[প্রস্থান]

রাখাল-মা। উঃ ভারি পালোয়ান্! ওই বলে সরে পড়লো, এখন মর মাগী তুই। আহা, ছুঁড়ীকে এ অবস্থায় একলা ফেলেই বা যাই কি করে? যা থাকে বরাতে, আমার রাখালচন্দোর চিত্রগুপ্তর খাতায় আগুন জেলে, যম রাজাকে ঝাঁটা মেরে মারকণ্ডের পরমাই নিয়ে বেঁচে থাক। ছুঁড়ীকে তুলে নাইয়ে ধুইয়ে বোঝাই

পড়াই, ঠাণ্ডা করি। বলি অ' মা!—আহা শক্ত কাঠ! তা কি চোখের মাথাখেগো মুখপোড়া যম, এদিকে তাকাবে? যেখানে যার মুখ চেয়ে সবাই বসে, যার জন্যে সবাই হা পিত্তেশে থাকে, সেইখানেই যম মড়ার নোলার জল ঝরবে। বলি, অ' ইলুর মা!—আহা, আর ইলুর মা, ডাকতেও বুক ফেটে যাচ্ছে! কি বলে ডাকি তবে? বলি অ' ভালমানুষের বেটি!—না না—মানুষই বা কৈ?—বলি অ' বিষশূন্যি ড্যাম্‌না সাপের খুকী!—বলি অ' শতেক খোয়ারী! বলি অ' মা—

উলুপী। [সংজ্ঞা প্রাপ্তে] এঁ্যা—ইলু—ইলু—কৈ ইলু? আমার ইলু—ইলাবন্ত—বাপ্‌ রে আমার—

রাখাল-মা। আহা, আর কা'রে বিরথা ডাকছিস, মা?

উলুপী। আমার ইলু কে, আমার ইহ—পরকালের সর্ব্বস্ব কে। একদিকে—স্বামী, বাপ, খুড়ো, ভাই, জ্ঞাত গুষ্টি, আত্মজন, জাত্‌, সমাজ, আর অন্য দিকে,—সে একা। রাখালের মা, চ'—চ' আমায় নিয়ে চ'—

রাখাল-মা। আর কোথায় যাবে মা?

উলুপী। যেখানে আমার ইলু আছে।

রাখাল-মা। সে যে মড়া যম্‌রার ঘরে এখন মা।

উলুপী। সেখানে থাক, মা ডাকবে—ছেলে আসবে না? বিধাতা পুরুষকে অবধি মায়ের ডাকে—অদৃষ্টের লেখা মুছে নূতন করে ঘুরিয়ে লিখতে হয় শুনিস নি?

রাখাল-মা। আহা, মড়া কি বাঁচে মা?

উলুপী। বাঁচে—হাজার হাজার। বাঁচে না শুধু সেই গুলো, যে গুলো এ জগতে জ্যান্তে মরে রয়েছে।—না, না—ঐ যে-ঐ যে আমার ইলু—এঁ্যা—কায়া—না ছায়া? ইলু—ইলু—　[প্রস্থান]

রাখাল-মা। লাও ঠ্যালা! মড়া মন্‌রা—আমার সাথেই বা মরতে এত বাদ সাধছিস্ কেন? মারলি মারলি—আমার সম্বন্ধের লোককে মারলি কেন? এখন এই বেতো পা দুখানা নিয়ে পাগলীর পেছু পেছু কোথায় ছুটে বেড়াই বল? এত লোক এত রকমে মরছে, আর যম মড়া অপঘাতে মরে না গা।

[প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

ইলাবন্তের প্রবেশ

ইলাবন্ত। ঘোরতর দুরগম্য বন,
ক্রমে পথরেখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।
কেমনেতে হই অগ্রসর?
চারিদিকে ক্ষুধাতুর পশুর গর্জ্জনে
ভয়ে প্রাণ দারুণ চঞ্চল।
কই—গুরু আগন্তুক?
কই যথা তথা সর্ব্বভূতে
শ্রীহরি বিরাজে তব?
ঐ—ঐ—লক্ষ্য করি মোরে
ধীরে ধীরে আসে এই দিকে
বাঘিনীর সনে সিংহ ভয়ঙ্কর।

রক্ষা কর হরি তাবৎ সময়
যাবত না মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ মোর।

গীত

চরম কালে চরণ তলে ঠাঁই দিলে রসময়।
নাহিক ক্ষতি অকালেতে জীবন যদি যায়॥
কেশরী শ্বাপদ আসে
রক্ত মাংস লোভ বশে
ধন্য জীবন এমন ভাবে দান দিয়ে ক্ষুধায়।
পরহিতে বৃক্ষে ফল
কল কল কল নদীর জল
পরের জন্যে এ ধরাতল নিত্য নব্য শস্য যোগায়।

ইলাবন্ত। এস এস—ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনী, সিংহ,
ক্ষুদ্র আমি—তুচ্ছ আমি,
মিটিবে কি মোর রক্ত মাংসে
ক্ষুধা উভয়ের ?—
না—না, কোথা পশু,
কোথায় বাঘিনী সিংহ,
গুরু কথা মত অন্তর্হিত।
নেহারি যে প্রকৃতি পুরুষে ;
রাধাশ্যাম ছলিতে আমায়
বুঝি সম্মুখে উদয়।
কৃষ্ণ—কৃষ্ণ !—অগতির গতি !
স্থান দাও চরণে আমায়।
দেখা দাও দেখা দাও প্রকাশি স্বরূপ,

বাঘিনীর আবরণ ত্যাজি
দাও দেখা শ্রীপতি শ্রীরাধা,
দিয়ে দেখা, সাধ হয়
রাখ' কিংবা করহ নিধন।

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার আবির্ভাব

গীত

শ্রীকৃষ্ণ।— সংবে যে তোর আয়ুর উষা।
এখনি কি শেষ হয়রে সারা জীবনের আশা?
শ্রীরাধা।— সবার সেরা মানব জনম
পেয়ে কেন হলি এমন
ধরণ দেখে মরণ যে তোর ছেড়েছে ভরসা॥
আমরা আছি সকল সময়
শ্রীরাধা।— ডাকার মত ডাকলে তো হয়
শ্রীকৃষ্ণ।— ডাকলি যেমন এখন রে মন
শ্রীরাধা।— এতেই হবে যাওয়া—আসা॥

[প্রস্থান]

ইলাবন্ত। এঁ্যা! কোথায় লুকালে দেব দেবী?
বুঝিতে না পারি হরি
স্বপ্ন কিংবা জাগরণে
নেহারিনু অপরূপ ঠাম উভয়ের?
কই হরি—কোথায় লুকালে?
নাহি জানি পুনঃ কোন
অপরূপ রূপে নেহারিব অরূপ তোমায়?

সায়নাচার্য্যের প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। নীরব দুর্গম বনে
সাধনায় ছিনু রত,
সঙ্গীতের কোলাহলে
কে ভাঙালি সাধনা আমার ?
এ কি !—এ বিজন বনে
কেবা তুই একাকী বালক ?
ধনুর্ব্বাণ করে নিশ্চল নির্ব্বাক !
পরিচ্ছদে অনার্য্যের দেয় পরিচয়,
বল্ সত্য কে তুই অনার্য্য ?
কোন্ কার্য্যে বিজন বিপিনে ?

ইলাবন্ত। এক আগন্তুক বিষ্ণুভক্ত—
ব্রাহ্মণ বাক্যেতে যত্র তত্র
হরি অন্বেষণে এসেছিনু
গহন কাননে।

সায়নাচার্য্য। রাখ্, বাচালতা—
বল্ সত্য কেবা তুই ?

ইলাবন্ত। সত্য ভিন্ন মিথ্যা নাহি জানি।

সায়নাচার্য্য। মিথ্যা—মিথ্যা, ঘোর মিথ্যাবাদী।
হইয়া অনার্য্য এসেছিলি হরি অন্বেষণে ?

ইলাবন্ত। ভগবানে ডাকিবার সম অধিকার
নাহি কি তাপস আর্য্য অনার্য্যের ?

সায়নাচার্য্য। অসম্ভবে কেন হেন আশ ?

অরূপের কোথা রূপ ?
কোনরূপে দেখিবারে করেছিস আশা ?

ইলাবন্ত। নহে মাত্র আশা,
ক্ষণ পূর্ব্বে আমি পেয়েছি দর্শন
অরূপের রূপ অপরূপ !
নহে এক—রাধা সনে
শ্রীকৃষ্ণের মধু সমাগম
হয়ে গেল চক্ষুর সম্মুখে মোর।

সায়নাচার্য্য। সকলি অদ্ভুত! যদিও অনার্য্য,
তবু বাণী তোর
অতি শুদ্ধ আর্য্যের সমান।
কিন্তু বন মাঝে কি কারণে তুই ?
কার পুত্র—কোথা ধাম ?

ইলাবন্ত। নাহি জানি পিতৃ পরিচয়,
জন্ম হতে এ যাবত কাল
হয় নাই পিতৃদর্শন আমার।

সায়নাচার্য্য। কেবা মাতা? বল, কোন্ ভাগ্যবতী
গর্ভে ধরিয়াছে তোর সম
ভাগ্যবানে হেন।

ইলাবন্ত। নাগিনী উলুপী জননী আমার

সায়নাচার্য্য। এঁ্যা! তুই? তুই ধনুর্দ্ধর
ইতিহাস বিখ্যাত নন্দন !
ওরে জন্ম তোর অতি উচ্চকুলে।

ইলাবন্ত। দয়াময়! পায়ে ধরি

মৃত প্রাণে কর ত্বরা জীবন সঞ্চার
দিয়ে মোর পিতৃ পরিচয়।

সায়নাচার্য্য। মহা মাননীয়, আর্য্য-কুলোদ্ভব,
হস্তিনার রাজপুরে বাস,
পিতা তোর তৃতীয় পাণ্ডব,
কৃষ্ণময় প্রাণ ধনঞ্জয় নাম!

ইলাবন্ত। আমি—আমি! সত্য—একি সত্য?
নহে স্তোকবাক্য?
সত্য আমি পুত্র অর্জ্জুনের?

সায়নাচার্য্য। নাহি কোন' মিথ্যা ও সংশয়,
সত্য তুই অর্জ্জুন-নন্দন।
পর্ব্বতের সানুদেশে
আছে আর এক ভ্রাতা তব
নামেতে বভ্রুবাহন।

ইলাবন্ত। তপোধন! কি দিয়ে এ উপকারে
কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ?

সায়নাচার্য্য। মাত্র ভক্তি,—নহে মোর প্রতি,
সনাতন ধর্ম্মে রাখ ভক্তি অনুপম—
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারণ।

[গমনোদ্যত]

ইলাবন্ত। কোথায় চলিলে গুরু?

সায়নাচার্য্য। স্বকার্য্য সাধনে।

ইলাবন্ত। পুনঃ কোথা কবে হবে শ্রীপদ-দর্শন?

সায়নাচার্য্য। প্রয়োজন সত্য যদি ঘটে,

বিধাতাই মিলাবেন উভয়ে আবার
এইমত আকস্মিক নাটকীয় ভাবে।

ইলাবন্ত। প্রণাম চরণে। [প্রণামকরণ]

সায়নাচার্য্য মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ তোর।

[প্রস্থান]

ইলাবন্ত। এস এইবার শিক্ষাগুরু,
এস রে সঙ্গীগণ যত,
দেখি আভিজাত্যে—তোরা ছার,
সারা মণিপুর রাজ্য মাঝে
কেবা আছে আমার সমান?

নেপথ্যে-উলুপী। ইলু—ইলু—বাপ আমার—কোথা তুই? যদি বেঁচে থাকিস তো উত্তর দে।

ইলাবন্ত। এই যে হেথায় আমি।

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। এঁ্যা! ইলু—ইলু—আমার ইলু বেঁচে?

ইলাবন্ত। জননী গো মরি নাই, মরিবার নই,
যমের কি সাধ্য মা গো
পুত্রে তোর কেড়ে লয় আর।
নহি আর অখ্যাত অজ্ঞাত,
আর্য্যবংশ ধুরন্ধর আমি,
পিতা মোর জগৎ বিখ্যাত—

উলুপী। পেয়েছিস পরিচয়?
কোথা? কার কাছে পেলি বাপ্?

ইলাবন্ত। সদয়ে উদয় হয়ে রাধাকৃষ্ণ মাতা
পশু চর্ম্ম আবরণ—প্রহেলিকা ভেদি'
তৃপ্ত করি অশান্ত পরাণ,
পরে ঋষি রূপে দিয়ে দেখা
পিতৃ-পরিচয় দানিলা আমায়।
বল্, মা গো এখনও বল্,—
তোর মুখে চাহি শুনিবারে—
কেবা মোর পিতা ?

উলুপী। পাণ্ডুর নন্দন হস্তিনার রাজ-বংশধর—

ইলাবন্ত। বাস, বাস,—যথেষ্ট শুনেছি,
ঋষি কভু মিথ্যা নাহি কহে।
অর্জ্জুনের পুত্র আমি,
কেন মাগো এতকাল
এ বারতা শুনাসনি আমায় ?

উলুপী। যতদিন নাহি হয় পিতৃ-দরশন,
ততদিন চঞ্চল হয়ো না বাপ !

ইলাবন্ত। চঞ্চল হবো না ?—বল কি জননী ?
কৌরবের মান কুল করিতে উজ্জ্বল
অন্যতম আমি—আর হবো না চঞ্চল ?
দুখিনী মাতার দুঃখ,
হয়ে রাজার ঘরণী—
কুটীর-বাসিনী তুমি।
আর রাজপুত্র আমি
হবো না চঞ্চল ?

অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। ইলু—ইলু—দাদা আমার—

ইলাবন্ত। কে—কে তুমি—
এতকাল পরে মধু আত্মীয়তা
সম্বন্ধেতে ডাকিছ আমায় ?
আজনম হেরি নাই
আপনার বলিতে কারেও।
জন্ম হ'তে—জ্ঞানের সঞ্চার সনে
উপরে দেখেছি শুধু
শতছিদ্র পাতার কুটীর
পার্শ্বে—দুশ্চিন্তায় মর্ম্মাহত
মায়ের আকৃতি মোর।

অনন্ত। আমি মাতামহ তোর।

ইলাবন্ত। মাতামহ ?

উলুপী। সত্য বাপ,—পিতা উনি,
মাতামহ তব।

ইলাবন্ত। অসম্ভব।
ক্ষত্রিয় নন্দন আমি,
কৃষ্ণসখা পার্থের তনয়,
ভারত বংশের আশা ;—
অসভ্য অনার্য্য নাগরাজ
মাতামহ কেমনে আমার ?

অনন্ত। ইলু! শত অপরাধে অপরাধী সত্য

তোর সনে মাতৃ পাশে তোর।
অনুতাপভরা বুকে অশ্রুময় চক্ষে,
বক্ষে ধরি অশেষ কামনা—
এসেছি লইতে তোরে ;
আয়—সাথে আয় মোর।
বিপুল ঐশ্বর্য্য তোর তরে এতদিন
অতি সন্তর্পণে করেছি রক্ষণ।
আয় নাগ-সিংহাসনে বসি—
বাণপ্রস্থে দিতে এই বৃদ্ধে অবসর,
চলে আয় মাতৃ-সনে তোর।

ইলাবন্ত। না—না বৃদ্ধ, ক্ষত্রসুত আমি
অনার্য্যনাগের বিষয় বৈভবে
নাহি অধিকার মোর।
পর্ব্বতের সানুদেশে অর্জ্জুনের
বভ্রুবাহন নামেতে—
এক পুত্র বিরাজে যেমন,
তেমনি অন্যতম অর্জ্জুন-নন্দন আমি ;
প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার সাথে মোর,
নহে অনার্য্য—নাগের সনে।

অনন্ত। তবে এত আশা লয়ে এসে,
ভগ্ন মনোরথে ফিরে যাব
একাকীরে আমি ?

ইলাবন্ত। না—না, তাহা কেন, পিতা তুমি—
অনাদৃতা পরিত্যক্তা তনয়া তোমার

সমরজিৎ। তুমি মূর্খ!

রঙ্গরাজ। আজ্ঞে ধ্রুব সত্য,—মোদ্দা কথা—সেটা কিন্তু এই সঙ্গ দোষে।

সমরজিৎ। হাঁ—তুমি মূর্খ, নইলে এই অভিষেকে আনন্দে তুমি নেচে ওঠ?

রঙ্গরাজ। তা' যা বলেছেন, মোদ্দা কথা—সখীরা যখন তিনের পায়ে ঝুমুরের ঝম্‌ঝমানি তোলে, তখন আমার পা দুখানা—পাঁচের মাত্রায় ছুটতে চায়।

সমরজিৎ। এই মণিপুরের রাজাসন কত পবিত্র তা জান?

রঙ্গরাজ। তা আর জানি না? মোদ্দা কথা, পাপী তাপী তরাতে পারে কি না সেটার পরিচয় জানি না।

সমরজিৎ। স্বর্গগত রাজা চিত্রভানু কত কষ্টে—কত রক্তপাতে—কত বিনিদ্র প্রাণপাত পরিশ্রমে এই মণিপুর সিংহাসনকে অমর বাঞ্ছিত সর্ব্ব সুখের আকর করে তুলেছিলেন।

রঙ্গরাজ। তা আর কে না জানে? মোদ্দা কথা—মরে গেছেন যখন—আর অপুত্রক অবস্থায়—

সমরজিৎ। তাই বলে একটা নটীর পুত্র বভ্রুবাহন—

রঙ্গরাজ। তা আর সন্দেহ কি? মোদ্দা কথা—একটু আস্তে কে কোত্থেকে শুন্‌বে!

সমরজিৎ। এ তো সার সত্য কথা, সত্য বল্‌তে—জেনে রেখ রঙ্গরাজ, এ সমরজিৎ কোন কালে কুণ্ঠিত হবে না।

রঙ্গরাজ। তা তো বটেই। পশ্চিমে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, আর এ পূবে গঙ্গা-পুত্তুর—বিষ্টু বিষ্টু—সেরা পুত্তুর আপনি—সত্যের অবতার। মোদ্দা কথা—

সমরজিৎ। তোমার ঐ 'মোদ্দা কথার' মুদ্রা দোষে আমার প্রাণ জ্বালাতন।

রঙ্গরাজ। আজ্ঞে এক কথা ঘ্যান ঘ্যান করলে হাড় মাস জ্বলবে বৈ কি? মোদ্দা কথা—মানুষের অনেক রকম দোষ থাকে, যথা—বার দোষ—চরিত্র দোষ—পান দোষ ইত্যাদি—আমার ঐ একটা মুদ্রাদোষ মাত্র।

সমরজিৎ। যাক, বভ্রুবাহনের পিতৃ-পরিচয়—শপথ করে কেউ বলতে পারে?

রঙ্গরাজ। তাতো বটেই। মায়ের পরিচয়ে শপথ চলে - মোদ্দা কথা বাবার ঠিক করা মানুষতো ছার, বিধাতা পুরুষের বাবাও বলতে পারে না।

সমরজিৎ। মা এবং পুত্র, দুজনে প্রচার করেছে যে—বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের পুত্র। তুমি কি বলতে চাও, সবাইকে তাই বিশ্বাস করতে হবে?

রঙ্গরাজ। দুগ্যা—দুগ্যা! জয় কামাখ্যা মা! বাবা বললেই যদি তার বেটা হওয়া যায়, তাহলে মোদ্দা কথা—আমিও বলছি আমি বেটা জটাসুরের বেটা কিংবা গঙ্গাপুত্তুর ভীষ্মেরই বেটা—মোদ্দা কথা—দেশের লোক তাই বিশ্বাস করুক।

সমরজিৎ। ভ্রাতৃপাশে নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে অর্জ্জুন প্রায়-শ্চিত্তের জন্য এসেছিল বার বচ্ছরের জন্য বনবাসে—তীর্থ যাত্রায়।

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—এ আর কে না জানে? গেরুয়া পরে তীর্থ করতে এসে মোদ্দা কথা—চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে মিলন—মোদ্দা কথা এ যেন কেমন ধারা।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কি কেমন ধারা রঙ্গরাজ?

রঙ্গরাজ। এই যে আসুন আসুন রাণী মা—আমার সতী সাবিত্রী

গর্ভধারিণী মা আসুন। মোদ্দা কথা—এই কেমন ধারাটা হচ্ছে—কোথায় সে কতদিনের পথ—হস্তিনা নগরী আর কোথায় এই মান-চিত্রের এক কোণে—পাহাড় পর্ব্বতের আড়ালে রাজ্য—তার রাজকন্যা আপনি—আপনার সঙ্গে মোদ্দা হলো কি না সেই ইন্দ্রপ্রস্থের অর্জ্জুনের সুপবিত্র মধু রাস রসমিলন! মোদ্দা কথা—বাঃ চমৎকার! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কিনা—তাই পাখনা মেলে হস্তিনা থেকে বেরিয়ে তিনশো বাহান্ন গণ্ডা নদী—আড়াইশো পাহাড়, লাখ দুই ধেনো জমী পার হয়ে—ফড় ফড় করে এসে বসলো সুযিার নাকের ডগায়—এই মণিপুরে বাঃ! মোদ্দা কথা বলিহারী বিধাতাপুরুষকে!

চিত্রাঙ্গদা। সেনাপতি! তুমি কি বভ্রুবাহনের মণিপুর সিংহাসনে অভিষেক ইচ্ছা কর না?

সমরজিৎ। এমন কে নরাধম আছে মহারাণী, যে বভ্রুবাহনের মত সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পুত্রকে রাজাসনে অভিষিক্ত দেখতে ইচ্ছা করবে না? তবে কথা হচ্ছে এই যে কিন্তু—

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা কিন্তু, অতএব, এবং এ তিনটে শব্দেই গণ্ডগোল।

চিত্রাঙ্গদা। কিসের 'কিন্তু' সেনাপতি?

সমরজিৎ। দেশ ও দশে কিন্তু বভ্রুবাহনের পিতৃ-পরিচয় সম্বন্ধে সন্দিহান—

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—বাবাকে যদি না দেখতে—তথা না দেখাতে পারা যায়—তাহলে ঐ মোদ্দা কথা—আবার ঐ মোদ্দা কথাই বটে!

চিত্রাঙ্গদা। এই দেশ ও দশ'—নিশ্চয়ই তুমি আর এই তোমার গুণধর সহচরটী, কেমন সেনাপতি?

সমরজিৎ। দোহাই মহারাণী, আমি চিরদিনই আপনার চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

রঙ্গরাজ। শাওন ভাদ্দরে শুনেছি মা গঙ্গায় ঢল নামে, মোদ্দা কথা—আপনার চরিত্র বারমাস একটানা সমান মোদ্দা কথা।

চিত্রাঙ্গদা। সেনাপতি! তাই যদি হয়, তা হ'লে যারা মাতৃ-স্বরূপিণী রাজরাণীর চরিত্রে কলঙ্ক প্রচার করছে, এইদণ্ডে স্বহস্তে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করে, আমার পায়ে এনে উপঢৌকন দাও, তারপর—

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। তাহলে সেনাপতি, অন্তকালে স্মরণীয় দেবতাকে স্মরণ করে নাও।

সমরজিৎ। এ্যাঁ! সে কি কুমার?

বভ্রুবাহন! হ্যাঁ—এখন' পর্য্যন্ত কুমার—এখন' পর্য্যন্ত মণিপুর সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী শুদ্ধাচরিত্রা রাণী চিত্রাঙ্গদা—এখন' পর্য্যন্ত আমি তাঁর অনুগত ভৃত্য—সাধারণ প্রজা সম। রাণীর আদেশ যে পালন না করে, সেতো বিদ্রোহী। একে মহারাণী—তায় জননী। তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক কথা উচ্চারণকারী তুমি। তাই রাণীর আদেশ মত তোমার দেহ হতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করতে, আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। নাও প্রস্তুত হও—বিলম্ব কিসের? [অসি নিষ্কাশন করিলেন]

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন!

বভ্রুবাহন। না মা, বারণ কর'না—শুনবো না। সন্তান হয়ে, মাতৃ-নামে কলঙ্ক প্রচারকারীকে, প্রজা হয়ে—মহারাণীর নামে অপবাদ দানকারীকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে নিরস্ত হব না।

রঙ্গরাজ। নীচ যদি উচ্চ ভাষে মোদ্দা কথা সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে এই যে প্রবাদ প্রচলিত বচন—মোদ্দা কথা—

চিত্রাঙ্গদা। আজ তোমার জীবনে অতি পবিত্র চিরস্মরণীয় দিন। অগণিত প্রজার ভাগ্য নিয়ন্তা হতে চলেছ—চলেছ মণিপুর রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হ'তে, একটা কাপুরুষ অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক প্রজার রক্তে হস্ত কলুষিত করে রাজদণ্ড ধারণ করা শুভপ্রদ হবে না পুত্র।

সমরজিৎ। দোহাই কুমার, মহারাণীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার মনের কোনেও কিছু মাত্র কু-ভাব নাই। তা যদি থাকতো, তাহলে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা কেন করবো, কেন আমি অগ্রণী হবো?

বভ্রুবাহন। এ কৈফিয়তে গুরু অপরাধের ক্ষমা হয় না।

চিত্রাঙ্গদা। হয়, তোমার মত প্রজাবৎসল রাজপুত্রের নিকট।

বভ্রুবাহন। ক্ষমা করতে হবে? কেন মা ভয়ে? রাজ্যের স্তম্ভ —সেনাপতি বলে?

চিত্রাঙ্গদা। না। সে ভয় তোমার ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মাতামহ পূর্ব্ব হতেই দূর করে গেছেন। পুত্র হয় নাই বলে আমার পিতা তাঁর একমাত্র কন্যা—আমাকে আশৈশব পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন। সাহসে—শক্তিতে—বাহুবলে কিম্বা অস্ত্র শস্ত্রে আমি কোন বীরের অপেক্ষা দুর্ব্বলা শক্তিহীনা নই। ভয় কাকে বলে তা জানি না। তবে অভিষেকের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নর হত্যায় হস্ত রঞ্জিত করো না—এই জন্য বলছি।

রঙ্গরাজ। তাতে আর সন্দেহ কি? মোদ্দা কথা—স্বর্গীয় রাজার কৃপায় আপনি নারী হয়েও পুরুষের জ্যাঠামশাই। মোদ্দা কথা—এও ঐ মোদ্দা কথা প্রবাদ বচন—'দশ হাত কাপড়ে ঘেরাটোপ' পরেও—নারীর সরম ভরম যায় না।

চিত্রাঙ্গদা। সুতরাং বভ্রুবাহন, সেনাপতি যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাতেই বা ভয় কি? কাল থেকে মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন তুমি,

আর তোমার রাজ্য ও পৃষ্ঠবল রক্ষায় সৈন্যাপত্যের ভার নেন আমি—ভূতপূর্ব্বা রাজরাণী চিত্রাঙ্গদা।

ইলাবন্তের প্রবেশ

ইলাবন্ত। ভাই বর্ত্তমানে মা যাবেন সৈন্যের ভার গ্রহণে? এ অগৌরব দাদা তোমার—সঙ্গে সঙ্গে সারা মণিপুর সাম্রাজ্যের এবং আমারও।

বভ্রুবাহন। কে তুমি অনার্য্য বালক, বিনা আদেশে এখানে উপস্থিত হলে?

ইলাবন্ত। ভাই ভাইয়ের কাছে আসবে, পুত্র জননীর পদধূলি গ্রহণ করতে আসবে—সেখানেও অনুমতি?

বভ্রুবাহন। ভাই?—পুত্র? এ পার্ব্বত্য প্রদেশে আছে পাণ্ডবকুল রক্ষণে—পাণ্ডবের সম্মান বর্দ্ধনে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের একমাত্র পুত্র বভ্রুবাহন এবং একমাত্র মহিষী রাণী চিত্রাঙ্গদা।

ইলাবন্ত। মিথ্যা কথা। আরও আছে, পর্ব্বতের সানুদেশবাসী এই ইলাবন্ত, আর নাগরাজ-দুহিতা রাণী উলুপী।

চিত্রাঙ্গদা। তু—মি? তুমি আমার সপত্নী উলুপীর পুত্র? বভ্রুবাহন! এ তোমার ভাই—সাদরে আলিঙ্গন কর'।

বভ্রুবাহন। ভাই? অনার্য্য—আর্য্যের ভাই?
জন্মভূমি, স্বর্গ হতে গরীয়সী
জননী যে তুমি মোর,
তব বাক্য ধ্রুব সত্য সন্তান সকাশে।
তথাপি আভিজাত্য সর্ব্ব হতে
গরীয়ান বভ্রুবাহন সান্নিধ্যে।

সেই আভিজাত্য অভিমানে,
কিছুতেই পুত্র তব হবে না স্বীকৃত,
ভাই বলি—অনার্য্যে করিতে আলিঙ্গন।

ইলাবন্ত। শুনিলাম কালি হতে হবে তুমি
মণিপুর রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্তা রাজা!
মাতামহ ভিন্নগোত্র পর,
তারই অনুগ্রহে ত্যক্ত সিংহাসনে;
বসি হবে তুমি রাজা।
গৌরব কি হেতু তাহে?
যে মাতামহের বিপুল সম্পত্তি রাজ্য
ঘৃণাভরে হেলায় ত্যজিয়া
অনার্য্য মাতার পুত্র,
গরীয়ান্ আর্য্যের নন্দন—
এই ইলাবন্ত আসিয়াছে
তোমার স্নেহের দ্বারে,
তারই তরে লালায়িত তুমি!
আজ যদি পৈতৃক সাম্রাজ্যে
তুমি কিংবা আমি,
পিতৃ, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠতাতগণের
লভিতাম চরণ সেবার অধিকার
তবে সার্থক হইত এ জীবন।
জাগিত অন্তরে গৌরব—আনন্দ।
কিন্তু কৃপাদত্ত—এ ঐশ্বর্য্যে—
নাহি গর্ব্ব—নাহি আত্ম সম্মানের কিছু।

বভ্রুবাহন। নীতি উপদেশ নাহি চাহি
শুনিবারে অনার্য্যের মুখে !
অস্পৃশ্য অনার্য্য তুমি,
যাও ত্বরা সম্মুখ হইতে।
পার্থ-পুত্র, চিত্রসেন রাজার দৌহিত্র
স্বীকার না করিবে কখন'—
কোনরূপ আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ
রে অনার্য্য তুই মোর সাথে।

সমরজিৎ। এইবার বোঝ রাণী
দেশ ও দশের কিবা মনোভাব।

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা যে দিক দিয়েই দেখ
হরে দরে ঐ মোদ্দা কথা জগা খিচুড়ী।

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন ! সকলি বিদিত মোর।
আমি যথা, নাগিনী উলুপী তথা
পিতার তব অন্যতমা মহিষী।

বভ্রুবাহন। পিতৃপাশে লভিবে সম্মান,
সপত্নী-তনয় নাহি দিবে অনার্য্যে
আর্য্যের সমান গৌরব সম্ভ্রম।
আমি বিনা পার্থের অপর পুত্র
আছে এ পূরবে, কিছুতেই
করির না স্বীকার জননী।

ইলাবন্ত। কি ! স্বীকার করিবে না।
কিন্তু জান দাদা,
ইলাবন্তের দেহেতে বর্ত্তমান

অনার্য্যের শক্তি সনে
আর্য্যের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি,
ইচ্ছি যদি, কালিকার রাজ-অভিষেক
হবে রক্তস্রোতে পরিণত!

বভ্রুবাহন। বটে পশু? এতদূর স্পর্দ্ধা তব?
সেনাপতি! সেনাপতি

সমরজিৎ। আদেশ কর কুমার?

বভ্রুবাহন। হ্যাঁ—এখনও কুমার।
কালি হতে রাজ সম্বোধন,
মাত্র দিনেকের ব্যবধান।
সেনাপতি আদেশ আমার—
এইদণ্ডে অনার্য্যের স্কন্ধচ্যুত কর শির।

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। আর না রহিবে তথাপিও স্থির?
পার্থ-পুত্র—যথার্থ যে কে,
কেমনে তা' হইবে বিচার
যতদিন নাহি হয় পার্থ সমাগম?
পিতৃ দর্শন সৌভাগ্য—
যে পুত্রের হইবে সর্ব্বাগ্রে,
সেই উপযুক্ত পার্থের নন্দন।
নাগিনী উলুপী অনার্য্য-দুহিতা সত্য,
তথাপি আমি পার্থ মহিষী!

হোক একদিন
তবু আমি পত্নী—মহাবীর অর্জ্জুনের।

চিত্রাঙ্গদা। এস ভগ্নি! সগৌরবে—সমাদরে
রাখিবে স্নেহের বক্ষে
আজি হতে রাজপুরে সপত্নী তোমার।
শুনিয়াছি—দেশ, দশ আত্মীয় স্বজন পাশে
বৃথা অপবাদ সহিয়াছ।
সহিয়াছ কতমত লাঞ্ছনা গঞ্জনা নিরন্তর।
আর তোমা ত্যজিব না আমি।

বভ্রুবাহন। কিন্তু পুত্র তব বাদী।

সমরজিৎ। সাথে সাথে সেনাপতি।

রঙ্গরাজ। অগণিত প্রজা সনে মোদ্দা কথা—
সৈন্যগণও—মোদ্দা কথা—

চিত্রাঙ্গদা। ইথে যদি মাতা-পুত্রে
ঘটে বিসম্বাদ—নাহি ক্ষতি তায়।

ইলাবন্ত। না—না জননী, পার্থের মহিষী তুমি,
বীর-পুত্র ইলাবন্ত মাতা,
ভুবনের আশঙ্কা সে নাগজাতি,
সেই তাহাদের রাজ-কন্যা!
কৃপাদত্ত আশ্রয়েতে রবে তুমি?
পার্থ অপমান, ইলাবন্ত মুখম্লান।
নাগজাতি সনে নাগ নৃপতির
গৌরব মণ্ডিত শিরে করি পদাঘাত,—
মণিপুর রাজার দুহিতা,

অনুকম্পাভরে অবজ্ঞায় দানিবে আশ্রয়,
কেমনে তা' সহিবে তনয় ? এস' চলে—
বাহুবলে পার্থের পুত্রত্ব করিব প্রমাণ।
মণিপুর ছার, এ পূরবে,
অর্জ্জুনের আদর্শ তনয়
ইলাবন্ত প্রতাপেতে সতত শঙ্কায়
ভক্তি ভরে নামাইবে শির।

[উলুপী সহ প্রস্থান]

বভ্রুবাহন। সেনাপতি! অভিষেক ক্রিয়া সাঙ্গ মাত্রে
অভিযানে হইবে প্রস্তুত।
মণিপুর সানুদেশ হ'তে
অনার্য্যের অস্তিত্ব বিলোপে।

[প্রস্থান]

চিত্রাঙ্গদা। না—না সেনাপতি!—
বিনা আদেশে আমার
কর'না এমন কার্য্য—উদ্ধত যুবক বাক্যে।

[প্রস্থান]

সমরজিৎ। এইবার মহান্ সুযোগ
সমুদিত উভয়ের ভাগ্যে বঙ্গরাজ!

রঙ্গরাজ। বটে কথা। মা বেটার মধ্যে মনোমালিন্য. ফাঁকতালে আপনার সিংহাসন দখল 'কিন্তু' 'এবং' 'অতএব' আর ঐ—সোদ্দা কথা।

সমরজিৎ। রাখ' রঙ্গরস, চল গুপ্তভাবে
বিদ্রোহ-বীজ করিগে বপন—
মণিপুর সেনাগণ হৃদে?

রঙ্গরাজ। তাহলে মোদ্দা কথা—অনার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযান নয় ?

সমরজিৎ। না, অভিযান স্থির,
মণিপুর সিংহাসন কাম্য সদা মোর।

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা শত্রু ভয়াবহ।

সমরজিৎ। অনার্য্যের হইলে নিপাত,
পরিণামে নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য মোর।

রঙ্গরাজ। কিন্তু মাতা পুত্রে মোদ্দা কথা ঘটিলে বিবাদ—

সমরজিৎ। গৃহদ্বন্দ্ব ভিতরে আবদ্ধ রাখি,
বহির্ভাগে চালাব সমর পরদেশী সাথে।
মধ্য হতে নির্ব্বিবাদে করিব দখল
মণিপুর রাজ্য সিংহাসন।

[প্রস্থান]

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা, তবে ঐ কেমন 'অতএব' 'কিন্তু' 'এবং' মোদ্দা কথা—

নৃত্যগীত সহ সখিগণের পুনঃ প্রবেশ

গীত

আমাদেরও 'মোদ্দা কথা সখা।
কৈ কৈ কই কইব কারে
পাইনা কারো দেখা॥
অনেক দিনের পরে বঁধু
তোমার প্রাণে পেয়েছি মধু
বসন্তের কি তুমি শুধু
বরষা কালের কাঁকা॥

রঙ্গত সঙ্গত বঁধুয়া তুঁহুঁ
ঠুনু ঠুনু নাচত' পেখন পেঁহুঁ
সুর শত সঙ্গে অনঙ্গ রঙ্গে
হিয়া পরি রহ সদা আঁকা॥

রঙ্গরাজ। ও বাবা রে! মোদ্দা কথা—ধরেছ ঠিক,—তবে নামতায় একটু ভুল। অনঙ্গমোহন সেনাপতি, তোমাদের নাচের হিড়িকে 'প' এ আকার। তা দেখ আমার গায়ে পড়বার কোন' প্রয়োজন দেখি না। মোদ্দা কথা—নিমের ঝোল ও উপাদেয় পথ্য ও ঔষধ। যখন মায়ের অনুগ্রহে মড়কের হিড়িক লাগে, মোদ্দা কথা—এ শেতলার বাহনের তা ভাল লাগবে কেন? বুঝলে কি না! ওই অতএব এবং কিন্তু মোদ্দা কথা—বাবা রে—

[পলায়ন]

সখিগণ।—

গীত

ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ সইলো ত্বরা ধর্।
লাফে লাফে পলায় মোদের ভদ্র প্রাণেশ্বর॥
ফুল ছিঁড়ি কি পাতা ছিঁড়ি
কিংবা বৃক্ষ শাখা নাড়ি
রাণীর রাজ্যে দেবে পাড়ি পেরিয়ে লো সাগর॥
শুনছি নাকি বন্ধু হবে
নারীস্বাধীনতা যাবে
নাগর হারা আমরা সবে করবো কি তারপর

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

হস্তিনার রাজকক্ষ

ভীষ্ম

ভীষ্ম। অতঃপর ?—বিষম চিন্তার কথা,
কি হইবে অতঃপর ?
অতীব সাধের রাজ্য—বংশ কৌরবের,
কেমনেতে রক্ষা হবে অতঃপর ?
অনিবার্য্য কুরুক্ষেত্র রণ।
ভ্রাতায় ভ্রাতায়—জাতিতে জাতিতে,
পিতৃ, পিতৃব্য পিতামহগণ সাথে
বক্ষ রক্ত পাতে হবে অগ্রসর
পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, পৌত্র আদি
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমগণ।

নেপথ্যে অর্জ্জুন। জয় কৌরবের।

ভীষ্ম। জয় কৌরবের ? কেবা তুমি
ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহীয়ান্,
কৌরবের জয়-বাণী করিয়া ঘোষণা
কৌরবের নিয়ত হিতার্থী—
গাঙ্গেয় সমীপে—এ নিশিথে,
শয়ন কক্ষের দ্বারে হলে উপস্থিত ?
যেই হও,
এই শুভবাণী উচ্চারণ হেতু

করি আশীর্ব্বাদ—চিরদিন
সংগ্রামে বিজয়-শ্রী করিবে ধারণ ।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন । চন্দন কুসুম বরিষণ হোক দেব,
শ্রীমুখে তোমার—বিমান-বিহারী
দেবগণ শ্রীহস্ত হইতে অবিরত ।
পিতামহ !—

ভীষ্ম । [সবিস্ময়ে] এঁ্যা—

অর্জ্জুন । দেহ পদ'ধূলি—[পদধূলি গ্রহণ]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ । পুনরায় কর দেব অমোঘ আশীষ
চিরদিন সংগ্রামে বিজয়-শ্রী
পার্থ করুক ধারণ !

ভীষ্ম । কে ? কৃষ্ণার্জ্জুন ?
এ নিশীথে কোন প্রয়োজনে ভা
এ বৃদ্ধের শয়ন মন্দিরে ?

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যই কি অনিবার্য্য
হল তবে কুরু পাণ্ডবের রণ ?

ভীষ্ম । অনিবার্য্য কুরুক্ষেত্র রণ ।

অর্জ্জুন । অনিবার্য্য ?

ভীষ্ম । অনিবার্য্য ভাই ! আজি হতে
অষ্টম দিবসে তরুণ অরুণালোকে

ধর্ম্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্রে
কুরু-পাণ্ডবীয় ভাইগণ
পরস্পর মাতিবে সমরে।
সৈনাপত্য ভার সাদরে লয়েছি আমি,
এই ধর্ম্ম যুদ্ধে ভাই দুর্য্যোধন অনুরোধে।

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্ম যুদ্ধ? কহ পিতামহ,
ধর্ম্ম কারে কয়? নির্ণয় কি তার?
শৈশব হইতে এ যাবত
কারণে ও অকারণে ভীমসেন বিরুদ্ধেতে
দুর্য্যোধন করিতেছে বহু অত্যাচার—
কোন্ ধর্ম্ম মতে? জতুগৃহে
পাণ্ডব দাহনে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র
কোন্ ধর্ম্মে হয়েছে সাধন?
বিরাটের গোধন হরণ
কোন্ ধর্ম্মে কহ গঙ্গার নন্দন?

অর্জ্জুন। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর,
ব্রহ্মচারী তুমি পিতামহ,
পিতৃব্য রাজন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র
বিদুর ও সঞ্জয়াদি সম্মুখেতে
হয়ে গেল অধর্ম্মের ঘৃণ্য পাশা খেলা।
কোন্ ধর্ম্মে মৌন রহি কর সম্মতি প্রদান?
রজঃস্বলা একবস্ত্রা কুলের কামিনী
বিবস্ত্রা লাঞ্ছিতা যবে হ'ল—
মহাপাপী দুঃশাসন করে,

পাপ অবতারদ্বয়—দুর্য্যোধন
ও কর্ণের ইঙ্গিতে, কোন্ ধর্ম্মে
তুমি ধর্ম্মপ্রাণ নাহি লয়ে
যোগ্য প্রতিশোধ—মৌন রহি
ত্রয়োদশ বর্ষ তরে পাণ্ডবে তাড়ালে দেব
রাজপুরী, রাজ্য হতে—কোন্ ধর্ম্মে ?

ভীষ্ম। 'ধর্ম্ম' ? সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি
তুমি যথা একমাত্র শ্রীহরির
লয়েছ শরণ, আমিও তেমতি ভাই
দশ-পাল্য ধর্ম্ম ত্যজি,
একমাত্র কৌরবের বংশ রক্ষা—
কৌরবের মঙ্গল সাধন
চিরদিন সারধর্ম্মরূপে করেছি গ্রহণ।

অর্জ্জুন। তথাপি—অত্যধিক পক্ষপাত হেতু
ছল নীতি প্রচারেতে অধর্ম্ম কার্য্যেতে
সাহায্য তাদের কর তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝিলাম কৌরবের মহা বংশ
এ সমরে সুনিশ্চয় হইবে নির্ম্মূল।
চির কৌমার্য্যব্রতধারী সন্ন্যাসী
ভীষ্ম পিতামহ যবে যোগান ইন্ধন
অধর্ম্মের মহা যজ্ঞানলে।

ভীষ্ম। যথা ধর্ম্ম তথা জয়
চিরদিন সত্য বাসুদেব !
যাক্—কোন্ পক্ষে তুমি রবে ভাগ্য প্রবর্ত্তক ?

শ্রীকৃষ্ণ। এ কলঙ্কের জ্ঞাতি যুদ্ধে
নিরস্ত্র রহিব আমি করেছি প্রতিজ্ঞা।
ভীষ্ম। দুর্য্যোধন যায় নাই দ্বারকায়
সমরে বরিতে তোমা ?
শ্রীকৃষ্ণ। এক সাথে পার্থ—দুর্য্যোধন
হয়েছিল উপস্থিত।
শুনি প্রতিজ্ঞা আমার,
রথের সারথ্য হেতু
নিরস্ত্র আমায় বরিল অর্জ্জুন।
আর সূক্ষ্মবুদ্ধিশালী দুর্য্যোধন
মহারণে নিরস্ত্রের বৃথা প্রয়োজন ভাবি,
মম তুল্য শক্তিশালী জনে জনে
হেন দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণী সেনা—
পরিবর্ত্তে আমার করিল গ্রহণ সাদরে
ভীষ্ম। বাস,—তবে তো সেথায়
সমরের জয় পরাজয় হয়েছে নির্ণীত।
অর্জ্জুন। সে কি পিতামহ ?
ভীষ্ম। "জয়োঽস্তু পাণ্ডু পুত্রানাম্
যস্মিন্ পক্ষে জনার্দ্দন।"
বল পার্থ—রজনী বর্দ্ধিত ক্রমে—
আগমন কারণ তোমার ?
অর্জ্জুন। সত্য বটে বহুদূর অগ্রসর
কৌরব পাণ্ডব মহা সমর কারণ।
দেশে দেশে দুই পক্ষ

প্রেরিয়াছে ঘোষ বাদকের দলে—
"এ-ধর্ম্ম সমরে ক্ষত্র যেবা আছে,
একবিন্দু ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিত
যে কারণে যাহার শরীরে।
সেই দিবে কুরু কিংবা পাণ্ডুপক্ষে
যোগদান ত্বরা—অন্যথায়
জারজ আখ্যায় ভবিষ্যতে
হইবে আখ্যাত ক্ষত্রিয় সমাজে।"
সমরারম্ভের সপ্তদিন মাত্র আর আছে বাকী,
তবুও শেষবার করি নিবেদন,
ধরিয়া চরণ—কিছুতেই—
কোন উপায়েতে এই কলঙ্কের—
জ্ঞাতি যুদ্ধ হয় না নিবৃত্ত ?

ভীষ্ম। হইবার নহে। হয়ে কিবা ফল ?
চিরদিন গুপ্তভাবে চলিবে নিয়ত
জঘন্য সে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।
তার চেয়ে পার্থ, জ্বলিয়া উঠুক
পরস্পর হৃদি মাঝে আজন্মের
সঞ্চিত পুঞ্জিত যত হিংসা দ্বেষ
বিদ্রোহের ভীম দাবানল।
প্রকাশ্যেতে হো'ক সমাধান—
কৌরব ও পাণ্ডবের যতেক বিবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম
বিনিময়ে সন্তুষ্ট পাণ্ডব,

তাহাও দিবে না কুরু—
তুমি যার নায়ক ধীমান্ ?

ভীষ্ম। বিনা যুদ্ধে—
নাহি পাবে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি
রাজা দুর্য্যোধন করে দৃঢ় পণ !
বিদিত সকলি তুমি,
বার বার কেন এই ঘৃণ্য অনুরোধ ?

অর্জ্জুন। এ ঘৃণ্য সমরে
কৌরবের—অধর্ম্মের—সেনাপতি তুমি !
তোমারে শুধাই দেব,
তুমি কি পার না—
দুর্য্যোধনে সম্মত করায়ে,
পঞ্চগ্রাম বিনিময়ে—
রক্তপাত নিবারণ করিবারে ?

ভীষ্ম। কেন ?—
পঞ্চ ভাই তোরা ভুবন বিদিত,
ত্রিলোকের পূজনীয়—
ধর্ম্ম, সত্য, বীর্য্য ও বীরত্বে।
নিজে জনার্দ্দন সহায় যখন,
অনুগ্রহ দত্ত পঞ্চগ্রামে হইয়া সন্তুষ্ট
কেন আভিজাত্য হারাবি এমন ?
আমি পিতামহ—
কৌরবের যথা—তোদেরও তেমন,
এতে আমারও সম্মানের হবে হানি।

অর্জ্জুন। আর আদরের পৌত্রগণ
পরস্পর পরস্পরে করিবে নিধন,
ইহাতে কি বর্দ্ধিত হইবে দেব
গৌরব তোমার ?
শ্রীকৃষ্ণ। যথার্থ গাঙ্গেয় !
আমি যথা—তুমি তথা
রহিতে যগুপি নিরস্ত্র সমরে,
সারা পৃথ্বী চিরদিন
জয় তব করিত ঘোষণা।
ভীষ্ম। অস্ত্র ধারণের হেতু,
ভীষ্মের কলঙ্ক চিরদিন
দেশে দশে—ইতিহাসে করিবে ঘোষণা,
আর তুমি ছলী নিরস্ত্র কারণ
মহাকীর্ত্তি, আর সম্মান ভক্তির সনে
গৌরব মর্য্যাদা করিবে অর্জ্জন
দেশ—দশ—ইতিহাসে
যতদিন সৃষ্টির অস্তিত্ব রবে ?
এই বুঝি ভাবিয়াছ মনে ?
অর্জ্জুন। সে মীমাংসা কুরুক্ষেত্রে হবে।
একদর্শী—অন্যায় ও অধর্ম্মের
মহান্ পোষক বার্দ্ধক্যেতে
বুদ্ধি ভ্রংশ তুমি পিতামহ।
যবে কৌরবের প্রতি অত্যধিক
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা বশে

লভিয়াছ সংগ্রামের সেনাপত্য ভার,
তখন—করিছে প্রতিজ্ঞা পার্থ,
শুন' অন্তরীক্ষ—শুন' জনার্দ্দন—
শুন তুমি বুদ্ধিভ্রংশ পিতামহ,
এ সমরে তুমি হবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অরাতি আমার।
তোমারে বধিয়া বীরনাম করিব উজ্জ্বল,
যদি নাহি পারি
অকারণ ধরি গাণ্ডীব ধারণ।
জানি—ইচ্ছামৃত্যু বর প্রাপ্ত
গঙ্গার নন্দন তুমি, তবু কহি—
সে ইচ্ছায় অবনত করিবে অর্জ্জুন।

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ—পার্থ—হয়ো না চঞ্চল।

ভীষ্ম। না—না! কেন কর ছল?
করিনু প্রতিজ্ঞা আমিও হেথায়
মরি যদি পার্থ বিনা
অন্য কেহ হবে না কারণ।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ পিতামহ—ধর ধৈর্য্য!

ভীষ্ম। আরও কহি, জননী জাহ্নবীর নামে
করি শপথ আরও কহি শুন বাসুদেব,
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব তব সুনিশ্চয় নারায়ণ,
এ সমরে অস্ত্র তোমা ধরাবো নিশ্চয়।

অর্জ্জুন। প্রীতিবশে তবে এই শেষ দেখা
তোমায়—আমায়। এর পর—
শত্রু ভাবে অস্ত্র মুখে দিব পরিচয়।

জানি, কৌরব পাণ্ডব—এ সমরে
অস্তিত্ব না রবে কারও স্থির.
এক গণ্ডুষ জলের অভাবে
হাহাকারে পিতৃ পিতামহগণ সাথে
তুমিও যখন কাঁপাইবে
নভস্তল সনে ধরাতল—
তখন মনে মনে বুঝিবে সকলে
মূল এর বকধার্ম্মিক গঙ্গার নন্দন তুমি।

ভীষ্ম। কি পার্থ—এত স্পর্দ্ধা তব ?

অর্জ্জুন। সাথে সাথে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র,
সঞ্জয়াদি যারা কেহ
কৌরবের অন্নেতে পালিত—
সকলের চরম দুর্দ্দশা করি, ইহ পরকালে—

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ—পার্থ—

অর্জ্জুন। না—না—জনার্দ্দন দিওনাকো বাধা—
মূল এর গঙ্গার নন্দন।
ইচ্ছামৃত্যু যদি, কেন তবে
স্বেচ্ছায় মরণে নাহি করিল বরণ
পাশাখেলা কালে—
পাপ কুরুরাজ সভার ভিতর ?
এখনও সময় আছে,
কেন নাহি মরি ইচ্ছামৃত্যু বীর,
অধর্ম্মের বিদ্বেষ অনলে
জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে ঘৃতাহুতি দিতেছে নিরত ?

ভীষ্ম।　　কি এতদূর ?
তবে জেনে রাখ পার্থ ধনুর্দ্ধর—
দশদিন মহারণ করিব নিশ্চয়
কৌরবের সেনাপতি রূপে,
এই দশদিনে যদি নাহি পারি
অপাণ্ডব করিতে ধরণী,
তবে স্বেচ্ছায় তোরই নিক্ষিপ্ত শরে
মৃত্যুশয্যা পাতি যমে দিব আলিঙ্গন।

অর্জ্জুন।　　সাক্ষ্য হও জনার্দ্দন,
সাক্ষ্য হও সমীরণ,
সাক্ষ্য হও বিগত জীবন
ওগো পিতৃ-পিতামহগণ।
ভীষ্মের এ প্রতিজ্ঞা ভীষণ।

শ্রীকৃষ্ণ।　　বেজে ওঠ'—বেজে ওঠ'
পাঞ্চজন্য এইবার ঘন ঘন
মহানন্দ করিয়া ঘোষণা।

[শঙ্খনাদ]

এ সময়ে সর্ব্বরথী আগে
সুনিশ্চয় মহারথী ভীষ্মের পতন

ভীষ্ম।　　পদধূলি দাও নারায়ণ—

শ্রীকৃষ্ণ।　　সে কি সর্ব্বনাশ!

ভীষ্ম।　　এখনও রবে অপ্রকাশ ?
স্বরূপ আবরি চিরদিন
প্রতারিত করিবে গাঙ্গেয়ে ?

তুমি কি ভেবেছ নারায়ণ,
ভীষ্মের চরম কালেও—
রবে এই প্রহেলিকা আবরণে
সারথীর রূপে গোলোকের
অচিন্ত্য সে অরূপ আবরি ?
আয় পার্থ বুকে আয়,
এস কৃষ্ণ পাশে এস,
এখনো সমর ভেরী বাজেনি যখন
তখন নহকো শত্রু
আদরের নাতি যে উভয়ে।
এইবার—বাজাও তো দেখি'
সমর পিয়াসী পাঞ্চজন্য তব,
দেখি বাজে কেমন ঝঙ্কারে ?

কৃষ্ণার্জ্জুন। পিতামহ—পিতামহ,
ক্ষমা কর ধৃষ্টতা কারণ।

ভীষ্ম। ওরে কে আছিস্ —
বিশাল কৌরবেরপুরে ?
দক্ষিণাবর্ত্ত লক্ষীবন্ত শঙ্খ আমার
বাজানা বারেক সুগভীর রবে।

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

যোদ্ধৃবেশে সুসজ্জিত নাগকন্যাগণের
গীতকণ্ঠে প্রবেশ

গীত

দুষমণ ঘিরেছে সঁইয়া
মোদের নাগা দেশ।
সরম ভরম ছোড়ি চলা
শিখাই তাদের বেশ॥
মোরা ছোড়েঙ্গে এায়সে বাণ,
খাঁড়া সে কাট্‌নো খানে খান
জান দেঙ্গে তো মান নেই দেঙ্গে
দেখিস্ গরব শেষ॥
মরদ সাথে আওরৎ লড়ি
মণিপুর রাজা লিবে কাড়ি
তাড়াতাড়ি চল্‌লো ছোড়ি
বিসমাখা তীর বেশ॥

[প্রস্থান]

উলুপী ও ইলাবন্তের প্রবেশ

উলুপী। দেখ' বৎস, নাগকন্যাগণ
হ'ল অগ্রসর ভীষণ সমরে।

মোরা নিম্নে, শত্রু পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে
তাই লভিয়াছে মহান্ সুযোগ ;
ঊর্দ্ধ হতে প্রস্তর ও বৃক্ষের
অন্তরালে থাকি অবিরত
বাণ বরিষণে তিন ভাগ নাগ সেনা
করিয়াছে ধ্বংস, নাহি জানি
পরিণামে নাগ জাতির অস্তিত্ব
কেমনে রহিবে !

ইলাবন্ত। আগে যদি জানিতাম—
নাগের ক্রূরতা, শৌর্য্য বীর্য্য
গুপ্তভাবে মাত্র কার্য্যকরী,
প্রকাশ্যে তাহারা ভীরু অতি কাপুরুষ,
তাহলে কি মণিপুর সনে
বাধাতেম ভীষণ সমর ?

উলুপী। পিতা যবে স্বেচ্ছায় রাজত্ব দানে
হ'ন অগ্রসর, করনি গ্রহণ,
ঘৃণা ভরে করেছিলে ত্যাগ।
তারপর মণিপুর রাজপাশে
হয়ে অপমান, প্রতিশোধ হেতু
সেই পিতৃপাশে মোর আবেদন,
নিবেদন, বহু অনুনয়-বিনয়েতে
লভি নাগ সিংহাসন, শান্তিপ্রিয়
নিরীহ জাতির প্রাণে জ্বালায়েছ
সমরের ভীম দাবানল।

নির্ব্বাণের ভার সম্পূর্ণ তোমার।

ইলাবন্ত। নাহিক আশঙ্কা মাতা,
যাবত জীবিত র'বে ইলাবন্ত হেথা,
তাবত সময় নিরাপদ নাগরাজ—
জনক তোমার।

উলুপী। সভ্য মণিপুর--সমরে নিপুণ,
সম্মুখ সমর ত্যজি গুপ্তভাবে
অবরুদ্ধ করিয়াছে নাগরাজধানী,
তণ্ডুল কণাও বহির্ভাগ হতে
আসিবে না আর।
নগরের সঞ্চিত আহার্য্য শেষ প্রায়।
এরপর—খাদ্যাভাবে অনাহারে
কেমনে যুঝিবে নাগসেনাগণ ?
মহা চিন্তার বিষয় যে এখন তাই !

ইলাবন্ত। বুঝেছি জননী মনোভাব তব।
যাক্ মান, যাউক সম্ভ্রম,
ইলাবন্ত 'জারজ' আখ্যায়
জীবন্মৃত রহুক জগতে ;
করহ আদেশ, শ্বেত পতাকা তুলিয়া
সমরের করি অবসান।

উলুপী। হয়ে ক্ষত্রিয় সন্তান— ?

ইলাবন্ত। ক্ষত্রিয়ত্ব অসম্ভব রক্ষণ এখন,
এক তরে দশ যেথা অকারণ নির্য্যাতিত,
দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত, সেথা—

উলুপী। অর্জ্জুন ঔরসে,
বীরাঙ্গনা উলুপীর গর্ভজাত—

ইলাবন্ত। সন্তান এখন
ক্ষত্রিয়ত্ব দিবে বিসর্জ্জন
মাতৃকুল রক্ষণ কারণ।

উলুপী। কিন্তু আমি তো হইনি
বৎস অধীর চঞ্চল—তবে ?

ইলাবন্ত। শোকের প্রবল বন্যা
বহমান অন্তরে তোমার,
পুত্রে বৃথা আশ্বাস দানিতে
বহুকষ্টে রুদ্ধ করি অশ্রুবেগ
করিছ সান্ত্বনা পুত্রে।
মা কাঁদিবে মনে প্রাণে
আর পুত্র যাবে নিজ গৌরব রক্ষণে ?
নিশ্চিন্তে রহ গো মাতা,
নিরাপদ পিতৃকুল তব।
শ্বেত পতাকা তুলিয়া
সমরের অবসান করিব ত্বরায়।

শ্বেত পতাকা হস্তে ইলাবন্ত বেগে গমনোদ্যত হইলে, ঠিক সেই সময়ে শ্বেত পতাকা হস্তে রঙ্গরাজ সহ সমরজিতের প্রবেশ

সমরজিৎ। তা কি কভু হয় ?
নাগরাজ দৌহিত্র ধীমান্—

অর্জ্জুনের বীরপুত্র
সমরের করি অবসান
ক্ষত্রিয়ত্ব দিবে বিসর্জ্জন ?

ইলাবন্ত। একি—শত্রু সেনাপতি ?
কোন সাহসে, কেমনে নাগব্যূহ ভেদি
উপস্থিত তুমি হেথা ?

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—সাদা নিশেনেই তো গালুম বাবা—

ইলাবন্ত। মহাদম্ভে বলেছিল মণিপুর-রাজ
অর্জ্জুনের বীরপুত্র একমাত্র সে এই পুরবে।

উলুপী। বীর যেবা, সে কি বৎস, চাহে এমন সন্ধির
রণ মধ্য ভাগে কভু ?

সমরজিৎ। মণিপুর নৃপতির বীরত্ব শৌর্য্যের
সাহসের নাহি পরিসীমা !

উলুপী। তাই বুঝি প্রবল সমর কালে
সন্ধি হেতু পাঠায়েছে
বাহুবল—সেনাপতিরে তাহার ?

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা ঐ খানটায় বোঝবার একটু গোলযোগ করছ—মোদ্দা কথা।

উলুপী। কহ কোন্ সর্ত্তে চাহে সন্ধি
মণিপুর-রাজ ?

ইলাবন্ত। অনর্থক প্রশ্ন কর মাতা,
এ সমর হবে না নিবৃত্ত কোন' মতে,
বভ্রুবাহন ও ইলাবন্ত—
এই উভয়ের একজন রহিতে জীবিত।

এ পূরবে পার্থ-কীর্ত্তি প্রচারিতে
অর্জ্জুনের এক পুত্র রহিবে নিশ্চয়।

উলুপী। অকারণ অপেক্ষা তোমার।
শুনিলে তো পুত্র অভিমত ?
যথাযথ নিবেদন কর গিয়া
রাজারে তোমার।

সমরজিৎ। সন্ধি নাহি চাহে কভু
ঘৃণ্য অনার্য্যের সনে
সভ্য আর্য্য মণিপুর-রাজ।

উলুপী। তবে কি কারণে মণিপুর-বাহুশক্তি
উপনীত শ্বেত পতাকা উড্ডীনে ?

সমরজিৎ। এ কৌশল না ধরিলে
নাগের দুর্জ্জয় ব্যূহে প্রবেশের
অধিকার পেতেম কি কভু ?

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা, শুধু গায়ের জোরে জয় হয় না, মোদ্দাকথা মাথা—মাথা মোদ্দা কথা খেলানো চাই।

ইলাবন্ত। কৌশলে দুর্ভেদ্য
নাগব্যূহ ভেদি এসেছ হেথায় ?

উলুপী। কহ কি উদ্দেশ্যে
এ হেন জঘন্য বৃত্তি ধরেছ ধীমান্ ?

সমরজিৎ। বাসনা আমার—
ধর্ম্ম পক্ষে করিতে সমর।

উলুপী। অর্থাৎ—?

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—বিনা দোষে মণিপুর-রাজ আপনাকে যাচ্ছে

তাই' তো করেছেনই—মোদ্দা কথা নিরীহ অবলা নাগজাতি—তালি দিলে যারা সড় সড় করে গর্ত্তের ভেতর লুকোয়—আহা, তাদের প্রতিও বিনা দোষে আক্রমণ—ইঁটপাটকেল, গাছ পাথর, তীর বর্শা ছুঁড়ে মার? মোদ্দা কথা এত অধর্ম্ম, ধর্ম্মো কিছুতেই সইতে পারেন না—পারবেন না—মোদ্দা কথা পারা উচিতও নয়।

উলুপী। ওই—ওই পুনঃ বুঝি ঊর্দ্ধ হতে
শত্রুগণ করিতেছে নানাবিধ
আয়ুধ নিক্ষেপ!

[নেপথ্য হইতে নাগ সৈন্যগণের আর্ত্তধ্বনি—কে আছ! রক্ষা কর রক্ষা কর প্রাণ গেল]

উলুপী। ওই শুন পুত্র,—নাগবাহিনীর মাঝে
উঠিয়াছে পুনঃ হাহাকার,
ত্বরা করি শেষ কর'
সেনাপতি সাথে কর্ত্তব্য যা কিছু,
নাগগণে রক্ষা হেতু আমি হই অগ্রসর।

[প্রস্থান]

ইলাবন্ত। ত্বরা কর, ত্বরা কর মণিপুর সেনাপতি!
কহ, কিবা চাহ, মোর পাশে তুমি?

সমরজিৎ। আমি চাই;—
মোর অনুগত—রাজার বিদ্রোহী
হেন পঞ্চ সহস্র রণ নিপুণ
সৈন্য সহ পৃষ্ঠরক্ষা করি তব,
উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মণিপুর-রাজে।

ইলাবন্ত। কারণ?

রঙ্গরাজ। অকারণ। অকারণে—মোদ্দা কথা—সকলের সাম্নে —যাচ্ছে তাই অপমান তো বটেই—একেবারে ঘ্যাচাং করে মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ, মোদ্দা কথা—পিতৃপুরুষের ছালা-ভরা পূণ্যির জোরে বাঁচোয়া—তাই মোদ্দা কথা—নাগজাতির সহায়ে বীরহস্তী সেনাপতি মহাশয়, বভ্রু-বাহনকে দূর করে মণিপুর রাজতক্তে গ্যাট হয়ে বসে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করতে চান।

ইলাবন্ত। সে কি! বিশ্বাসঘাতকতা?

সমরজিৎ। বিশ্বাসে বিশ্বাস লাভ,
অবিশ্বাসে কেমনেতে বিশ্বাস সম্ভব?

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। এতকাল যার অন্নে—যার অর্থে
পালিত—বর্দ্ধিত—

সমরজিৎ। হ্যাঁ, তারই বিরুদ্ধেতে চাহি দাঁড়াইতে
নাগজাতি সহায়েতে আমি।
ভেবে দেখ নাগকন্যা,
এ সুযোগ হেলায় হারালে
পিতৃবংশ তব হইবে নির্ম্মূল,
পুত্রও বিনষ্ট হবে জেন ইহা ধ্রুব সত্য।
বিপুল সেনার বলে মণিপুর
করিয়াছে অবরোধ।
নাগরাজধানী মাঝে মক্ষিকা
প্রবেশেরও নাহিক উপায়।

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—ভাত বন্ধ হলে—কপালে হাত মা ঠাকুরুণ।

সমরজিৎ। দক্ষিণ দিকের ভার মোর প্রতি সমর্পিত।
সেই পথে নিরাপদে লয়ে যাব সেনা সহ
পুত্রেরে তোমার একেবারে
বভ্রুবাহন শিবির মধ্যে।
অকস্মাৎ আক্রমণে পরাজিত হবে মণিপুরপতি।

রঙ্গরাজ। চিলে যেমন ছোঁ, মারে—মোদ্দা কথা তেমনি ভাবে বভ্রুবাহনকে বন্দী করবার—সুন্দর অবসর—মোদ্দা কথা

উলূপী। সব সত্য, শত ধন্যবাদ
অযাচিত সাহায্য দানের হেতু।
কিন্তু এ সঙ্কল্প করিবার আগে,
ভেবে কি দেখেছ দোঁহে—
বিশ্বাসের হয়ে হন্তারক
যেই অন্নদাতা—ভয়ত্রাতা—
দেবতুল্য রাজার অনিষ্ট হেতু
শত্রুপাশে হয়ে উপনীত
গুপ্ত তত্ব করিলে প্রকাশ যাহার সকাশে
সে যে ভাই সেই নৃপতির।

ইলাবন্ত। ভায়ে ভায়ে চলেছে বিবাদ,
নহে মণিপুরী সনে নাগ অনার্য্যের।
বীরবর! এ যুদ্ধের নামান্তর
গৃহ যুদ্ধ—আত্মীয় সমর, জ্ঞাতি দ্বন্দ্ব,
আভিজাত্য গৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ভীষণ।

সমরজিৎ। বহু আশে আসি তব পাশে
ফিরে যাব ভগ্ন মনোরথে?

শরণাগত তোমার আমি,
শরণাগতে অভয়দান ধর্ম্ম সবাকার।

উলুপী। না, না বিফলে না ফিরিবে কদাচ'
যে সম্মানে দোঁহে উপস্থিত,
যে সম্মানে এখন' দাঁড়ায়ে
নিরাপদে প্রভু পাশে—
সেই সম্মানে হইবে উপস্থিত
রাজ নির্দ্দেশিত কর্ত্তব্যে আবার।
শরণাগতের রক্ষা হেতু—
স্থির জেন' এই চারিজন বিনা
তোমার এ বিদ্রোহীতা এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র
অন্যে না জানিবে কভু।

অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। কিন্তু আমি যে জেনেছি। আমি সভ্য আর্য্য নই—অসভ্য, বর্ব্বর, অনার্য্য নাগা। আমি ও সাদা, কাল নীল—নিশেনের রীতি নীতি মানি না। দুষমন্—শত্রুর সেনাপতিকে আপন দখলে পেয়েছি, ছাড়বো না।

ইলাবন্ত। কিন্তু মাতামহ,
শ্বেতপতাকা সহায়ে সমাগত
সেনাপতি—শরণাগত আমার
সর্ব্বদিকে নিরাপদ হেথা।

উলুপী। সত্য বলিয়াছ পুত্র—
সম্মানের পাত্র হেথা অরাতি যুগল।

অনন্ত। তোদের রক্তে সভ্য আর্য্যের সম্বন্ধ, তোরা ও সব রীতি নীতি মানবি, আমি বলেছি তো অসভ্য অনার্য্য বুনো বর্ব্বর নাগাদের রাজা আমি। সৃষ্টির পত্তন থেকে নাগেরা ক্রূর বলে বিখ্যাত শুনিস্ নি? নিজের জেতের ধর্ম্ম ছাড়বো না। বল—বেইমান্, তুই কি ভাবে মরবি?

[উদ্যত বর্শার ফলক সমরজিতের বক্ষে স্থাপন]

গীত কণ্ঠে প্রভুপাদের প্রবেশ

প্রভুপাদ—

গীত

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ে মিটবে কিবা আশ?
ও যে জ্যান্তে মড়া হয় সদা, ওর বৃথা ভবে বাস॥
বিশ্বাসহারা প্রাণে কোথা
শান্তি সুখ আর পরের ব্যথা
সে যে যথা তথা মরণ ভয়ে নিজ হিতে করে নাশ॥
গাছ পাথর আর মাটি মাঝে
বল দেখি কি দেবতা রাজে
তবু কেন সবাই পূজে এমনি অন্ধ রে বিশ্বাস॥

ইলাবন্ত। একি তুমি! তুমি সেই দিনেকের গুরু মম?
আবার কেন এলে গুরু আগন্তুক?
উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত ধমনী নিচয়ে
ক্ষাত্রতেজ বহ্নি জ্বলে বুকে,
নিভাইতে সে অনল,
ভীষণ সমর ক্ষেত্রে কেন হলে উপস্থিত?

প্রভুপাদ—

গীত

আমি মনে প্রাণে চাই যে রে তোর হিত।
নবোদিত তপন যে তুই গাইবি নূতন গীত॥
আঁধার ছিল পুরব গগন
তুই যে দিলি আলো এমন
একদিনে মন ভাবনা কেমন
তোর ঘুরলো সকল রীত্॥
কৃষ্ণরাধার অপার দয়ায়
তুই এড়িয়ে যাবি সকল মায়ায়
তাই তো আশায় আমায় নাচায়
নিতুই নব নীত॥

[প্রস্থান]

অনন্ত। কে এ পাগল বৈষ্ণব? গানের সুরে আমার ফুটন্ত রক্তকেও যে ঠাণ্ডা জল করে দিয়ে গেল। যা বেইমান খুব বেঁচে গেলি।

সমরজিৎ। না চাহি বাঁচিতে নাগরাজ,
হেন ভাবে নিত্য সহি শত অপমান
এক ঘৃণ্য পুত্রিকা পুত্রের পাশে।
করযোড়ে নিবেদনে
এই আমি পড়িনু চরণে,
সৈন্য সহ তুমি হও সহায় আমার
বভ্রুবাহনে পরাস্ত করি—
কর নিজ রাজ্য রক্ষা।

অনন্ত। বিনিময়?

সমরজিৎ। বিনিময়, আমি শুধু চাই
মণিপুর রাজ-সিংহাসন।

অনন্ত। কিন্তু যে আপন রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে 'কিন্তু' করেনি, সে যে আমাদের নিয়ে গিয়ে—

ইলাবন্ত। অতএব বিশ্বাসঘাতকতাই তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং নাগজাতির নায়ক তুমি।

উলূপী। তোমাকেও ছলে বন্ধন—

রঙ্গরাজ॥ ঐ মোদ্দা কথা 'কিন্তু' "অতএব" "এবং"—তিনটেতেই ব্যাঘাত মোদ্দা কথা।

সমরজিৎ। ক্ষত্র আমি, শস্ত্র ব্যবহার
বৃত্তি বংশগত মোর।
সেই শস্ত্র স্পর্শে করিনু শপথ—
যদি নাগজাতি প্রতি হই আমি
বিশ্বাসের হন্তারক কভু,
তবে ইহকাল সনে পরকালও
যেন যায় মোর চরম দুর্দ্দশা মাঝে।

অনন্ত। তাইতো এ যে বিষম শপথ করলি রে বেইমান। 'কিন্তু'—

রঙ্গরাজ। ঐ 'কিন্তু'—মোদ্দা কথা এইবার 'অতএব'—'এবং' এলেন বলে।

অনন্ত। কিন্তু আমি তো রাজা আর নই, এখন যে সেনাপতি, রাজ্য দান করেছি ইলাবন্তকে, রাজার হুকুম ছাড়া তো কিছু করতে পারবো না। সাম্নে রাজা তার হুকুম নে—

উলূপী। ইলাবন্ত!

ইলাবন্ত। বুঝেছি জননী মনোভাব তব,
তবে যাও মাতামহ—হুকুম রাজার,
ইচ্ছামত কার্য্যে তব হও অগ্রসর।
তোমার জাতির—তোমার দেশের
শান্তি ফিরাতে আবার—
শত্রু সেনাপতি—এই কৃতঘ্ন প্রার্থীর
সর্ব্বান্তঃকরণে হও সহায়ক।

সমরজিৎ। জয় হোক নবীন ভূপাল!
এ শরণাগত প্রার্থী—
করিছে প্রার্থনা যশ মান কীর্ত্তি তব
দিন দিন হউক বর্দ্ধিত।

রঙ্গরাজ। তার সহিত প্রচারিত এবং ঘরে ঘরে হউক গীত—সকলে হউক বিস্মিত সচকিত,—মোদ্দা কথা সকলে জানুক, বুঝুক যে খাঁটা পার্থের পুত্র একমাত্র ইলাবন্ত।

ইলাবন্ত। একি! অকস্মাৎ কিসের এ বাদ্যধ্বনি?
তবে সত্য কি সহসা ঝাঁপ দিয়া
পড়িল আবার মণিপুরী সেনাগণ
নাগ-বাহিনী উপর?

অনন্ত। তাইতো এ ঢেঁড়া কিসের রে? কি রে বেইমানরা—লুকিয়ে সৈন্য সঙ্গে করে নিয়ে আসিস্ নি তো?

রঙ্গরাজ। 'কিন্তু' মোদ্দা কথা—নাগেদের কুটুর চোখ, 'অতএব' দৃষ্টি জ্বল্‌জ্বলে এবং একটুতেই চন্‌মনে—মোদ্দা কথা এ সব এড়িয়ে সেটা কি সম্ভব?

অনন্ত। তবে এ ঢেঁড়া কিসের রে—ওরে কে দেয় রে?

ইলাবন্ত। হের সবে অপরূপ সাজে
বিদেশী জনেক আসে বাদ্যযন্ত্র ঘোষে।

ঘোষক ও ঢেঁড়াবাদকের প্রবেশ

ঢেঁড়াদার। শুন সবে—যে যেথায় ক্ষত্রিয় বিরাজ,
রাজ্য লয়ে হস্তিনায়
কুরু পাণ্ডু ভ্রাতৃগণে
পরস্পরে নামিছে সমরে।
ধর্ম্ম যুদ্ধ বলি কৃষ্ণ
করেছেন ঘোষণা ইহার।
পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় যে আছে
কোনরূপ সম্বন্ধেতে
ক্ষত্র রক্ত বিরাজে যাহার দেহে
পাণ্ডু কিম্বা কুরুপক্ষে দিবে যোগদান,
অন্যথায় জারজ আখ্যায় হইবে ঘৃণিত,
পরিণামে ক্ষত্র বলি হবে না স্বীকৃত—
ক্ষত্র সমাজেতে আর।
ছয় দিন মাত্র বাকী,
ইতি মধ্যে ধর্ম্ম যুদ্ধে
যোগ দিতে হও আগুয়ান্।
ইলাবন্ত। মতিমান—পুনঃ কহ কি হেতু বিবাদ?
ঢেঁড়াদার। রাজ্য লয়ে বাদ
একদিকে শতভাই সহ দুর্য্যোধন
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি মহা মহা রথীগণ,

অন্যদিকে যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন
কুরুক্ষেত্রে হবে সমর সংঘটন।

উলুপী — এস বিদেশী অতিথি,
আতিথেয় ধর্ম্ম লভি নাগপুরী মাঝে,
পরে যেও পুনঃ আপনার কাজে।

ঢেঁড়াদার — ধন্যবাদ মাতা!
কিন্তু আসন্ন সমর,
এখনও বাকী মণিপুর
আরও আরও কতিপয়
ক্ষত্রিয় শাসিত রাজ্য।
অপেক্ষিতে নাহি পারি হেথা। শুন সবে—

[ইত্যাদি ঘোষণা করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান]

ইলাবন্ত — মাতা—

উলুপী — পুত্র! ধর্ম্মের আহ্বান;

সমরজিৎ — কিন্তু মাত্র ক্ষত্রিয়ের প্রতি শুধু।

রঙ্গরাজ — অতএব অনর্থক পরিভ্রমণ মোদ্দা কথা—নাগরাজ্য মাঝে ঘোষবাদক এবং—

সমরজিৎ — সত্য কথা,
ক্ষত্র কোথা অনার্য্য-নগরে?

উলুপী। — উঃ! কি ঘৃণ্য লোক-অপবাদ।

ইলাবন্ত। — কেন মা প্রমাদ?
দাও ত্বরা শ্বেত পতাকা আমায়।

অনন্ত। — সেকি ভাই ইলু?

ইলাবন্ত। — মাতামহ! করো না নিষেধ।

দারুণ কর্ত্তব্য সম্মুখে আমার।
মাতৃ অপবাদ,
ঘৃণ্য জারজ আখ্যান,
জীবন্মৃত ভাবে অবস্থান
সকল সংশয়ের করিতে অবসান
শুভদিন সমাগত প্রায়।
এই দণ্ডে সমাগত হবো আমি
অরাতি শিবিরে।
নিজ হস্তে শ্বেত পতাকা উড়াব।

অনন্ত। হুঁ, তারপর?

ইলাবন্ত। এই কাল সমরের অবসান করিব ত্বরায়।

অনন্ত। বটে? কিন্তু তোর জন্য যে আমার জন্মভূমির মহাদায়। ছেলে স্বামী, বাপ, ভাই, আত্মীয়স্বজন হারা নাগকন্যারাও হাতিয়ার নিয়ে লড়তে ছুটেছে—নাগরাজ্য শ্মশান হয়েছে —তার উপায়?

ইলাবন্ত। শতজন্ম অনুতাপে দহিব নিশ্চয়,
যদি ইথে পাপ কিছু হয়।
সত্য—সত্য মাতামহ,
শান্তিপূর্ণ নাগরাজ্য
পুড়াইতে অশান্তি দাহনে
একমাত্র আমিই কারণ!
দেহ মাতা বিদায় আমারে।

উলুপী। ধর পুত্র শ্বেতধ্বজা পুনঃ হও অগ্রসর,
ক্ষত্রিয়-নন্দন তুমি
ক্ষত্রোচিত কর ব্যবহার।

ইলাবন্ত। জয় জননীর জয়।
মাতৃ-পদধূলি শিরে ধরি
চলিতেছি অরাতি শিবিরে
কি ভয় আমার আর!

[প্রস্থান]

অনন্ত। যাসনে যাসনে ইলাবন্ত, একি! সত্যই যে ছুটলো—ওরে কে আছিস্—ফেরা ফেরা—

উলূপী। কেন পিতা হেন আচরণ?
কর্ত্তব্য আহ্বানে ছুটিয়াছে ক্ষত্রিয় নন্দন,
তুমি কেন সে কর্ত্তব্য পথে
বাধা দানে অগ্রসর নাগপতি?

সমরজিৎ। নাহি জান' নাগিনী উলূপী।
কত ক্রুর—কত ছল সে বভ্রুবাহন।
আপন আয়ত্বে লভি সুনিশ্চয়
পুত্রে তব করিবে নিধন।

অনন্ত। ওরে—ওরে—আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী যে ইলু—ওরে ফেরা না! তাই তো কি করি উপায়?

উলূপী। নিরুপায়—নিরুপায় নাগরাজ
কঠোর কঠিন ক্ষত্রনীতি পাশে।

সমরজিৎ। না, না আছে সুন্দর উপায়,
সরল ও নিরাপদ পথ বিদিত আমার,
সেনাসহ ত্বরা করি এস নাগরাজ—
সহায়ে আমার দৌহিত্রে বাঁচাতে।
অনর্থক নাগরাজ্যে অশান্তি অনল

জেলেছে যাহারা, তাহাদের
উপযুক্ত শাস্তি দিতে,
মণিপুর অধিকারে
নাগরাজ্য সাম্রাজ্যে আনিতে,
হেন শুভ অবসর না লভিবে আর,
এস ত্বরা সহায়ে আমার।

অনন্ত। তাই চল'—তাই চল' ত্বরা।
সব যাক—ইলাবন্ত বাঁচুক আমার

[উলুপী ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

উলুপী ওগো তৃতীয়-পাণ্ডব—ওগো স্বামী!
যম মন্দির সদৃশ অরাতি শিবিরে
একমাত্র পুত্রেরে পাঠালো,
উলুপী নাগিনী—শুধু তোমার কারণ।
তুমি কি তা' ভুলেও কভু করিবে স্মরণ?
একমাত্র পুত্রে দিল ডালি মাতা
যম পদতলে—তোমারি কারণে।
কুরুক্ষেত্রে পুত্র মুখ নিরীক্ষণে
স্বপনেও এই ছবি
জাগিবে না কি অন্তরে তোমার?

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নৃত্যগীত সহ ক্ষেত্র ও প্রতিভার প্রবেশ

গীত

ক্ষেত্র— তুমি গুটোও প্রেমের পাত্‌তাড়ি
এবার মেখে মাটি ধরবো লাঠি
চলবো আমি হামাগুড়ি।

প্রতিভা— আশে পাশে হানবো নয়ন বাণ
করবো দখল বিনা রক্তে প্রাণ
নাড়লে অধরোষ্ঠ হবে আড়ষ্ট,
মারবো মেরে চুমকুড়ি।

ক্ষেত্র— সামনে রেখে তোমায় প্যারী

প্রতিভা— বুঝবে তবে নারীর জারি

ক্ষেত্র— নুতন চালে সমাজ কোলে

প্রতিভা— দিও প্রেমের হামাগুড়ি।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণিপুর-শিবির

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। হস্তিনার ঘোষণাবাদক দানিল
অতি নিদারুণ সংবাদ।
ক্ষত্র যেবা কুরুক্ষেত্র সমরেতে
দিবে যোগদান—অন্যথায় তারজ প্রমা;
ছয় দিন অবশেষ আর,

যুদ্ধারম্ভ কুরু পাণ্ডবের।
উভয় সঙ্কট মোর।
দুয়ারে অরাতি ভীম নাগজাতি
অবরুদ্ধ হইয়াছে নগরী নাগের.
আমার আজ্ঞায়, কেমনে বা
অবরোধ ছাড়ি সমরের করি অবসান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন!
বভ্রুবাহন। একি! মণিপুর-রাজমাতা!
রাজপুরী ত্যজি ভীষণ সমর ক্ষেত্রে,
এই ঘন ঘোর গভীর নিশায়
কিবা কারণে আসিলে মাতা?

চিত্রাঙ্গদা। শুনেছ কি—
কুরু-পাণ্ডবের ঘোষণা দারুণ ?
বভ্রুবাহন। শুনিয়াছি, শুধু শুনে ক্ষান্ত নই।
ভাবিতেছি সদা মনে কিবা কর্ত্তব্য আমার,
কোন পথ করিব অবলম্বন ?
পিতৃ-পরিচয়ে—গর্ব্বে ক্ষিপ্ত হয়ে
ছুটিব কি কুরুক্ষেত্র মহারণে
অথবা নাগেরে পরাজিয়া
রক্ষিব আপন রাজ্য ?
কহ মাতা, কিবা কর্ত্তব্য এখন ?
চিত্রাঙ্গদা। পিতা মোর—পার্থ হস্তে সম্প্রদান কালে,
একটি দারুণ সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছিলেন
তৃতীয় পাণ্ডব তোমার পিতায়।
বভ্রুবাহন। কি সে সর্ত্ত মাতা ?
চিত্রাঙ্গদা যদি কভু পুত্র হয় মোর,
তবে সে বসিয়া মণিপুর
রাজ-সিংহাসনে শাসিবে সাম্রাজ্য।
যত দিন নাহি হয়
সে ভাগ্য উদয়, ততদিন
পুত্রিকা শাসিবে রাজ্য।
বভ্রুবাহন। নাহি হব—পিতৃ-সম্পত্তির
কভু অধিকারী ?
চিত্রাঙ্গদা। না, মণিপুরের স্বাধীনতা কোন সূত্রে
শত্রু কিম্বা মিত্রে প্রদানের

অধিকার অর্পণ করেন নাই
স্বর্গগত মাতামহ তব,
জীবিত দশায় তাঁর।

বভ্রুবাহন। তবে কহি আমি মুক্তভাষে,
মাতৃপদ ত্যজি নাহি যাব মণিপুর
সীমান্তের দূরে কভু, স্থির এ প্রতিজ্ঞা।

চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে রণ আবাহন ?

বভ্রুবাহন। শোন মাতা কুরুক্ষেত্র ছার
শমনের আহ্বানেও—
না করিবে কর্ণপাত তনয় তোমার।

চিত্রাঙ্গদা। বিপন্ন পিতা যে তব।

বভ্রুবাহন। পিতা ?

চিত্রাঙ্গদা। পুত্রের কর্ত্তব্য বৎস,
পিতৃপুরুষের আবাহন--
নিঃসঙ্কোচে শিরেতে ধারণ।

বভ্রুবাহন। পিতা কি করেছে মাগো
পুত্র প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার ?
জন্ম হতে এত বর্ষ,
কোথা পিতা, কোথা বা তনয় —
পিতা কিগো লয়েছেন সন্ধান তাহার ?
জন্মদান মাত্রে কিগো পিতার কর্ত্তব্য শেষ ?
লালন পালনে—মাত্র জননীই সহিবেন
অশেষ যাতনা—নহে পিতা ?

চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু বৎস,

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম
পিতাহি পরমন্তপ—

বভ্রুবাহন। কিন্তু মাতা—
"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী।"
তুমি নহ শুধু স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা!
পিতার দায়িত্ব সনে
একাধারে জননীর কর্ত্তব্য পালিয়া
এতদিন জীবিত রেখেছ পুত্রে।
নহে, পিতৃত্যক্ত তনয়ের
অস্তিত্ব কি রহিত মা এ যাবৎকাল—
শুনিতে পিতৃপুরুষবর্গের এ সমর ঘোষণা?

চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু এ সুযোগ হেলায় হারালে
পিতা পুত্রের মিলনের এ শুভ অবসর হারালে
ভাগ্যে পুনরায় আসিবে না কভু।

বভ্রুবাহন। দুঃখ নাহি তাহে মাতা,
অজ্ঞাত ও অখ্যাত সন্তান হয়ে
না চাহি বাঁচিতে, এ জীবন দানিব আহুতি
জননী জন্মভূমির কারণে!

চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু লোক অপবাদ—
পুত্রিকার পুত্র সনে জারজ আখ্যান?

বভ্রুবাহন। রাজা আমি, লোক অপবাদে
কি ভয় আমার আর?
কালি যারা দানিয়াছে ঘৃণ্য অপবাদ;

আজি তারা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হেরি—
সন্ধ্যা বন্দনার মত ত্রিসন্ধ্যায়
গাহিছে আমার কত শত কীর্ত্তি গাথা,
গাহিছে যশ মহত্ত্বের জয় গীতি,

চিত্রাঙ্গদা। তবে নাহি চাহ অপবাদ ঘুচাতে আমার—
পিতৃ পরিচয় দেশ ও দশের
বুকে করি উপস্থিত ?

বভ্রুবাহন। বিচঞ্চল কেন মা জননী ?
সত্য যদি হও তুমি পরমা প্রকৃতি সতী,
সত্য যদি অর্জ্জুন ঔরসে,
তোমার পবিত্র গর্ভে
জন্ম হ'য়ে থাকে মোর,
তাহলে একদা সত্যের বিজয় ভেরী,
উঠিবে গর্জ্জিয়া দশের সন্দেহ ঘুচাইতে,
সত্যই একদা পিতা নিজে হবে উপস্থিত
সুদুর হস্তিনা হতে—
এই মণিপুর সাম্রাজ্যে জননী।

চিত্রাঙ্গদা। এ বিশ্বাস আছে কি তোমার ?

বভ্রুবাহন। সতত—অটল অচঞ্চল ধ্রুব।
কুরুক্ষেত্রে গিয়ে তবে
পিতৃ পরিচয় এনে দশের সম্মুখে
পরিচিত হতে হবে—
প্রাতঃস্মরণীয় চিত্রসেন রাজার দৌহিত্রে,
সতী চিত্রাঙ্গদার তনয়ে—

মণিপুর নৃপতিরে ?
তার চেয়ে ঘৃণাস্পদ
আর কি আছে জননী মানব জীবনে ?
বিশেষতঃ কুরু-পাণ্ডবের ঘোষণা এসেছে
সাধারণ ভাবে, এ আহ্বানে
বংশধর—পুত্র কেন যাবে ?
কৈ, পিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠতাত,
পিতামহগণ পৃথক নিমন্ত্রণে
আমন্ত্রণ করেনি তো মোরে ?
চন্দ্রবংশ নৃপতির আছে মান,
আর মণিপুর নৃপতির নাই ?

চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু—

বভ্রুবাহন। কিন্তু, জগতের প্রত্যক্ষ
দেবী যে তুমি, তুমি যদি কর মা আদেশ,
সর্ব্ব মান দিয়ে বিসর্জ্জন
ঘৃণ্য অপমান পশরা মাথায় ধরি
এই দণ্ডে হব আগুয়ান
কুরুক্ষেত্র মহারণে দিতে যোগদান।

ইলাবন্তের প্রবেশ

ইলাবন্ত। সে শক্তি শৌর্য্য বীরত্ব দুর্ব্বার
কোথা তব পুত্রিকা নন্দন ?

বভ্রুবাহন। একি ! শত্রু ? এ নিশীথে
শিবিরে আমার ? প্রহরী—প্রহরী—

ইলাবন্ত। নাহি ভয়, এই হের—
নির্ভয়ের পূর্ণ চিহ্ন করেতে আমার।
[শ্বেত পতাকা আন্দোলন]

বভ্রুবাহন। শুভ্র পতাকা লইয়া করে
নাগিনী উলুপী পুত্র—
জন্ম বিবরণ যার, রহস্যে আবৃত
সে কেন শিবিরে মোর,
নিশীথে চোরের মত ?
কোথা গেল সে দম্ভ—সে শৌর্য্য
সে বীরত্ব—সেই আস্ফালন ?
সবে মাত্র অবরোধ,
এখনও খাদ্যাভাবে মরিবার
আসে নাই মহা অবসর,
এখনও রক্তধারায় প্লাবিত
হয় নাই নাগের নগরী,
তবে—কি কারণে রণ পরিহরি
চাহ সন্ধি জারজ সন্তান ?

ইলাবন্ত। সাবধান ! যদিও শান্তিদূত রূপে
উপস্থিত শিবিরে তোমার,
তথাপিও অশান্তি আনিতে
আশু দ্বিধা না করিব—
যদি জন্ম লয়ে পুনঃ দাও গালি।

চিত্রাঙ্গদা। সন্ধি চাহ কোন্ সর্ত্তে উলুপী-নন্দন ?

বভ্রুবাহন। যাবত জীবন

মণিপুর নির্দ্দেশে চলিবে,
ইঙ্গিতেতে উঠিবে বসিবে,
সর্ব্বদিকে সকল কর্তৃত্ব
মণিপুরে দিবে, আর সর্ব্বাগ্রে
নাগরাজ্যের নবীন ভূপালে
শৃঙ্খলিত করি ভেট দিবে
মণিপুর নৃপতি চরণে—
তবে সন্ধিসূত্রে বাঁচিবারে
অবসর পেতে পারে নাগজাতি এবে।

ইলাবন্ত। বৃথা তব স্বার্থে ভরা সর্ত্তের উল্লেখ
চির বীর মহান্ সাহসী,
নিজের কৃতিত্বে অটল বিশ্বাসী,
নাগজাতি অস্তিত্ব রহিতে কভু
মানব তো ছার দেবতা সনেও
সন্ধি সূত্রে নাহি চাহে হইতে আবদ্ধ।

বভ্রুবাহন। তবে বর্ত্তমানে নাগ-কর্ণধার
কেন হেন সন্ধি সূত্রে সমর-বিরতির
নিদর্শন শ্বেত শুভ্র পতাকা উড়ায়ে
উপনীত হলে অরাতির করুণার দ্বারে ?

ইলাবন্ত। শান্তিপ্রিয় নাগজাতিগণ, আমার কারণে,
মম উত্তেজনা বশে, নেমেছে সমরে,
তাই আমি চলিতেছি ধর্ম্মের আহ্বানে
কুরুক্ষেত্র রণে পিতৃত্ব, পুত্রত্ব
তথা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ কারণ।

তাই চাহি সন্ধি পুত্রিকা-নন্দন।
দেশ ত্যাগে অগ্রসর কর্ণধার যবে
তখন অকারণ এ সমর আর।

চিত্রাঙ্গদা। নহে অকারণ আর ; রে অনার্য্য!
সীমান্তের বহু বরষের গুপ্তশত্রু
বিনিপাতে, মণিপুর রাজ্য নিষ্কণ্টক
করিবার যথেষ্ট কারণ এই মহারণ।

বভ্রুবাহন। জয় ভগবান্!
নাহি ভয়—নাহিক সঙ্কোচ আর,
বভ্রুবাহন লভেছে মাতৃআদেশ—ইঙ্গিতে।
এ নিশীথে কে আছ জাগ্রত
শিবির রক্ষায় মোর?

সমরজিতের প্রবেশ

সমরজিৎ। বাহুবল তব।

বভ্রুবাহন। একি! সেনাপতি—তুমি?
বিনিদ্র রজনী যাপিছ নৃপতি রক্ষায়?

সমরজিৎ। নৃপতি যে একদিন
মৃত্যু হতে রেখেছে আমায়।

বভ্রুবাহন। উত্তম, প্রীত আমি
রাজভক্তি হেরি তব।
সারাদিন কোথা ছিলে বিশ্বস্ত বান্ধব?

সমরজিৎ। ছলনায় ভেদি শত্রু-ব্যূহ
বিশ্বাসের হন্তারক ভাগে

কৌশলে করেছি বন্দী
ভূতপূর্ব্ব নাগরাজ সনে কতিপয়
দুর্দ্ধর্ষ বীরেরে।

চিত্রাঙ্গদা। কোথা তারা ?

সমরজিৎ। বিচারের অপেক্ষায়
শিবির—কারায়।

বভ্রুবাহন। প্রভাতে—প্রকাশ্য বিচারে
নৃশংসভাবে প্রাণদণ্ড দিব প্রতিজনে।

সমরজিৎ। উপস্থিত কি আদেশ ?

বভ্রুবাহন। চেয়ে দেখ'—এ নিশীথে
কেবা তব নৃপতি শিবিরে ?

সমরজিৎ। রাজার পরম—প্রধান রিপু।

বভ্রুবাহন। উদ্দেশ্য যাহাই হোক্,
সামরিক বিধানেতে পেতে পারে পরিত্রাণ ?

সমরজিৎ। কিছুতেই নহে।

বভ্রুবাহন। সেনাপতি তুমি, সমর সীমায়
নহি আমি—শ্রেষ্ঠ বিচারক তুমি।
ন্যায় বিচারের প্রার্থী রাজা তোমার সদন।

সমরজিৎ। আমার বিচারে প্রাণদণ্ড
উপযুক্ত শাস্তি হেন গুরু অপরাধে।

বভ্রুবাহন। তবে বিলম্ব কিসের ?

সমরজিৎ। [অসি নিষ্কাশনে] এস
নবনিয়োজিত রাজা অনার্য্যনাগের
মৃত্যুকালে নিজ ইষ্টে করহ স্মরণ।

হের উন্মুক্ত কৃপাণে চমকে কৃতান্ত তব ;
লহমার অবসর আর।
যাবত না শেষ হয়
এক, দুই, তিন গণনা আমার
তাবত সময় মাত্র পরমায়ু তব।

ইলাবন্ত। আশে পাশে মৃত্যু লয়ে সদা
ইলাবন্ত করে যাতায়াত,
কি ভয় দেখাও তুমি বিশ্বাসঘাতক ?
তবে সত্য যদি রাজমাতা
হ'ন ফাল্গুনী-মহিষী,
সত্য যদি হও তুমি
বভ্রুবাহন গাণ্ডীবীর ঔরস সন্তান,
তবে ইলাবন্তে দিবে অবসর
কুরুক্ষেত্র যাত্রা হেতু
মহারণে দিতে যোগদান।
পিতৃদর্শন সৌভাগ্য হতে'
হেন ভাবে বঞ্চিত করিতে
বিধাতারও নাহি অধিকার।

বভ্রুবাহন। কিন্তু মানবের আছে।

সমরজিৎ। বৃথা আর সময়ের ব্যয়।
ওরে দুষ্ট নাগিনী-নন্দন,
শিয়রে শমন, হয়ে নতজানু
যুক্ত করে ডেকে নে রে যদি ডাকিবার
কেহ থাকে চরম সময়ে তোর।

ইলাবন্ত। কই কৃষ্ণ—কোথায়-শ্রীরাধা!
অসময়ে একদা উদয় হয়ে
আত্মহত্যা হতে রেখেছ
এ অধম তনয়ে।
আজি হেথা অনাচারী রাজা,
বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি সহ,
অসতী এ রাজ জননীর সম্মুখেতে
হত্যায় উদ্যত অকারণে,
রক্ষা কর এ বিপদে মোরে।

বভ্রুবাহন। সেনাপতি! কি হেতু বিলম্ব?
যেই জিহ্বা করিয়াছে উচ্চারণ
মাতৃ-কুৎসা আমার,
সেই জিহ্বা অগ্রে কর উৎপাটন।
তারপর—কর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন।

চিত্রাঙ্গদা। না—না, মহা অপরাধী সত্য,
তথাপি বয়সে কিশোর,
জননী জীবিত, আমিও পুত্রের মাতা,
আমার সম্মুখে করিও না অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন।
তার চেয়ে—একেবারে শেষ কর'
শিরশ্ছেদে ত্বরা।

বভ্রুবাহন। তাই হবে। প্রস্তুত হও সমরজিৎ।

সমরজিৎ। এক—দুই—

[সমরজিতের তরবারী উত্তোলন—সহসা সায়নাচার্য্যের প্রবেশ ও উত্তোলিত অসি গ্রহণ]

সায়নাচার্য্য। এই যে মম করে তিন তব।

সমরজিৎ। এত স্পর্দ্ধা, বীর হস্ত হ'তে
কাড়ি লও বীরকর শোভা অসি?

চিত্রাঙ্গদা। একি! রাজগুরু?
অসময়ে আপনি হেথায়?

সায়নাচার্য্য। নতুবা যে অনর্থক প্রাণী হত্যা হয়।

বভ্রুবাহন। গুরু তুমি, পৌরহিত্য ব্রাহ্মণত্ব আদি
সামাজিক—গার্হস্থ ব্যাপার—
এ ভীষণ রণ ক্ষেত্রে নহেক বিচার্য্য।
রাজার বিচারে গুরু লঘু সবাই সমান
বাধা দান অপরাধে,
শারীরিক দণ্ড হতে না পাবে নিস্তার।

চিত্রাঙ্গদা। সর্ব্বনাশ! বভ্রুবাহন,
ভক্তি-ভাজন রাজগুরুর
হেন অপমান না সাজে তোমার!
ক্ষমা মাগ' ধরিয়া চরণ।

সায়নাচার্য্য। আরে ঘৃণ্য পুত্রিকা তনয়,
মাতামহ অনুগ্রহ—দত্ত দানে
চার সিংহাসনে বসি
এতদূর ভম জ্ঞান তব—
গুরু লঘু ভেদাভেদ ভুলিয়াছ পাপী?
রে দুর্ম্মদ নৃপতি!
জানিস, কারে তুই কাপুরুষ
মেষ সম বধিতে উদ্যত?

অর্জ্জুনের ধার্ম্মিক তনয়,
ধর্ম্মের ঘোষণা মাত্রে, সব সুখ শান্তি
ঐশ্বর্য্য সম্পদ রাজ্য সিংহাসন ত্যজি
মাতার স্নেহের বন্ধন উপেক্ষি
অগ্রসর হতে চাহে
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রণে ধর্ম্ম পক্ষাশ্রয়ে,
তার সেই গতি পথ রুদ্ধ করিবারে
চাহিস বধিতে এই ভাবে পশুসম ?
ধিক্—ধিক্ শতধিক তোরে।

বভ্রুবাহন। সাবধান রাজগুরু !
রাজধর্ম্মে—অপরাধী সম দণ্ড ভোগী তুমি,
নাহি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, প্রভু ভৃত্য
গুরু শিষ্য তারতম্যে
ভেদাভেদ বিধান শাস্তির।

সমরজিৎ। আদেশ নৃপতি, আগে করি
শিরশ্ছেদ বিদ্রোহী গুরুর ?

সায়নাচার্য্য। তবে—দেখ্ ব্রাহ্মণ প্রতাপ !
অন্তিম দ্বাপরে পুনঃ অনার্য্য ভূমিতে
ব্রাহ্মণের অপমানে
ব্রাহ্মণের ক্রোধে—অভিশাপানলে
তোরা ছার—সারা মণিপুর'
পলকেতে ভস্মে হবে পরিণত।

চিত্রাঙ্গদা। ক্ষমা কর ভূ-দেবতা।
নির্ব্বোধদ্বয়ের প্রতিনিধি রূপে

রাজমাতা পড়েছে চরণে,
হে ব্রাহ্মণ—সাম্যের স্থাপক
সৌম্য মূর্ত্তি ফিরাইয়ে
ক্ষমা কর বাচাল যুবকদ্বয়ে।

সায়নাচার্য্য। শোন্ তবে মদগর্ব্বি পুত্রিকা তনয়,
ছার তুই মণিপুররাজ,
তোর চেয়ে শতগুণে গরীয়ান,
মহীয়ান, যশ কীর্ত্তি খ্যাতিবান্
অর্জ্জুনের অন্যতম পুত্র
এই ইলাবন্তে করিব নিশ্চয়।
নহে মাত্র ইহলোকে, পরলোকে
দেবতারও পূজ্য হয় যাহে—
এই পার্থের নন্দন ইলাবন্ত,
তার তরে মহাযাগে বসিব ত্বরায়।
পূর্ণাহুতি শেষ মাত্রে দেখিবে জগৎ
ব্রাহ্মণের কম্ম বলে—'অক্ষয়' অমর হয়ে
মরণের পরেও রহিবে
সদা জাগরূক এই ইলাবন্ত।
যতকাল সৃষ্টির অস্তিত্ব রবে ;
দেশ—দশ—ইতিহাসে গা'বে
চিরদিন ইলাবন্ত যশ-কীর্ত্তি খ্যাতি।

সমরজিৎ। উঃ! রাজা!—এতেও রবে মৌনী?
দাও আদেশ—নিমেষের আদেশ কেবল

সায়নাচার্য্য। আদেশ—আদেশ?

শোন্ তবে নরাধম আমার আদেশ ?
ব্রাহ্মণ আদেশে—হলি তুই স্বল্প জীবি মূঢ় !
যদি সহস্র বৎসর পরমায়ু
লিখে থাকে বিধাতা পুরুষ
ললাটে রে তোর পাপী,
জন্ম হতে ষষ্ঠ রজনীতে—
তাহলেও ব্রাহ্মণ আদেশে,
লেখা ফল মুছে ফেলে
লিখিতে হইবে পুনঃ,
আজি হতে ষষ্ঠ মাস মধ্যে
তোর অকাল মরণ—
দুর্দ্দশা চরমে সুনিশ্চয়।
মার্কণ্ড আসিয়া যদি
করুণায় আয়ু দিয়ে যায় তথাপিও
ব্রাহ্মণ আদেশ বিফল হবার নয়।

বভ্রুবাহন। মাতা ! মণিপুর-রাজা
তথা সেনাপতির সম্মান
এই ভাবে—এক ভিখারী
ব্রাহ্মণ পদে হবে বিদলিত !
নৃপতিরে স্বাধীকারে করো না বঞ্চিত।
অনুমতি দাও ত্বরা
স্বেচ্ছাচারী হইতে রাজায়।

চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা মূক হেথা।
জেনে রাখ, মণিপুর-রাজ !

মণিপুর রাজমাতা চিত্রাঙ্গদা
একবার বিনা দুইবার কভু
আদেশ—নির্দ্দেশ কিংবা
উপদেশ করে না প্রচার।

সায়নাচার্য্য। [অসি প্রত্যর্পণে] এই নে রে কাপুরুষ
আত্মবলে অবিশ্বাসী'
অসি বলে হয়ে বলীয়ান্
পথ রোধে হ' রে আগুয়ান্।

বভ্রুবাহন। মাতা! পদে ধরি তনয়ে সদয় হও,
দাও অনুমতি ইচ্ছামত কার্য্যে রত হ'তে।

সায়নাচার্য্য। স্বেচ্ছাচারী রাজা তুমি—
নীচ ঘৃণ্য জঘন্য নৃপতি তুমি—
দণ্ডিব তোমারে আমি।
আর বিশ্বাসঘাতক তুই সেনাপতি,
পৃষ্ঠভাগ কর রক্ষা প্রভুর রে তোর।
রাজমানে—রাজ আভিজাত্যে
যোদ্ধার বীরত্বে শত পদাঘাতে
এই আমি ত্যজি রাজার শিবির,
বন্দী ইলাবন্তে লয়ে মুক্ত স্বাধীনতা পথে,
থাকে সাহস—বীরত্ব—শৌর্য্য শক্তি
তবে আয়—আয় গতিরোধে আয়।

[ইলাবন্তের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান]

সমরজিৎ। উঃ! তীব্র অপমান—

বভ্রুবাহন। চুপ—কহিও না কথা।

জননী—স্বর্গাদপি গরীয়সী,
আদেশে তাঁহার—অপমান
পদাঘাত অম্লানে ধরিব শিরে।
কহ রাজমাতা'—বন্ধন বিমুক্তে
বৃদ্ধ নাগরাজ সনে অনুচরগণে তার
আনিব কি হেথায় ত্বরায়—
রাজা তথা সেনাপতি শিরে
পুনঃ পদাঘাত হেতু ?

রঙ্গরাজের প্রবেশ

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—আর কাদের আনবেন? মোদ্দা কথা বেমালুম পগার পার।

বভ্রুবাহন। রাখ রে রহস্য ভীরু

সমরজিৎ। সকল সময় রঙ্গরস নহে উপাদেয়।

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—

সমরজিৎ। পুনরায়।

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—শুনুনই না ছাই। মোদ্দা কথা—একযোগে বন্দীরা পগার পার।

সমরজিৎ। সে কি—শৃঙ্খলিত ছিল না সকলে ?

রঙ্গরাজ। দারুণ ডাংপিটে—বেজায় হোঁৎকা, চাড়্ দেবা মাত্র—মোদ্দা কথা পটাপট্ শেকল গুলো ছিঁড়ে চুর। মোদ্দা কথা—

সমরজিৎ। তারপর প্রহরীরা জাগ্রত অথবা
ছিল সকলে নিদ্রিত ?

রঙ্গরাজ। ডগডগে জ্যান্ত, প্যাঁট প্যাঁট করে জাগন্তই ছিল খাড়া পাহারায়—মোদ্দা কথা সেই ভাবেই আছে।

সমরজিৎ। তবে কেমনেতে পলাইল বন্দীগণ?

রঙ্গরাজ। ওই পর্য্যন্ত—কারও ধড়ে মোদ্দা কথা প্রাণ নেই। নাগাদের এক এক বর্শার খোঁচা, আর প্রাণ পাখী সঙ্গে সঙ্গে খাঁচা ছাড়া—সব মেলা তলার সঙের পুতুলের মত—নড়ন চড়ন বিহীন —মোদ্দা কথা খাড়া।

সমরজিৎ। এত ক্লেশ—এত চাতুরী সকলি
অবশেষে ব্যর্থ হল মম?

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা—

বভ্রুবাহন। ধর' রাজমাতা রাজ-উষ্ণীষ আবার।
মণিপুর অদৃষ্ট-চালক নহি আর আমি,
আজি হতে তুমি পুনরায়।

[মুকুট প্রদানে প্রস্থান]

সমরজিৎ। সাধ করে পরাজয় করিবে স্বীকার,
তবে অকারণ ছল বল কৌশল
বীরত্ব আদি সমর চাতুর্য্য।

[প্রস্থান]

রঙ্গরাজ। ঐ খানেই মাধুর্য্যও—মোদ্দা কথা।

[প্রস্থান]

চিত্রাঙ্গদা। পরাজয় কিংবা জয়শ্রী লভিল
স্বাধীন সাম্রাজ্য মণিপুর
কেবা করিবে নির্ণয় কে বুঝিবে তাহা?
অভিমানে পুত্র মোর রাজার উষ্ণীষ পুনঃ

অর্পিল আমারে ক্রোধ রিপু বশে।
পতির বিরুদ্ধে পত্নী হয়ে—পুত্রেরে
পারিব না করিবারে উত্তেজিত!
ওগো স্বামী,—দেখা দিয়ে
কর এই মহা সঙ্কটের অবসান

[প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নাগপুরী

গীতকণ্ঠে প্রভুপাদ গোস্বামীর প্রবেশ

প্রভুপাদ।—

গীত

নূতন নায়ের নূতন মাঝি
ভব-গাঙের বুকে।
হাল ছেড়ে সে ভেসে চলে
আপন মনে সুখে॥
বেজায় তুফান ঘন ঘন
এই ওঠে এই নামে পুন
গুণ্ গুণিয়ে শুন রে মন
হরি বলে ডাকে॥

বৈতরণীর খেয়া ঘাটে
একলা যাত্রী সে আজ বটে
ঘটে পটে মোহন নাটে
চাইছে যেন কোন্ দিকে ॥

অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। কে—কে? নীরেলা এ নাগের পুরীতে সুরের আগুন ছড়িয়ে কে তুমি? গানে কার মহিমা গাচ্ছ? বৈতরণী পার হচ্ছে যে নবীন মাঝি—সে কে? আমার ইলু তো নয়? ও কি চল্‌লে যে? জানি, তুমি সংসার বাঁধন ছেঁড়া ভবঘুরে, তোমাকে সংসারে বেঁধে রাখতে চাই না, বল'—বল' একবার বল'—সে কি আর ফিরবে না?

প্রভুপাদ।—

গীত

কেমন করে ফেরে বল'
শুনেছে সে পারের বাঁশী।
যমের পুরী এড়িয়ে চলে
(তবু) মুখে তাহার মোহন হাসি॥
এসেছিল সে যে ভবে
কি কাজে তা' বোঝ এবে
তার ডাক পড়েছে চলছে তবে
গাঁটরী বেঁধে পুণ্য রাশি॥
সে তো এ পৃথিবীর নয়,
তবু তারে সবাই চায়,
হায় হায় আর কাঁদন মায়ায়
সে পরলোনাকো গলায় ফাঁসি॥

[প্রস্থান]

অনন্ত। যাও—যাও চলে যাও। হেঁয়ালী শুনেই প্রাণটা আকুল হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট করে শুনে জ্ঞান হারাতে চাই না এ বুড়ো বয়সে। যার জন্য জ্ঞাতি গোষ্ঠী আমাকে 'এক ঘরে' করলে, যার জন্য এক কথায় আমিও তাদের সম্পর্ক ছাড়লুম, সেই যদি এই হয়, তবে আমি করেছি কি—করলুম কি—এর পরেই বা করবো কি?

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। সেইটেই এখন ভাববার বটে! এর পরে কি করবে পিতা?

অনন্ত। নাগিনী! তুই না মা?—এক বেটার মা? কেমন করে সেই বেটাকে যমের বাড়ী সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে—ফিরলি?

উলুপী। তুমি তো তা বুঝবে না মায়াময়? এ আসন্নকালেও মরণের আতঙ্কে সদাই সন্ত্রস্ত তুমি, তুমি তো আমার মন বুঝবে না—কি বুঝাব তোমায় নাগ?

অনন্ত। এমন অকৃতজ্ঞ সে যে যাবার সময় দেখাটা করেও যেতে পারলে না?

উলুপী। সে জানে—সব এড়িয়ে যেতে পারবে—শুধু অপার স্নেহদাতা তোমার চোখের জল দেখে পিচ্ছিল পথে এক পাও এগুতে পারবে না—তাই বিদায় না নিয়েই চলে গেল।

ইলাবন্তের প্রবেশ

ইলাবন্ত। না মা, উঠিল না চরণ আমার।
গিয়েছিনু সীমান্ত অবধি,

তারপর—শত চেষ্টা
করিলাম হ'তে অগ্রসর।
কিন্তু চলিল না পদদ্বয় মোর।
বার বার বাতাসে যেন ধ্বনিয়া উঠিল
মাতামহ কণ্ঠস্বর—ফিরে আয়—ফিরে আয়।

উলুপী। এ কি পুত্র, এ অনার্য্যোচিত
ব্যবহার এখনও তোর ?
এলি পুনঃ মায়া ফাঁদে হইতে আবদ্ধ ?

অনন্ত। আঃ—উলুপী—রাক্ষসী,—আঃ। ইলু—ইলাবন্ত আমার—জীবনের স্বর্ব্বস্ব, মরণের পর জলপিণ্ডদাতা, এসেছিস ? ফিরে এসেছিস্ ? এই দেখ,—গাঙের বুকে বান আসার মত চোখের জল এসে—বুক অবধি ভাসিয়ে দিয়েছে। আয়—বুকে এসে সেই জলে স্নান করে ঠাণ্ডা হ'—আমাকেও ঠাণ্ডা হতে দে'।

ইলাবন্ত। মাতামহ—মাতামহ!—অমন করে আমায় যদি কাঁদাও—তাহলে—

অনন্ত। তাহলে ? আবার তা'হলে কি ভাই ? বল্, এই বুক ছেড়ে আর কোথাও এক পাও যাবি নি ?

উলুপী। ইলাবন্ত ! ছিঃ ছিঃ !—এত দুর্ব্বল তোর মন ? নিজের পিতৃঅপবাদ—মায়ের কলঙ্ক—ক্ষত্রিয়ের আহ্বান—সব ভুলে গেলি এরই মধ্যে ?

অনন্ত। আঃ—রাক্ষসী—আঃ—

ইলাবন্ত। না—মা, আমি ফিরিছি শুধু বিদায় নিতে। আজীবন পাইনি একটু স্নেহ ভালবাসা। মাত্র কয়দিনে—দাদার অফুরন্ত স্নেহ—

অনুপমের ভালবাসায় আমার কর্ত্তব্যটা সত্যই টলে পড়েছে—তবুও ভুলিনি তোমার আমার কলঙ্ক।

উলুপী। তবে কেন কর্ত্তব্য ভুলে ফিরে এলি—মায়ায় জড়াতে?

অনন্ত। আঃ—খবরদার—রাক্ষসী—আঃ!

ইলাবন্ত। শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নিতে। ভেবে দেখ—যে সময় স্বেচ্ছায় মাতামহ রাজ্য দিতে চেয়েছিলেন, তখন শত অপমানে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেম, তারপর নিজের স্বার্থ মিটাতে যখন সেই—এক সময়ের ফেলে দেওয়া রাজ্যের জন্য আবেদন করে ছিলুম, তখন তদ্দণ্ডে—আগের শত অপমান ভুলে—মাতামহ আমার রাজ্য দিয়েছেন—আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধে হাজার হাজার বীরকে অকালে মরণের কোলে পাঠিয়েছেন—শান্তিভরা নাগরাজ্যে অশান্তির আগুন জেলে মৃত আত্মজনের শোকে ঘরে ঘরে হাহাকার তুলেছেন।

অনন্ত। তোর সুখের জন্য—তোর কষ্ট দূর করতে দরকার হলে ভাই, নাগজাতির চিহ্ন দুনিয়া থেকে মুছতেও পাছু হটবো না।

উলুপী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আর মাত্র ছয় দিন অবশিষ্ট।

ইলাবন্ত। সত্যই তো মাত্র ছয় দিন! অজানা অচেনা পথ—শুনেছি বহুদূর, ছয় দিনে কেন ছয় মাসেও যাওয়া অসম্ভব, তবু চলেছি মনের আবেগে—ইরম্মদ বেগে। মাতামহ, পায়ের ধূলা দাও—আশীর্ব্বাদ কর।

অনন্ত। কি? তবু যেতে চাস্? এই বুকের বাঁধন ছিঁড়ে যা দিকি' কেমন করে যাবি?

ইলাবন্ত। মা—মা, এ যে দারুণ বাঁধন, বল্ মা—কি করি মা?

উলুপী। ক্ষত্রিয় সন্তানের সম্মুখে রণ-আহ্বান, এ সময়ে যমের

বাঁধনও যে টুটে যায় রে হতভাগ্য বালক? আর তুই সামান্য মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে পারছিস্ না?

অনন্ত। আঃ।—সর্ব্বনাশী আবার? জানিস্ ইলুর কাছে তুই কিছুই নস্! আবার উত্তেজিত করিস্ যদি, তা হলে তোকে মেরে ফেল্‌তেও ইতস্ততঃ করবো না।

ইলাবন্ত। না, না—মায়াময়, ছেড়ে দাও। ক্ষত্র-আহ্বান—ক্ষত্র-সমর—পিতৃদর্শন—পিতৃপরিচয় জ্ঞাপন—ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যসাধন এর কাছে—পৃথিবী তো ছার, স্বর্গও যে কিছুই নয়। ছেড়ে দাও, আঃ ছেড়ে দাও—

অনন্ত। নাগপাশে বাঁধা, যাবার সাধ্য কি তোর?

ইলাবন্ত। নাগজাতি তুমি যেমন ক্রূর, আমিও ক্ষত্র-পুত্র আমিও কর্ত্তব্য কর্ম্মে ততোধিক ক্রূর—মায়াহীন—কঠোর। এ মায়ার বাঁধন—এ স্নেহের নাগপাশ খরধার তরবারীতে ছিন্ন করতেও দ্বিধা বোধ করবো না।

অনন্ত। কি! অকৃতজ্ঞ! এতদূর?

উলুপী। তর্ক বিচার পরে, ইলাবন্ত কুরুক্ষেত্রে অগ্রসর হও।

অনন্ত। এই যদি মনে ছিল, তবে জারজ সন্তান, কলঙ্কিনী মাকে নিয়ে আমার মজালি কেন?

ইলাবন্ত। কি? [অসি নিষ্কাসন]

উলুপী। আঃ ইলু, উত্তেজিত হস্‌নি। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ধরে নাও বাবা ওর কুরুক্ষেত্রে যাত্রা।

অনন্ত। কার জন্য আজ আমি সব হারা—একঘরে—জাতির ছায়ারও দূরে?

ইলাবন্ত। আবার তোমার সব ফিরিয়ে আনবো—আবার হাজার

হাজার ঘর তোমার অনুগ্রহ আশ্রয়ে মাথা তুলে খাড়া হবে, আবার তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে—যখন নিজ জামাতার প্রকৃত পরিচয় পাবে।

অনন্ত। কে করবে? অকৃতজ্ঞ করবে কে? ক্রূর বিশ্বাসঘাতক—তুই?

ইলাবন্ত। হ্যাঁ আমি, অকৃতজ্ঞ, ক্রূর, বিশ্বাসহন্তা দৌহিত্র তোমার। জীবন্তে না হয়, প্রাণ দিয়েও তোমার মুখোজ্জ্বল করে যাব, যদি না পারি, ইহকাল তো গেলই, পরকালও যেন এমনি অশান্তিতে যায়।

অনন্ত। দুয়ারে ভয়াবহ দুর্দান্ত মণিপুরী শত্রু অস্ত্র তুলে—

ইলাবন্ত। ভয় নেই, ইলাবন্তের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রণবাদ্য থেমে যাবে, মণিপুর আবার তোমার সুহৃদ হবে।

উলুপী। তার দায়ীত্ব নিতে একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুর ক্ষেত্রে পাঠাতেও শুষ্ক চোখে—অটল ধৈর্য্যে রয়েছি আমি মা। ইলু, কিসের বিলম্ব?

ইলাবন্ত। মাতামহ যে আশীষ বাণীতে হাসি মুখে বিদায় দিচ্ছে না!

উলুপী। কি প্রয়োজন? আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষা করে তারা, যারা আত্মবলে অবিশ্বাসী। উলুপীর পুত্রও কি তাই?

ইলাবন্ত। মাতামহ, হাসি মুখে বিদায় দাও।

অনন্ত। তা কিছুতে দেব না, দিতে পারবো না, হত্যা করতে চেয়েছিলি না, হত্যা করে যা'।

ইলাবন্ত। তবে অপরাধ নিও না, অনুমতির অপেক্ষা না রেখে, শুধু পায়ের ধুলো নিয়েই চললুম—[পদধুলি গ্রহণ]

উলুপী। একটা কথা বল, জন্মের চলে যাচ্ছে—একটা বাক্য উচ্চারণ কর' বাবা।

অনন্ত। আমার কথা তো তুই-ই উচ্চারণ করলি। আমায় কাঁদিয়ে যেমন যাচ্ছে, তেমনি এই যাওয়া যেন জন্মের মত হয়।

ইলাবন্ত। জয় ভগবান! এই আমার পক্ষে আশীষ-বাণী! পিতৃ পরিচয়—মাতৃ কলঙ্ক দূর, পিতৃ-চরণ দর্শন ও বন্দনার পর আর কি সাধে এই স্বার্থপূর্ণ জগতে বাঁচতে চাইবো? মা, পায়ের ধুলো দাও!

উলুপী। আশীর্ব্বাদ করি, উলুপীর মুখ উজ্জ্বল করতে সম্মুখ সমরে যেন যম তোকে কোলে নিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

ইলাবন্ত। তোমার আশীর্ব্বাদ—তোমার এই শুভ ইচ্ছা আমার যশোমুকুট হোক।

[ইলাবন্তের ধীরে ধীরে প্রস্থান]

উলুপী। অন্ধকার—পৃথিবী ব্যাপী অন্ধকার—দশদিক অন্ধকার—ইলাবন্ত—আমার ইলু—[বসিয়া পড়িলেন]

অনন্ত। আঃ! ইলু—ইলু—

ইলাবন্তের পুনঃ প্রবেশ

ইলাবন্ত। শুভ যাত্রায় পাছু ডেকে আবার অকল্যাণ কেন করলে মাতামহ? তাই যদি করলে, তবে এইবার কল্যাণ কর—আশীর্ব্বাদ কর—পিতৃদর্শনের পূর্ব্বে যেন যম আমার কেশাগ্রও স্পর্শ না করে।

অনন্ত। সেই জন্যই তোর শুভ যাত্রায় বিঘ্ন দিয়ে পাছু ডেকেছি। এই নে, এইটে গলায় পরে যা।

ইলাবন্ত। কি এ?

অনন্ত। চুরির ধন। তোর জন্য আমি সবাকার তেজ্য যেমন, তেমনি এ বৃদ্ধ বয়সে চোর—

ইলাবন্ত। সে কি মাতামহ?

অনন্ত। আমার জ্ঞাত, গুষ্টী—সবায়ের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করে এটা এনেছি—এর নাম মৃত-সঞ্জীবনী মণি। নাগজাতির চিরদিনের

মহাশত্রু বিনতার পুত্র গরুড়ের হাত থেকে নাগজাতির রক্ষায় বিধাতার অপূর্ব্ব দান—এই মণি

উলুপী। [উত্থিত হইয়া] এঁ্যা—মৃত-সঞ্জীবনী মণি? ও মণি যতদিন নাগের অধিকারে থাকবে, ততদিন নাগেদের—নাগরাজ্যের ছায়ার মধ্যেও গরুড় আসতে পারবে না?

অনন্ত। হ্যাঁ, এই মণির জোরেই নাগেরা আজও তুনিয়ায় বেঁচে।

উলুপী। ও মণি কারে দিচ্ছ?

অনন্ত। ইলুর গলায় বেঁধে দিচ্ছি, যমও এর ছায়ার ধারে ঘেঁসতে পারবে না।

উলুপী। নাগজাতির উপায়?

অনন্ত। কিসের?

উলুপী। কেমন করে বিনতার পুত্র গরুড়ের কবল থেকে রক্ষা পাবে এরপর?

অনন্ত। রক্ষা পাবার দরকার? একদিকে তুনিয়ার সারা নাগ, অন্যদিকে যে একা ইলু।

ইলাবন্ত। না মাতামহ, লক্ষ কোটী জীবনের বিনিময়ে নশ্বর একটা জীবন রক্ষার নীতি আমি তো এ যাবৎ মায়ের কাছে পাইনি—শিখিনি'—জানিনি'। মণি রেখে দাও।

অনন্ত। এ অনুগ্রহ টুকুও মাতামহ—নাগের রাজা, তোর কাছে পাবে না?

ইলাবন্ত। আঃ, জলভরা চোখ তুটো যে ফেটে যাবে, কাঁদ—মাতামহ কাঁদ।

অনন্ত। ইলু—ইলু, এটুকু অনুগ্রহ কর—একটু দয়া দে—ওরে মণি নে—মণি নে [মূর্চ্ছা]

উলুপী। ইলু, মনে কি ভেবেছিস্? বৃদ্ধকে মেরে তবে যাবি?

ইলাবন্ত। না মা, কেমন করে যাই? তোর প্রাণে যে অনন্ত শোক-প্রবাহ—কিন্তু চোখ দুটো যে মরুভূমি।

উলুপী। জল ফেললে যে স্রোতে ভেসে যাবি বাবা।

ইলাবন্ত। না—না, কেঁদ না মা, এই আমি যাচ্ছি, আর একবার পায়ের ধুলা দাও—একবার ললাটে আশীষ চুম্বন দাও।

উলুপী। ইলু—বাপ—(মূর্চ্ছা)

ইলাবন্ত। মা—মা! জ্ঞান হারালি? মাতামহ—মাতামহ! তুমিও তাই? তাই থাক, এমনি ভাবে পিতা-পুত্রীতে জ্ঞানহারা হয়ে থাক, যতক্ষণ না ইলাবন্ত নাগরাজ্য অতিক্রম করে অসীমের পথে ছোটে। এই বিপদকালে মধুসূদন—হে কৃষ্ণ শ্রীরাধা যুগলে উদয় হয়ে সব-হারা এই পিতা-পুত্রীকে সান্ত্বনা দিও। বিদায় মাতামহ, বিদায় মা জননী।

[প্রস্থান]

গীতকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ।—　　উঠ উঠ মায়াময়
　　　　মোহ ঘুমে কেন আর
　　বৃথা তব আকর্ষণ
　　　　সে যে নহে ফিরিবার॥

শ্রীরাধা।—　　পুত্রহারা পাগলিনী
　　　　শুষ্ক চোখে অশ্রু আনি
　　মরুময় হৃদি খানি
　　　　রাখ না আশায় তার॥

শ্রীকৃষ্ণ।— এই তো রয়েছি মোরা
কেন হবে সব হারা
অনাথ-বান্ধব নামে
ডাকে কেহ নাহি যার॥

শ্রীরাধা।— গৌরব জয়েতে পুত্র
টুটে ছোটে মায়া সূত্র
অরুণ মণ্ডল মাঝে
তুমি মা কারণ তার॥

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান]

অনন্ত। [সংজ্ঞা প্রাপ্তে] এঁ্যা—এঁ্যা? ইলু—না, না কোথায় ইলু? এ যে রাশি রাশি অন্ধকার—সামনে—আশে পাশে—চারধারে! —না,—না—একি আলোর জ্যোতি!—এঁ্যা—ইলু! একি মূর্ত্তিতে তুই আমার সামনে? নববধূ বামে ইলাবন্ত, মাতামহকে শান্ত করতে সত্যই কি উজ্জ্বল ছটায়—এমন প্রভায়? অভাগিনী উলুপী, ওঠ্— ওঠ্, তোর পুত্রবধূকে নিয়ে পুত্র তোর কি মন প্রাণহরারূপে সাম্‌নে—উঠে দেখ্—চোখ চা।

উলুপী। [সংজ্ঞা প্রাপ্তে] এঁ্যা? ইলু? কৈ ইলু? যাঃ—আবার গেল—আবার আঁধার ঘনিয়ে এল!

অনন্ত। এসেছিল, ইলু এসেছিল—আবার এসেছিল! কিন্তু বলতে পারছি না সে কি রূপে—কি ভাবে এসেছিল!

উলুপী। কোথায়—কোথায় সে?

অনন্ত। বাতাসে মিশিয়ে গেল। বিজলী চমকে এক লহমায় ছবি মুছে পালালো।

উলুপী। না, না—ঐ যে—ঐ যে আমার ইলু। ইলু—বাপ্, আয় আয় স্নেহ চুম্বনে বিদায় দিই—কাছে আয়!

অনন্ত। আঃ—পাগলিনী—আঃ। [উলুপীর হস্ত ধারণ]

উলুপী। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। যম, এক পুত্রের মা'র কোল থেকে পুত্রকে ছিনিয়ে নেবে?—এত স্পর্দ্ধা—

অনন্ত। উলুপী—উলুপী! তুই পাগলিনী হলে আমায় দেখবে কে?

উলুপী। দেখবো? কি দেখবো? কি দেখাতে চাও?—মরা ছেলের চিতার আগুনের ধূ ধূ জ্বলন?—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমি দেখবো না—আমি ছেলেকে মরতে দেবো না।

[প্রস্থান]

অনন্ত। ভগবান্! আমার এখন ঐ একটা মেয়ে ছাড়া আর কি আছে? যদি মারতে চাও—তাহলে আর পা তোল্‌বার অবসর দিও না, আর যদি রাখতে চাও, আমার একমাত্র আশ্রয় ওই মেয়েটার জ্ঞান ফিরিয়ে দাও। ওরে কোথা তোরা? চোরের অনুতাপ এসেছে, মণি ফিরিয়ে দিতে চাইছে, এগিয়ে এসে মণি নিয়ে চোরকে শাস্তি দে'। ওরে, এই চুরি করা পাপেই বুঝি আমার সব গেল রে—সব গেল। না, না—কাঁদবো না। খবরদার জল ফেলিস্ নি, চোখ উপড়ে ফেলবো, জল ফেলে ইলুর অকল্যাণ করিস্ নি—আবার? একি দর দর ধারায়?—কথা শুনলি নি? শুনতে পারবি নি? পারা যায় না? তবে আন্ বান, বানের স্রোতে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চ'—আমার ইলু যেখানে আছে।

[প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ভাগীরথী তীর—তটোপরি সুসজ্জিত যজ্ঞীয় উপকরণ সমূহ

সায়নাচার্য্যের প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। ইলাবন্ত দীর্ঘআয়ু তরে
যজ্ঞ আয়োজন সূচনায়,
কেন গঙ্গে সাধ' এত বাদ ?
ছিলে অতি ক্ষীণা—নিজ গর্ভে সঙ্কুচিতা।
ক্রমশঃ বর্দ্ধিতা হয়ে দুকুল প্লাবিনী
কি কারণে বুঝি না জাহ্নবী ?
যাই হোক্, ব্রহ্মতেজ
যদি বিস্মরণ নাহি হয়ে থাক'
তবে সায়নাচার্য্য সজ্জিত
যজ্ঞীয় উপকরণ সমূহ স্পর্শিবে না কভু
যাবত না ফিরি আমি লইয়া সমিধ।
যাবত না হয় পূর্ণাহুতি
তাবত সময় ঠিক ওই ভাবে—
ওইখানে রহিবে জাহ্নবী।
গণ্ডি এড়িয়া কেশাগ্র স্থান
যদি অধিকার কর ভাগীরথী
চরম দুর্দ্দশা তব দ্বিজ পাশে পুনরায় স্থির।

[প্রস্থান]

বান-কন্যাগণের প্রবেশ

বানকন্যাগণ।—

গীত

ভেসে চল্ ভেসে চল্
একাকারে জল থল।
ঝুপ্ ঝাপ্ তীর ভেঙে
গাছ করে টলমল॥
মুছে দে—মুছে দে
আদিম প্রকৃতিরে
এক টানা নিয়ে চ'না
সাগর-সঙ্গম স্থল॥
ভেঙ্গে দে—ভেঙ্গে দে
মানুষের গড়ারে
মুনি আনা—দ্রব্য গুণা
বুকে করে লয়ে চল্।

[উপকরণ সমূহ লইয়া প্রস্থান]

ইলাবন্তের প্রবেশ

ইলাবন্ত। সর্ব্বনাশ! কোথা যাই? কি করি উপায়?
দেখিতে দেখিতে গঙ্গার প্রবল বাণে
ভেঙে প'ড়ে তট ভূমি, বৃক্ষলতা গুল্ম তথা
দরিদ্রের পাতার কুটীর
ভেসে যায় অসীমের বুকে।
ওই পুনঃ অভ্রভেদী শিরে

বান-কন্যাগণ আসে ছুটে এই দিকে,
সাথে সাথে মেঘাচ্ছন্ন সুনীল আকাশ,
প্রলয় নাচনে নাচিছে বাতাস !
কোথায় আশ্রয়—অন্ধকার—
চারিদিকে শুধু অন্ধকার,
কোথা গিয়ে পাই পরিত্রাণ ?

[বেগে প্রস্থান ।

নৃত্যগীত সহ বান-কন্যাগণের পুনঃ প্রবেশ

বান-কন্যাগণ ।—

গীত

অশনি গর্জ্জন, ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন,
দোদুলিত ঘনবন বীথি ।
তামস উছলা, চমকে চপলা,
চরাচর শিহরিত ভীতি ॥
ধূমায়িত দৃষ্টি, করকা—বৃষ্টি,
বিশ্ব সৃষ্টি দুর অনুভূতি ।
ক্রম বিলম্বন, স্খলিত চরণ,
নিরোধিত উন্নত গতি ॥

[প্রস্থান]

ইলাবন্তের পুনঃ প্রবেশ

ইলাবন্ত । সর্ব্বত্র সমান, কোথা যাই,
আত্মরক্ষা করি বা কোথায় ?
দুকূল প্লাবিনী গঙ্গে,

নাহি জানি সহসা কি হেতু
হেন রঙ্গে উঠিয়াছ মাতি ?
কর পার হইয়া সহায়।
পার কর অধম সন্তানে।
বন্যার প্রবাহে তোলপাড়
সুবিস্তৃত বক্ষ যে তোমার,
নাহিক তরণী একখানি,
কেমনেতে হইয়া উত্তীর্ণ যাই পরপারে।
কে আছ কাণ্ডারী ? কৃপা করি
ভাগীরথী পার কর মোরে।

দাঁড়ি মাঝির ছদ্মবেশে দাঁড় ও হাল হস্তে সমরজিৎ
ও রঙ্গরাজের প্রবেশ

সমরজিৎ। কে গা যাত্রী ?—কাতরে ডাকিছ হেন
প্রবল বন্যার কালে কাণ্ডারীরে হেথা ?
রঙ্গরাজ। এস সাথে লয়ে যাব মোরা গঙ্গা-পারে।
ইলাবন্ত। লয়ে যাবে সত্য ?
দয়া করে লয়ে যাবে পারে ?
রঙ্গরাজ। শুধু ও পারে কি সাধ হয় যদি,
মোদ্দা কথা ভবপারে লয়ে যাব তোমা।
ইলাবন্ত। তোমরা উভয়ে পারের কাণ্ডারী ?
কোথায় তোমাদের তরণী ?
সমরজিৎ ! অদূরে খেয়া ঘাটে অশ্বত্থ ছায়ায়
বাঁধা আছে ক্ষুদ্র তরী মোর।

ইলাবন্ত। যথার্থ কি কাণ্ডারী তোমরা ?

রঙ্গরাজ। অতি যথার্থ, ইনি মাঝি,
আমি সোদ্দা কথা—একদম দাঁড়ি।

ইলাবন্ত। চল—চল, ত্বরা করি
করুণায় কর পার মোরে।

[সকলের প্রস্থান]

গীতকণ্ঠে প্রভুপাদের প্রবেশ

প্রভুপাদ।—

গীত

ওরে ও বিদেশী নাবিক।
সামলে বাহিস্ না-খানা তোর
এ গাঙের নাইক, কিছু ঠিক্॥
চোরা বালির ঘূর্ণিপাকে
পড়িস নিকো ঘোর বিপাকে,
তোর এদিক ওদিক চতুর্দ্দিকে
নাচবে তুফান হারিয়ে যে দিক্॥
সামনে সাঁজের অন্ধকার
বাড়িয়ে দেবে প্রলয়—ঝাড়
তোর সাড় কি তখন থাকবে রে মন
খসবে যে হাল হয়ে বেঠিক্॥

[প্রস্থান

ব্যস্তভাবে বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। ইলাবন্ত—ভাই! ফিরে আয়,
তম জ্ঞান হইয়াছে দূর।

বুঝিয়াছি সার, তুই আমি
উভয়েই অর্জ্জুন-নন্দন,
তথাপি সর্ব্বদিকে গরীষ্ঠ যে তুই।
কাজ নাই কুরুক্ষেত্র রণে,
মণিপুর সিংহাসনে দক্ষিণে
বসায়ে তোরে—দুই ভায়ে
আবেদন নিবেদন প্রার্থনা জ্ঞাপনে,
পিতারে আনিব টেনে
সুদূর হস্তিনা হতে প্রাচীদিক্ পানে।
মাতঃ গঙ্গে! তুমি যদি প্রবল বন্যারে আনি
নাহি দিতে বাধা, তাহলে কি
ভাই মোর পারিত পালাতে?
রোধিলে যেমন বেগবান্ অশ্ব গতি মোর।
তেমনি প্রতিদানে, মিনতি চরণে
ইলাবন্ত ভায়েরে আমার
করিও না পার কোনরূপে।

সায়নাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। কে! কেবা তুমি
ভাই ভাই রবে কর হাহাকার?

বভ্রুবাহন। কে? একি জগতের পূর্ণব্রহ্ম সাকার শ্রীগুরু!
শত অপরাধে অপরাধী দাস
পদে ধরি—ভিক্ষা মাগি,
ভুলে গিয়ে ক্ষমা কর' মোরে।

সায়নাচার্য্য। মণিপুর-রাজ—তুমি হেথা ?
কোথা গেল ভ্রাতৃ-বৈরতা এখন ?
বভ্রুবাহন। প্রায়শ্চিত্ত হেতু তার—ওগো ঋষি
রাজ্য করি ছার, আসিয়াছি
মাতামহ—কথিত নিয়ম লঙ্ঘি
মণিপুর সীমান্তের পার।
নেপথ্যে। রক্ষা কর'—রক্ষা কর।
প্রাণ যায় ভাগীরথী বুকে।
সায়নাচার্য্য। একি ! কোন্ আর্ত্ত করিছে চীৎকার ?
বভ্রুবাহন। নহে এক, একাধিক কণ্ঠে ঋষি,
হাহাকার উঠিছে করুণ।
একি ! এযে শুনি ইলাবন্ত কণ্ঠোত্থিত ধ্বনি
মিশে আশে অন্য কণ্ঠস্বরে !
নেঃ ইলাবন্ত। প্রাণ যায়, নাহি হ'ল পিতৃ দরশন—
মাতর্গঙ্গে কি করিলে ?
বভ্রুবাহন। ভয় নাই ভয় নাই ইলাবন্ত
যমের করাল গ্রাস হতে
রক্ষিবারে তোরে জাহ্নবীর বক্ষ হতে।

[দ্রুত প্রস্থান]

সায়নাচার্য্য। নিশ্চিন্ত এবার।
ভায়ে ভায়ে মিলিল আবার।
এইবার নিজ কার্য্যে হই নিমগন।
ইলাবন্ত দীর্ঘ আয়ু কামনায়
যজ্ঞ কার্য্য করি সমাপন।

একি ! কোথা গেল যজ্ঞার্থে রক্ষিত দ্রব্য যত !
ওঃ বুঝিয়াছি বানের প্রবল টানে
ভাসায়ে লয়েছ গঙ্গে আমার আহৃত দ্রব্য
সাধিয়া বিষম বাদ ?
ভুলিয়াছ বুঝি গঙ্গে অগস্ত্য প্রতাপ ?
ভুলিয়াছ—জহ্নুর জঙ্ঘার ক্লেশ—
ভুলে গেছ ব্রহ্মতেজ ?
তবে দেখ' ভাগীরথী আজি পুনর্ব্বার
ব্রাহ্মণ কেমনে করে
বিশুষ্ক তোমায় অগ্নির স্ফুলিঙ্গে ।
তবে জ্বলে উঠো ব্রহ্মতেজ,
তবে অভিশাপ দিই তোমারে জাহ্নবী—

দ্রুতপদে গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা ক্ষমা কর'—ক্ষমা কর' সর্ব্বপূজ্য ভূ-দেবতা
হে ব্রাহ্মণ—ক্ষমা করি জহ্নুর কন্যায়
নির্ব্বাণ করহ ত্বরা ক্রোধানল ।

সায়নাচার্য্য বল' কি কারণে
উপকরণ হরণে—ইলাবস্তু
পরমায়ু বিনাশিতে সাধ ?

গঙ্গা । পরমায়ু হরিয়াছি তার ।

সায়নাচার্য্য কি ! কি কহিলে গঙ্গে ?

গঙ্গা । ক্ষণ পূর্ব্বে—তরণী ডুবায়ে
ইলাবস্তে লয়েছি আপন গর্ভে ।

সায়নাচার্য্য। এত স্পর্দ্ধা?—ত্রিলোক আশঙ্কা
সায়নাচার্য্যের বিপক্ষে দাঁড়াতে সাধ!
কেন এত বাদ কি কারণ দেবি?
উলুপী, নাগরাজ সে অনন্ত
অথবা নিজে ইলাবন্ত, কেবা
অপরাধী তব পাশে মাতা?
অথবা কি পিতা ধনঞ্জয় তার
করিয়াছে অপরাধ তব পাশে?

গঙ্গা। হাঁ ধনঞ্জয়।
দেখেছি স্বপন দশদিন
কুরুক্ষেত্র রণ করি সমাপন
অর্জ্জুনের শরে শায়িত
আমার পুত্র ভীষ্ম দেবব্রত।

সায়নাচার্য্য। স্বপন,—স্বপন,
স্বপন কি সতত হয় গো সত্য
সত্যসন্ধ ভীষ্মের জননী?

গঙ্গা। মার কাছে পুত্র অমঙ্গল স্বপ্ন দৃশ্য
জলন্ত সর্ব্বত্র সত্য সদা তপোধন।
তাই করেছি মনন,
অর্জ্জুন মারে গো যদি
একমাত্র পুত্রে মোর,
আমি তখন প্রত্যক্ষে
অথবা পরোক্ষে হইব নিমিত্ত
অর্জ্জুনের পুত্রগণ নাশে।

সায়নাচার্য্য। সে তো ভবিষ্য কাহিনী গঙ্গে,
বর্ত্তমানে কেন নাশ' অর্জ্জুন তনয়ে ?

গঙ্গা। কুরুক্ষেত্র মহান সমরে—
সেই পক্ষে অনিবার্য্য জয়
যস্মিন্ পক্ষে জনার্দ্দন ঋষি !
হেন জনার্দ্দন হয়েছে সহায়।
রথধ্বজে হনুমান তা'য়,
তদুপরি ত্রিলোক বিখ্যাত
বীরপুত্র অভিমন্যু বর্ত্তমান।
বাহুবল রক্ষার কারণ,
পুনরায় যায় যদি অপর নন্দন
বলবৃদ্ধি হেতু অর্জ্জুনের
তবে—নিস্তার কাহার আর ?

সায়নাচার্য্য। ভীষ্ম সনে তুচ্ছ ইলাবন্তের
বীরত্বের করিছ তুলনা !

গঙ্গা। জান না—জান না ঋষি !
কত শক্তিধর তুচ্ছ ইলাবন্ত তব।
অনার্য্যের শক্তি—দানবীয়,
তাহে পুনঃ আর্য্যের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি
হইলে মিলিত—হইবে দুর্জ্জয়—
অধিকন্তু মাতৃ-অন্ত প্রাণ
মায়ের আশীষ বরে বলীয়ান।
সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তোমার এ মৃত্যু-হরা বাগ।
ভীষ্ম ছার—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী

সমবেত হয়ে যদি বিপক্ষে দাঁড়ায়
নিমেষেতে ধ্বংস হবে ইলাবন্ত শরে।

সায়নাচার্য্য। ভাল গঙ্গে, প্রতিনিধি রূপে
আমি দিই প্রতিশ্রুতি তার—
ইলাবন্ত করে নিরাপদ ভীষ্ম পুত্র তব।

গঙ্গা। সত্য—সত্য—ধ্রুব সত্য?

সায়নাচার্য্য। তপস্বীর অভিধানে নাহি মিথ্যার কল্পনা।

গঙ্গা। তবে ক্ষান্ত দাও মৃত্যু হরা যাগে।

সায়নাচার্য্য। দীর্ঘ আয়ু?—তাহাও পাবে না
তনয় বাৎসল্যময়ী জাহ্নবী সকাশে
দুখিনীর একমাত্র ধন?

গঙ্গা। একে পার্থ পুত্র,
অনার্য্য আর্য্যের সম্মিলিত শক্তিধর।
তাহে পুনঃ মাতৃ-আশীর্ব্বাদ—
মার্কণ্ড সমান পরমায়ু প্রাপ্ত।
পুনঃ আয়ুর বর্দ্ধনে কোন্ স্বার্থে
এ হেন প্রয়াস তোমারি বা দ্বিজ?

সায়নাচার্য্য। ভাল গঙ্গে, দান কর ইলাবন্ত ধনে
এই খানে শেষ মোর মৃত্যুহরা যাগ।

গঙ্গা। এস সাথে, রক্ষি ইলাবন্তে,
দিব দান হে ব্রাহ্মণ চরণে তোমার।

সায়নাচার্য্য। করি আশীর্ব্বাদ—চিরদিন
পবিত্রতা অচল অটল রহুক তোমাতে দেবী।

[উভয়ের প্রস্থান]

বভ্রুবাহন এবং মাঝির ছদ্মবেশে সমরজিৎ ও দাঁড়ির ছদ্মবেশে রঙ্গরাজের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। এই বার কহ সত্য,
কেন হেন ছদ্ম নাবিকের বেশে
উভয়েতে গঙ্গা গর্ভে হও নিমজ্জমান

রঙ্গরাজ। বিরাগ—মহারাজ বিরাগ, সংসারে বৈরাগ্য—তাই, মোদ্দাকথা উভয়ে সন্ন্যাসী হ'ব বলে তীর্থযাত্রা আরম্ভ করেছিলুম· মোদ্দা কথা—

বভ্রুবাহন। রাখ' রহস্যের ভাণ।
শুন' সেনাপতি, নহি মাত্র অন্নদাতা,
ভয়ত্রাতা পালক—নৃপতি,
অধিকন্তু প্রাণদাতা এখন তোমার
গঙ্গা গর্ভ হতে দোঁহে করেছি উদ্ধার।
আশা করি সত্য প্রকাশেতে
নাহি হবে পরাঙ্মুখ হেথা।
উপরে দেবতা, আশে পাশে
জগত জীবন বহে সমীরণ,
সম্মুখেতে জীবন দায়ক,
পশ্চাতে জাহ্নবী পতিত-পাবনী
সব বুঝে উচ্চারণ কর বাণী বীর!

সমরজিৎ। অন্যায় তো করি নাই কিছু;
রাজা তুমি, অন্নদাতা, প্রভু
প্রাণদাতা এখন যে তুমি;

রাজশক্র বিনিপাত হেতু
ছদ্ম কাণ্ডারীর বেশে উভয়ে আমরা—

বভ্রুবাহন। রাজ শক্র? বর্ত্তমানে কেবা?
তবে কি ইলাবস্তে—

রঙ্গরাজ। আজ্ঞে। মোদ্দা কথা, ইলাবস্ত ছাড়া
হাড় মাসের শত্রু মোদ্দা কথা—

বভ্রুবাহন। সেকি—ইলাবস্ত? আদরের
প্রাণ হতে প্রিয় ভাই ইলাবস্তের—

সমরজিৎ। ইলাবস্তেরই হন্তারক হ'তে—

বভ্রুবাহন। কি—নরাধম—(অসি নিষ্কাসনে)
বল, শীঘ্র কোথা সে এখন নহে ক্ষমিব না—
হীন পশু সম বধ করিব দোঁহারে?

সমরজিৎ। গঙ্গা পার করিবার ভাণে
ভুলায়ে তাহারে তুলেছিনু তরণী উপরে।

বভ্রুবাহন। তারপর? ত্বরা কর—

সমরজিৎ। ছিল সাধ মধ্য গঙ্গা গর্ভে
হত্যা করি ভাসাব অতলে।

বভ্রুবাহন। কেন পুনঃ হইলে নীরব?
[অসি সমরজিতের স্কন্ধে স্থাপন]

সমরজিৎ। মৃত্যু যদি স্থির, তবে কেন
উপকার করি ঘাতকের মোর?

বভ্রুবাহন। ভাল, এই তুলিলাম স্কন্ধ হতে
শোণিত পিয়াসী অসি,
বলে যাও—তারপর?

সমরজিৎ। তারপর নিরীহ হত্যার মহাপাপ হ'তে
মুক্ত করিল জাহ্নবী—
ভীষণ তুফান তুলি বানচালে
তিনটী প্রাণীর সাথে
তরণীরে নিজ গর্ভে করিয়া গ্রহণ।

বভ্রুবাহন। উঃ!—ভাই ইলাবন্ত!
বলে যাও—তারপর?

সমরজিৎ তারপর আর্ত্তনাদ শুনি'
সত্বরণে উপস্থিত হয়ে তুমি,
মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষিলে উভয়ে।

বভ্রুবাহন। আর ইলাবন্ত?

সমরজিৎ। নাহিক সন্ধান, অনুমানি,
নিমজ্জমান মাত্রে গঙ্গা বুঝি
প্রেরিলা অসীমে তারে।

বভ্রুবাহন কোথা কোন স্থানে নিমজ্জিত হইল তরণী,
চল ত্বরা দেখাতে আমারে
সেই স্থান বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গার
উদ্ধারিব আমি স্নেহময় ইলাবন্তে।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

নৃত্য গীতসহ ক্ষেত্র ও প্রতিভার প্রবেশ

গীত

ক্ষেত্র।— নিজে মরে তারে মারলি কেন মোর বুকে।
সে যে মায়ের কোলে হেলে দুলে
ছিল আপন সুখে॥

প্রতিভা।— মরণ কোথায় তার
কীর্ত্তি রইল যার
অকীর্ত্তিতে বাঁচাও যে ছার
জ্বেলে নুড় মুখে॥

ক্ষেত্র।— আমার ক্ষেত্র ইয়া প্রসার,
প্রতিভা।— তাইতো জয় এ প্রতিভার
ক্ষেত্র।— আমি যদি দিই পিট্‌টান
প্রতিভা।— গতি যমের দিকে॥
ক্ষেত্র।— তুই শোন্ না আমার কথা
প্রতিভা— হাড় জ্বালিয়ে বাড়াস নি আর ব্যথা
ক্ষেত্র।— (ওরে) যেমন তেমন নয় ফেল্‌না
প্রতিভা।— সরি—মাগ্ না নতি ঠুকে॥

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্ক

কুরুক্ষেত্র—অর্জ্জুন শিবির

র্জ্জুন

অর্জ্জুন ।	সপ্তদিন অবসান কুরুক্ষেত্র রণ ।
এই সপ্ত দিনে
পরস্পর প্রতিজ্ঞা পালনে
ভীষ্ম পার্থ বিনিদ্র রজনী যাপে
রক্ত-সিন্ধুতীরে, তিন দিন
তিন দিন আর, দশম দিনের দিন
অপাণ্ডব না হলে ধরণী,
ইচ্ছামৃত্যু বীর ভৃগুরাম শিষ্য ধনুর্দ্ধর
মরণেরে দিবে আলিঙ্গন শায়ক শয়নে ।

ইলাবন্তের প্রবেশ

কেও ? একি ! কে তুই কিশোর ?
বিনা আদেশেতে এ নিশীথে
অর্জ্জুন শিবিরে কি সাহসে হলি উপস্থিত ?

ইলাবন্ত ।	প্রতিহারী পাঠাল আমায় ।

অর্জ্জুন ।	মূর্খ সে নিশ্চয়, তাই
পাঠায়েছে হেথা তোরে অকারণ ।
কহেছিনু তাকে পাঠাইতে তা'রে,
সামরিক বিধানে প্রভাতে হবে প্রাণদণ্ড যার ।

ইলাবন্ত। কোন অপরাধে ?

অর্জ্জুন। অপরাধ অতি গুরুতর।
কুরুপাণ্ডু ঘোষণায় উত্তেজনা বশে
শুনিলাম এসেছিল সে যুবক,
পাণ্ডুপক্ষে যুঝি কৌরবে নাশিতে
ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত হ'তে।
কিন্তু কি কারণ অজ্ঞাত সবার,
সমর স্থচনা হ'তে এ যাবত কাল
প্রাণ ভয়ে ছিল লুক্কাইত
কুরুক্ষেত্র সীমার বাহিরে।
বহু কষ্টে গুপ্তচর ধরেছে তাহারে।

ইলাবন্ত। প্রভাতে মরিবে যেবা ঘাতকের করে
তা'রে এ নিশীথে কিবা প্রয়োজন বীর ?

অর্জ্জুন। কিন্তু কে তুই কিশোর ?
রণক্ষেত্রে সমাগত কোন্ ক্ষত্র বীর
লভিয়াছে তোর মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর
এমন তনয়ে ?

ইলাবন্ত। সর্ব্বজন পরিচিত—
ক্ষত্রকুলে আদর্শ পুরুষ তিনি।

অর্জ্জুন। কোন্ দেশে বাস ?

ইলাবন্ত। ভারতের পূরব সীমান্তে।
শুনেছ কি পার্থ মহাশয় মণিপুর নাম ?

অর্জ্জুন। মণিপুর ? মণিপুর ! সৌন্দর্য্যের পীঠস্থান
জগতে সে মণিপুর !

অতীতের কত মধুময় স্বর্ণস্মৃতি
নব বসন্তের কত সুষমা গরিমা সনে
মাধুরিমা বিজড়িত মণিপুর নামে।

ইলাবন্ত। সেই মণিপুর সানুদেশে নিবাস আমার।

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্রে সমাগত কার সাথে তুই?

ইলাবন্ত। একাকী।

অর্জ্জুন। কিবা হেতু এসেছ সমরে একা?

ইলাবন্ত। কুরুপাণ্ডবীয় ঘোষণা শ্রবণে!
আসিয়াছি কুরুক্ষেত্র মহারণে—
পাণ্ডু পক্ষে দিতে যোগদান!

অর্জ্জুন। কিন্তু—মনে তো হয় না হেরিয়াছি তোরে
রণাঙ্গনে এই কয়দিন?

ইলাবন্ত। পাণ্ডবের পক্ষ ভুক্ত সত্য
কিন্তু নিরপেক্ষ কয়দিন ছিনু দেব,
কুরুক্ষেত্র সমর সীমার দূরে।

অর্জ্জুন। তু—ই?—সে কি!
কিন্তু রণস্থল ত্যজি
কি কারণে ছিলি লুক্কাইত?

ইলাবন্ত। ইহলোকে পরম আত্মীয়
শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুদেব সাম্নান-আচার্য্য—
ঘটনা চক্রান্তে প্রতিশ্রুতি দেছেন গঙ্গায়,
ইলাবন্ত শরে নিরাপদ পুত্র ভীষ্ম তার।

অর্জ্জুন। সামান্য কিশোর তুই—
অখ্যাত অপরিচিত

কমনীয় অঙ্গের সৌষ্ঠবে,—
বীরত্বের রূঢ়তা কিছু না দেয় প্রমাণ।
আর, রামশিষ্য গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব
শৌর্য্যে বীর্য্যে চতুর্দ্দশ ভুবনে অতুল ;
তুচ্ছ তোরে হেরি প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর
শঙ্কাকুলা হইবেন ভীষ্মের জননী গঙ্গা ?

ইলাবন্ত। জান'না—জান'না ধনঞ্জয়
কেবা আমি সমাগত ভারত সমরে।
তাই তুচ্ছ বলি হেয় জ্ঞান কর মোরে।
কিন্তু যার শৌর্য্যে বীর্য্যে জন্ম মোর
সে জন ত্রিলোকজয়ী মহাবীর।

অর্জ্জুন। অপরূপ তবে তোর জন্ম পরিচয় !
কেবা তোর পিতা ?

ইলাবন্ত। তুমি।

অর্জ্জুন। আ—মি ? বাড়িত গৌরব —
যদি যথার্থ পার্থ লভিত তোর সম পুত্র।
যাক্—না শুধা'ব পিতৃ পরিচয় আর।
মনে হয়—আছে কিছু সংশয় সেথায়,
নহে কেন 'পরে' পিতা সম্বোধনে
হেন সাধ তোর ?

ইলাবন্ত। তুমি—ও ? তুমিও বলিবে 'পর' !
তুমি যদি হও 'পর' তবে এ জগতে
কে আর 'আপন'—পিতা ?

অর্জ্জুন। না বুঝি রহস্য তোর।

যত হেরি তত যেন মায়ার সহস্র পাকে
মনে প্রাণে হতেছি আবদ্ধ।

ইলাবন্ত। অরুণ উদয়ে মৃত্যু যার স্থির,
তার তরে হেন মায়া কেন তব
গীতার প্রথম শ্রোতা?

অর্জ্জুন। সর্ব্বদিকে সমান বিদ্বান্!
না, নারে কিশোর অবসান নাহি হবে
কভু এমন জীবন নাট, প্রস্তাবনা মাঝে।
প্রভাত না হতে পার্থ-ভৃত্য কেহ সাথী হয়ে—
লয়ে যাবে মাতৃপাশে পুনরায় তোরে।

ইলাবন্ত। না—না যাব না আমি ফিরিয়া,
কুরুক্ষেত্র রণ পরিহরি।
ক্ষাত্র শক্তির পরীক্ষা প্রদানিব,
দেখাইব বাহুবল বীরবৃন্দে।
করিয়াছ যদি এতই করুণা
তবে দাও অনুমতি রহিব হেথায়
সৈনাপত্য হতে যদবধি নাহি হ'ন অপসৃত
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম।
ক্ষত্র পুত্র আমি—ক্ষত্রবৃত্তি হতে
করিও না দেব বঞ্চিত আমারে।

অর্জ্জুন। না না—হবি না বঞ্চিত।
সাধ হয় কালি হতে অবতীর্ণ হও
কুরুক্ষেত্র রণ রঙ্গ মঞ্চে।

ইলাবন্ত। প্রতি পক্ষে ভীষ্ম যে রহিবে।

অর্জ্জুন। ভীষ্ম বিনা আছে বহু মহারথী
প্রতিদ্বন্দ্বী যোগ্য তোর।

ইলাবন্ত। তবে পদ ধূলি দাও পিতা!

অর্জ্জুন। আঃ—পুনরায় পিতৃ সম্বোধন!
জন্মাবধি পিতার আদর স্নেহ
ঘটে নাই ভাগ্যে বুঝি তোর?

ইলাবন্ত। অনুমান যথার্থ তোমার পিতা!

অর্জ্জুন। আঃ! বার বার পিতা বলে ডাকি
কেন রে কিশোর, প্রকাশ্যে কলঙ্ক
ও অপবাদ দিস নিজ জননীর নামে?

ইলাবন্ত। কলঙ্ক ও অপবাদ বাকী কিবা আর?
হয়ে রাজার ঝিয়ারী—রাজকুলবধু
মা আমার ভিখারিণী!
জাতি জ্ঞাতি আত্মজন পরিত্যক্তা।
দুনয়নে অবিরাম বহে অশ্রু স্বামীর চিন্তায়।
ধিক্ সে স্বামীরে শতবার—
যেই মূঢ় হেন মনোরম পুত্র সহ
বনিতায় ত্যজি আছে দূরে না লয়ে সংবাদ।
রজনী বর্দ্ধিত, প্রভাতে সমর পুনঃ।
নিদ্রার শান্তির অঙ্কে সুস্থ হতে যারে কিশোব!
প্রতিদিন রণ শেষে সান্ধ্য অবকাশে
আসিস আমার পাশে,
অবারিত রবে দ্বার তোর তরে সদা।
দিব তোরে অনুপম তনয়-বাৎসল্য।

ইলাবন্ত। দিবে তনয় বাৎসল্য ? দিবে পিতা ?
পাব পিতা—পিতা বলে ডাকিয়া তোমায়
ঝাঁপ দিয়া পড়িতে বুকেতে ?

অর্জ্জুন। পাবি—পাবি। ওরে পিতৃ স্নেহে বঞ্চিত দুলাল !
নিত্য সান্ধ্য অবকাশে
রাখিবে তোরে রে পার্থ—
হেন ভাবে গাঢ় আলিঙ্গনে।

[আলিঙ্গনে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতীর

অনন্ত

অনন্ত। এক একটা দিন গেছে আর এই দড়িতে এক একটা গাঁট দিয়েছি—দিন গুণ্‌তে, হিসেব রাখতে। কত দিন হ'ল চলে গেছে—দেখবো একবার গাঁট গুলো গুণে—না, না—কাজ নেই, গুণে দিনের বছর মনে পড়লে এক তিলও বাঁচবো না। অগোণা দিনই থাক্। এখনও কি কুরুক্ষেত্র মেটেনি ইলু ? এখনও কি তোর ফেরবার সময় হয় নি ? কতদিন গিয়েছিস্ ভেবে দেখ্। আয়—আয়, ফিরে আয়।

গীতকণ্ঠে প্রভুপাদের প্রবেশ

প্রভুপাদ।—

গীত

ভাঙা হাটের ধারে এই খেয়া ঘাটের তীরে
কে তুমি গো অশ্রু নয়ন মরণ লয়ে শিরে।
আড়পাড়ে ঐ গাছের আড়ে
তোর আয় রবি ডুব যে মারে
যারে ফিরে এখন ঘরে পাপের সঞ্চয় ভরে॥
কি করলি তুই সারা জনম
বারেক সেটা ভাবনা রে মন
ভূতের বেগার   আমার আমার
কই পারছে না তো রাখতে ধরে॥

অনন্ত। কে—কে তুমি? এ মধুর কণ্ঠ ইলু ছাড়া দুনিয়ায় আর কার? ইলু, এসেছিস যদি—সাড়া দে—চুপ করে কেন? দাদার সঙ্গে লুকোচুরী খেলবার কি এই সময়? ইলু—ইলু—আমার ইলাবন্ত! আসেনি—আসেনি? তবে গান গেয়ে কে আমায় সাড়া দিলে?

প্রভুপাদ।—

আসবে না সে আর আসবে না।
পৃথিবী জয়কারী সে বীর
মাটীর ধরায় নামবে না॥

অনন্ত। না—না তাকে আসতে দাও, তাকে আসতে দাও-কে তুমি—রুখনা—তাকে আসতে দাও।

প্রভুপাদ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

শুনবে কে আর ব্যথা
সে এখন রাজে যেথা
সেথা দুঃখের কথা অস্ত-সথা
তার কাণে কিছু পশবে না॥

অনন্ত। আসবে না? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কি আজও শেষ হয় নি? জ্ঞাতি যুদ্ধের কলঙ্ক কি আজও দুনিয়ার মাথা হেঁট করছে? না না, এই যে বললে সে আমার পৃথিবী জয় করেছে। বল'—সে এখন কোথায়? হেথায়—না সেথায়?

প্রভুপাদ।—

গীত

যেথা হতে এসে যেথা ফিরে যাব
তুমি আমি আদি সবে।
কে করিবে তার রহস্য উদ্ধার
মায়াময় এই ভবে॥
আগে হতে মরে যাহার বিধানে
জীব জন্মে মোরা এসেছি এখানে
নিদানে কারণে চরমে সে দিনে
হেন ধাঁ ধাঁ যেরা রবে॥
কেন যাওয়া আসা কারণ সন্ধানে
বিধি বিষ্ণু হর সদা বসে ধ্যানে
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র নরেন্দ্র দেবেন্দ্র
এক সাথে তাই নীরবে॥

[প্রস্থান]

অনন্ত। না—না, আর চুপ করে থাকবো না, তুইও থাকিস নি ইলু, গান গেয়ে দান কর আমায় আর একটু শান্তি। বহুদিন জাগার পর আর একটু ঘুম, ইলু আমার—এঁ্যা—কোথায় সুর, কোথায় ভাষা—কোথায় আমার ইলু? একি এ কার রূপ! একি আলো! একি মূর্ত্তি! চারি হাত, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী—গলায় কৌস্তুভ মণি, তার উপর বৈজয়ন্ত মালা—সব জ্বালা দূর করতে এসে দূরে কেন—কাছে এস।

গীতকণ্ঠে কৃষ্ণের প্রবেশ

গীত

কেমন করে যাই কাছে
এখন' যে তোমার ওগো
অপর সহায় আছে॥

[অন্তর্দ্ধান]

অনন্ত। ছিল—ছিল, সহায় ছিল। ইলুর নাম ধ্যান—স্মৃতি—ফেরবার আনন্দে আশাপথ চেয়ে বসে থাকা—সব দূর করলুম, এস কাছে এস, আসতে পারছ না? কেন? ও বুঝেছি, মাটীর দুনিয়ায় নেমে পা দুটোকে কলঙ্কিত করবে না? যানেও আসতে পারবে না—উভয় সঙ্কট তোমার। বেশ আমি সঙ্কট মোচন করছি, এই নদীর জলে মৃত সঞ্জীবনী মণি ফেলে দিই—তা হলে তো বাহন গরুড় তোমায় বহন করে আনবে? এঁ্যা—দেখতে দেখতে রূপ বদলে ফেললে? ওরে বাবা, কি ভয়ঙ্কর হাঁ তোমার, হাজার হাজার, লাখ লাখ কোটী কোটী চিতের আগুন লক্ লক্ করছে মুখের ভেতর, পলকে পলকে অসংখ্য প্রাণী ঐ মুখে ঢুকে পুড়ে মরছে, এই যে আমার ইলুও

পুড়ছে! চাই না—চাই না দেবতা—দেখতে চাই না তোমার এ শশ্মানের ছবি ভরা বিরাট বিশ্বরূপ। [মূর্চ্ছা]

গীতকণ্ঠে কৃষ্ণ রাধার প্রবেশ

গীত

কৃষ্ণ।— দেখার মত দেখ যদি
তবেই জেগে দেখ'।
নইলে অমনি জীবন্মৃত
ভাবেই ঘুমিয়ে থাক।
রাধা।— পাশে আমি শান্তিপ্রদা
বৃকভানুসুতা রাধা
আমার নামে বাঁশী সাধা
শুনবে যদি বারেক জাগ'॥
কৃষ্ণ।— তুমি কি পারবে বঁধু
ছাড়তে মায়ার মোহন মধু
তাইতো বলি জেগে শুধু
কেন বিষাদেরে ডাক'॥
রাধা।— একটা নাতি মরে গেছে
লক্ষ কোটী বেঁচে আছে
যদিও আঁচে আঁচে মরে তা'রা
তবুও তাদের বাঁচিয়ে রাখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

অনন্ত। [সংজ্ঞা প্রাপ্তে] এঁ্যা—কৈ রাধামাধব—না, না—ইলু—ইলু—

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। কাকে ডাক বাবা—ইলু আর ইহজগতে নাই।

অনন্ত। নাই? কি বলছিস্ তুই উলুপী?

উলুপী। ঠিকই বল্‌ছি বাবা! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ, আঠার দিনে—আঠার অক্ষৌহিণীর ধ্বংস হয়ে ক্ষত্রিয় নাম পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে, কুরুকুল নির্ম্মূল, পাণ্ডবের জয়—ইলাবন্তের ক্ষয়।

অনন্ত। কি—কোথায় কোন্ শত্রুর মুখে শুনলি?

উলুপী। শত্রু নয়, পরম বন্ধু, উপকারী গুরু—ব্রাহ্মণ—তাপস—ভগবানের ভূ-প্রতিনিধি সায়নাচার্য্য মিথ্যা জানে না।

অনন্ত। তুই কি বলতে চাস্—আমি যে বুঝতে পারছি না?

উলুপী। কেমন করে বুঝবে?—একটা ছার দৌহিত্রের মায়ায় বিবেক বুদ্ধিহারা তুমি? মাথায় তোমার বিদেশীর অশ্ব পদাঘাতের রক্ত দর দর করে বইছে, অপমানে তোমার মুখ ম্লান হয়ে গেছে। পুত্রহারা বীর মাতার মর্ম্মবেদনা তুমি কি করে বুঝবে?

অনন্ত। মাথায় বিদেশীর অশ্বক্ষুরের আঘাতে রক্ত ঝরছে? কৈ—?

উলুপী। পাণ্ডবের যজ্ঞ তুরঙ্গ আজ তোমার নাগরাজ্যের শ্যামল বক্ষ দলিত মথিত করছে। দম্ভ ভরে অশ্বভালে লেখা—পাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ কিংবা সমতুল্য যোদ্ধা যেবা হবে, বীর যেবা রবে পৃথিবীতে যজ্ঞাশ্ব ধরিবে,—অন্যথায় স্ববংশে রাজ্য ধ্বংস হইবে নিশ্চয়।

সায়নাচার্য্যের প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। ভেবে দেখ নাগরাজ
পাণ্ডবের যজ্ঞ অশ্ব দম্ভভরে
প্রতি পদক্ষেপে মথিত করি বীরের গর্ব্ব
নাগরাজ্য করে অতিক্রম।

নাগজাতিগণ অপমানে
বিক্ষুব্ধ ব্যথিত উত্তেজিত।
কোষ মুক্ত করি অস্ত্র বীরবৃন্দ আছে
শুধু তব আজ্ঞা অপেক্ষায়।

অনন্ত। বল' ঋষি আমা হতে কি হবে উপায়?

সায়নাচার্য্য। এক ইলাবন্ত মৃত কিন্তু
লক্ষ কোটী এখনো জীবিত।
ফেলে দিয়ে মৃত তরে শোক—
এস পুনঃ নাগ সিংহাসনে।
রাজা তুমি, অগণিত
প্রজার ভাগ্যের বিধাতা তুমি
তুমি কেন বহিবে এ হেন ঘৃণ্য অপমান?
তুমি কেন পাণ্ডবের দম্ভ সহিবে নীরবে?

উলুপী। কিছুতেই নহে!
আজ্ঞা দাও নাগরাজ
পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ধারণে।

অনন্ত। তারপর?

উলুপী। তারপর বুঝিবে পাণ্ডব,
বুঝিবে মনে প্রাণে অহঙ্কারী পাণ্ডুপক্ষ
শক্তি শৌর্য্যে হীন নহে নাগজাতি।
অনিচ্ছুক হও যদি রণে;
হও যদি অপারগ সাম্রাজ্য শাসনে
তবে নিজে আমি ধরি
পাণ্ডবের যজ্ঞ তুরঙ্গম—

দেখাই নারীর বাহুবল।
ত্বরা দেহ অনুমতি পিতা।

সায়নাচার্য্য। শোন নাগপতি! নিরাপদে যায় যদি
পাণ্ডবের যজ্ঞ তুরঙ্গম নাগরাজ্য সীমা ছাড়ি,
তবে অখ্যাতি তোমার—কলঙ্ক তোমার
অঙ্কিত থাকিবে প্রলয়ান্ত কাল।
কি ভয় অনন্ত কিবা হেতু চিন্তিত শঙ্কিত?

অনন্ত। নহে ভয়, হে ব্রাহ্মণ—ভয় নহে। আমি কি বুঝি না নাগসিংহাসনে বসে মুখের একটা কথা বার করলে যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে অশ্বরক্ষকদের অস্তিত্ব এক লহমায় শেষ হবে?

সায়নাচার্য্য। তবে কেন এ সংশয়—নিশ্চলতা?

অনন্ত। কেন? তুমি কি বল্‌তে চাও ঋষি, নাগরাজ এই বৃদ্ধ বয়সে ইলাবন্ত বিয়োগের মত মহাশোক সহ্য করেছে বলে আরও শোক সহ্য করতে পারবে?

উলূপী। শোক?—কিসের শোক আবার?

অনন্ত। তুই তো বুঝবিনি নাগিনী, তা যদি বুঝ্‌তিস্‌, তাহলে সন্ত পুত্রের মরণ শুনে ছুটে আসিস্‌ মরণ বাদ্য বাজিয়ে তুলে আরও দশ বিশটাকে মারতে? তুই এক পুত্র হারিয়েও নির্ব্বিকার, তোর কাছে শোক কিছুই নয়। মরণটা একটা খেয়ালের খেলা মাত্র, কিন্তু আমি যে সংসারী। একমাত্র কন্যাকে, এক পুত্রের মাকে—পুত্রহারা দেখেও বেঁচে আছি কিন্তু তার পুনর্বৈধব্য দেখে কতক্ষণ বাঁচবো?

সায়নাচার্য্য। বৈধব্য?

অনন্ত। নয়? নাগরাজ যুদ্ধে নামলে কতক্ষণ পাণ্ডব—কতক্ষণ দুনিয়ারই বা অস্তিত্ব?

সায়নাচার্য্য। তাহলে এই ভাবে একটা সামান্য দৌহিত্রের বিয়োগ শোকটাকেই সার করে বৈরাগ্য নিয়ে এই নদীর ধারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চাও? এ তো এক প্রকার আত্মহত্যা?

অনন্ত। না—না, মরবো না। মরবো কেন? বিধাতার সাধের সৃষ্টিতে জীবজন্ম নিয়ে এসেছি, জন্ম হতে এ যাবৎ বাঁচার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে অনবরত লড়াই করে আসছি—মরবো কেন? চল' আবার আমায় নাগ সিংহাসনে বসাবে চল'। আমাকে বাঁচতে হবে। উলুপী! আবার আমায় বহুদিন পরে রাজবেশে সাজিয়ে দিবি চল। চল ব্রাহ্মণ—চল মর্ত্ত্যের প্রত্যক্ষ দেবতা—আমার নব জীবন যাত্রায় আশীষবারি সিঞ্চন করতে করতে!

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নাগরাজধানীর—সীমান্ত-উপত্যকা

অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষকেতু। বৃথা আর নাগরাজ্যে
অপেক্ষা পিতৃব্য!

অর্জ্জুন। নহে বৃথা, আছে প্রয়োজন।

বৃষকেতু। তিনদিন করিনু অপেক্ষা,
নাগরাজ্যে বীর যদি রহিত যথার্থ
ধরিত যজ্ঞীয় অশ্ব।

অর্জ্জুন। ছিল বীর এককালে বৃষকেতু,
পৃথিবী বিখ্যাত।

বৃষকেতু। কে বা সে পিতৃব্য ?

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র সমরের অষ্টম দিবসে
দুর্য্যোধন আদি সপ্তরথীগণে
বার বার করি পরাজিত,
বিনাশি অযুত সৈন্য, রথ, রথী,
গজ, তুরঙ্গম যে বালক বীর
অলম্বুষ রাক্ষসের করে হইল নিধন,
তারই মাতামহের এ রাজ্য—এই অনার্য্য ভূমি।

বৃষকেতু। কে সে—ইলাবন্ত ?

অর্জ্জুন। হাঁ ইলাবন্ত। রহিত জীবিত, ইলাবন্ত যদি
তবে আজি পাণ্ডবের বীর দর্প
এইখানে হইত ধূলিতে নত।

বৃষকেতু। ইলাবন্ত—হলেও যথার্থ বীর, জাতিতে অনার্য্য,
আর্য্যের বুদ্ধি ও শক্তির পাশে
কতক্ষণ রহিত অটল ?

অর্জ্জুন। নহে সে অনার্য্য বৃষকেতু!
অনার্য্যা নাগিনী জননী তাহার
কিন্তু পিতা তার আর্য্যবংশ সম্ভূত।

বৃষকেতু। সে কি দেব ? কেবা সেই আর্য্য মহীয়ান্ ?

অর্জ্জুন। অভিমন্যু মরণের আগে
অর্জ্জুন সহেছে বৎস
পুত্রশোক অতীব দারুণ।

বৃষকেতু। সে কি পিতৃব্য, ইলাবন্ত তোমার তনয় ?

অর্জ্জুন। আমারি তনয়, দ্বাদশ বৎসর
তরে বনবাসে এসেছিনু যবে,
তখনি—তখনি তার পবিত্র জনম।
অতীতের কত স্বর্ণময় স্মৃতি,
কত মন প্রাণ কাঁদানো আলেখ্য
বিজড়িত এই দেশের মাটীতে।
চরণ যে চাহে না উঠিতে
ত্যজিবারে এই পূণ্য পূত স্থান।

বৃষকেতু। তবে থাক অশ্ব এই দেশে
আরও কিছু দিন।

অর্জ্জুন। যাও তুমি শিবিরে ফিরিয়া।

বৃষকেতু। একা তোমা ত্যাজিয়া হেথায় ?
নাগরাজ্য, নাগজাতি অতীব কুটিল
গুপ্ত আক্রমণ নীতি মজ্জাগত যাহাদের
তাহাদের মাঝে রাখি—ফিরিব আমি একাকা ?

অর্জ্জুন। নাহি শঙ্কার স্থান অর্জ্জুনের জীবনে।
শুন' কথা, শিবিরে ফিরিয়া
লভ গে বিশ্রাম, ফিরিব ত্বরায়।

বৃষকেতু যথা অভিরুচি তব কিন্তু কণামাত্র
বিপদাশঙ্কায় করিও স্মরণ দেব।

[বৃষকেতুর প্রস্থান]

অর্জ্জুন রে বালক বৃথা শঙ্কা তোর।
অর্জ্জুনে মারিবে হেথা,

নাহি হেন নৃশংস দানব
উলুপীর জন্মভূমি মাঝে।
কোথায় আমার মধু পূর্ণিমার স্মৃতি
কোথায় আমার সেই
প্রেম প্রীতি-পরাগ মণ্ডিতা
নাগরাজ নন্দিনী উলুপী।
নাহি জানি পুত্রহারা অভাগিনী
স্বামীহারা বিরহিণী কোথায়—কি দশায়,
কি ভাবে কাটায় কাল।
নাহি জানি আছে কি না আছে
স্মৃতি-পথে তার আমার নাম।
হেরিবারে জাগে ইচ্ছা সদা মনে।

[ধীর পদক্ষেপে অর্জ্জুনের প্রস্থান]

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী — এমনি আবেগে—ঠিক এমনি আবেগে
এমনিই ধীর পদক্ষেপে,
সে দিনের সে রাতের
চুপি চুপি অভিসার—
ঠিক এমনি ভাবেতে!
স্মৃতি মাত্র আছে পড়ে,
বাকী সব চলে গেছে!
সেদিনও উলুপী তোমার ছিল
সন্তান বিহীনা আজি কে যেমন।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। মরণ তোমার, তাই হেন আকর্ষণ
পুত্র ঘাতকের হেতু।
উলুপী। কে তুমি গো দেবি?
গঙ্গা। পুত্রহারা—আমিও তোরই মত।
একমাত্র পুত্রের জননী,
সেই পুত্রে হারায়েছি
কাল কুরুক্ষেত্র রণে।
গঙ্গা নামে ডাকে মোরে
চতুর্দ্দশ ভুবনের লোকে।
উলুপী। তুমি গঙ্গা—পতিত-পাবনী?
কহ সুরধুনি, তুমি কেন
অস্পৃশ্যা এ উলুপীর পাশে?
গঙ্গা। পবিত্র করিতে তোরে।
ওরে অভাগিনী কার প্রতি দেখাও সোহাগ?
কে ওই চলেছে? তব পতি?
কিন্তু ভেবে দেখ্—বুঝে দেখ্
ঐ তোর একমাত্র পুত্রের হন্তারক।
উলুপী। পুত্র-হন্তারক!
গঙ্গা। নয়? মাত্র অষ্টম দিনের যুদ্ধ।
তখনও অক্ষুণ্ণ—অটুট ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী।
মাত্র সপ্ত দিনে পঞ্চ অক্ষৌহিণী গত
মম পুত্র ভীষ্মের শায়কে, সবাই জীবিত

তথাপি বালকে পাঠাইল রণে—
নাহি দিয়ে জনমাত্র সহায় কিম্বা পৃষ্ঠ রক্ষক।
তাও—নহে সভ্য আর্য্যের বিরুদ্ধে
অসভ্য অনার্য্য অলম্বুষ রাক্ষস বিপক্ষে।

উলুপী। কে বা অলম্বুষ?

গঙ্গা। জটাসুর পুত্র—মায়া হীন কঠোর বর্ব্বর।

উলুপী। সত্য—একি সত্য?—জাহ্নবী গো—
সত্যই কি পিতা সেথা হয়েছিল
পুত্র হত্যার কারণ—উপলক্ষ?

গঙ্গা। গঙ্গা বাক্য মিথ্যা বলি কর অনুমান?

উলুপী। না,—না সত্য তুমি—সত্যে সাক্ষী রূপে
তাম্র, তুলসীর দাম নারায়ণ সনে
চিরদিন তুমি আছ গঙ্গা দেবী।
কিন্তু কি কহিলে স্বামী মোর পুত্রের ঘাতক

গঙ্গা। নহে শুধুই তোর, আমারও উলুপী!
দশদিন মহারথী পুত্র ভীষ্ম মোর
মহারণে অসংখ্য সৈন্য করিয়া বিনাশ,
সম্মুখেতে শিখণ্ডীকে হেরি—
আয়ুধ ত্যজিল যবে ইচ্ছামৃত্যু বীর,
সেইকালে মোর পুত্রে মেরেছে অর্জ্জুন।
আমারও প্রতিজ্ঞা অর্জ্জুনে মারিব
তারি পুত্র করে সুনিশ্চয়।
কিন্তু কেমনে সম্ভব হয়?
মরিয়াছে অভিমন্যু,

মরিয়াছে দ্রৌপদীর গর্ভজাত
অর্জ্জুনের পুত্র অন্যতম,
মরিয়াছে ইলাবন্ত তোর।
অর্জ্জুনের পুত্র কোথা আর ?
কে মারিবে পিতারে তাহার
গঙ্গার ঘুচাতে ব্যথা ?

উলূপী। আছে—আছে—পুত্র আছে—
রহস্যের অন্তরালে ওগো সুরধনী
পুত্র আছে পিতার হত্যায়।
বুঝিয়াছি ইঙ্গিত তোমার,
যাও গঙ্গে মনো আশ মিটাব নিশ্চয়।

গঙ্গা। বল্—বল্—শীঘ্র বল্—
পুত্র কোথা—অর্জ্জুনের ?

উলূপী। আছে—পুত্র—আছে !

গঙ্গা। তবে তুই নে না ভার
অবসর দানিয়া আমায়।
কুল কুল রবে—কাঁদিয়া কাটাই কাল।
তোরও পুত্রে মারিবার একমাত্র কারণ যখন
সেই আত্মগর্ব্বী অর্জ্জুন,
তখন—তুই নে না ভার লো উলূপী।

সায়নাচার্য্যের প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। বৃথা তব উত্তেজনা দেবি !
সিংহাসনে করি আরোহণ

নাগরাজ করেছে ঘোষণা
পাণ্ডবের প্রীতি শুধু, নহেক বৈরতা,
সমগ্র নাগের দল পাণ্ডবের সহায় এখন।

গঙ্গা। তবে—তবে নাগিনী,
গঙ্গা পাশে প্রতিশ্রুতি তোর ?

উলূপী। অক্ষরে অক্ষরে পালিব নিশ্চয়।
যাও গঙ্গে, নিশ্চিন্তে বহিয়া যাও
সাগর উদ্দেশে বহিছ যেমন—
আপনার ভাবে অবিশ্রান্ত চিরদিন।
সত্য বটে সারা নাগজাতি
পাণ্ডবের পক্ষে হেথা, কিন্তু
একা নাগিনী উলূপী বিপক্ষে রহিল স্থির—
হইতে কারণ পুত্র ঘাতকের ভীষণ মৃত্যুর।

গঙ্গা। করি আশীর্ব্বাদ
অভিলাষ পূর্ণ হোক্ তোর !
তবে ধর তপোধন গঙ্গা দত্ত
গঙ্গাবাণ—ত্রিলোকে অব্যর্থ সদা।

সায়নাচার্য্য। কিবা প্রয়োজন তপস্বীর উহা ?

গঙ্গা। যদি কভু হয় প্রয়োজন অর্জ্জুন নিধনে
দিবে তারে উপযুক্ত কালে।
বিদায় এখন—বিদায় উলূপী—

[প্রস্থানোদ্যতা]

সায়নাচার্য্য। কোথা যাও পতিহত্যা হেতু
উত্তেজিতা করিয়া পত্নীরে ?

কিন্তু নাগিনী উলুপী বুঝ মনে
শান্তনুর মত স্বামীরে যে ত্যজেছে নির্দ্দয়ে,
সপ্ত পুত্রে জীবন্তে সলিলে ভাসায়ে
ধীরা স্থিরা যেই মাতা,
তাহার কথায় বুঝে তবে
স্বামী-হত্যা কার্য্যে হয়ো অগ্রসর।

গঙ্গা। ঋষি—ঋষি—তপোধন!—

সায়নাচার্য্য। অকারণ মিনতি জাহ্নবী!
তুমি নষ্ট করি মৃত্যুহরা যাগ মোর,
হরিয়াছ ইলাবন্তের দীর্ঘ পরমায়ু!
তুমি গঙ্গা তুমিই ইলাবন্তের মৃত্যুর কারণ।
আমারও প্রতিজ্ঞা জাহ্নবী
ব্যর্থ করিব উদ্দেশ্য তব
কার্য্যে তব বাধা দিব পদে পদে।
আসে যদি স্বয়ং শমন,
বিপক্ষে দাঁড়ায় যদি সারা ত্রিভুবন,
তথাপিও পার্থের জীবন
অটল অচল রবে প্রভাবে আমার।

গঙ্গা। মম দত্ত বাণ?

সায়নাচার্য্য। অপমান হবে না ইহার।
দিব তারে সুনিশ্চয় তব কথা মত
যেবা হবে অর্জ্জুন ঘাতক।

উলুপী। সতী ও ব্রাহ্মণ হেথা পরস্পর বৈরী!
যাও গঙ্গে পরিণামে সতী হবে জয়ী।

গঙ্গা। কায়মনে নিয়ত যাচিব বিধাতৃ সমীপে
পরিণামে সতী হো'ক জয়ী।

[উলুপী ও গঙ্গার প্রস্থান]

সায়নাচার্য্য। আর এ ব্রহ্মর্ষি দেশে
ব্রাহ্মণ হইবে পরাজিত
সামান্যা নাগিনী পাশে ?
ব্রাহ্মণের তেজ গর্ব্ব প্রভাব প্রতাপ
এই ভাবে যদি হয় বিদূরিত,
তাহলে যে চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত
হবে সদা কলির ব্রাহ্মণ !
না না—আমিও রক্ষিব ব্রহ্মবাক্য—
করিয়া সর্ব্বস্ব পণ।

[প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পার্ব্বত্য উপত্যকা

ক্ষেত্র ও প্রতিভার প্রবেশ

গীত

ক্ষেত্র।— তোরে শুনিয়েছিনু গানের তানে
লাজ মান ভয়—তিন থেকে নয়,
তুই শুনিস নি তা'—দু' কাণে॥

প্রতিভা।— তোর পীরিতে নমস্কার
নেড়ী বেলতলাতে যাবে না আর
দুকাণ কাটা বেজায় ঠাঁটা
তারাই ছোটে সদর পানে॥

ক্ষেত্র।— এবার তোরে স্বর্গ সুখে
রাখ্‌বো সদা বুকে বুকে
ভরসা ছেড়ে—ফরসা এনে
দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গাস্‌নে॥

প্রতিভা।— একটা পাশে দেব মুড়ী
তুই জেগে থেকে গুণবি কড়ি
খুড়ি খুড়ি—গলায় দড়ি
রঙের খেলার মাঝখানে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মণিপুর—রাজপথ

গাহিতে গাহিতে মণিপুরী যুবতীগণের প্রবেশ

গীত

ঘরকে ফিরে এল নাগর
ডাগর ডাগর চোখ্।
পরদেশী বঁধু লো সেঁইয়া
ভুলিয়ে দিবে শোক॥
ফিস্ ফিস্ ফিস্ দুপুর রেতে
শুনতে হোবে আড়ি পেতে
মোদের মরদ নাইকো দরদ
আছে কেবল রোখ্॥
খোঁপার মাঝে গুঁজে দিব ফুল
বাসে বঁধু হবে লো আকুল
ফুল বুলাবুল পরাণ মাঝে
থাচ্ছে কেবল ঢোক॥

[প্রস্থান]

সমরজিৎ ও রঙ্গরাজের প্রবেশ

সমরজিৎ। পাণ্ডবের যজ্ঞ বাজী
করেছে প্রবেশ মণিপুরে ?

রঙ্গরাজ। একি আপনার মেঠো ফক্করে ঘোড়া—না বঙ্কিনাথের

এঁড়ে—যে গয়ং গচ্ছ' করবে? দেখে এসেছি নাগরাজ্যের সীমান্তে, এতক্ষণে বোধহয় মণিপুরের কাছাকাছি—মোদ্দা কথা—

সমরজিৎ। বীরদর্পে পৃথিবী ভ্রমিছে অশ্ব,
আজ যদি সমরজিৎ বিরাজিত
মণিপুর রাজ-সিংহাসনে,
তা হলে কি পাণ্ডবের হেন দর্প
মণিপুরে রহিত অটুট?

রঙ্গরাজ। তা আর বুঝি না? মোদ্দা কথা—ও কথার আর উল্লেখে কাজ নেই, যতবার সিংহাসনের বাসনা জেগেছে, ততবারই একটা না একটা—মোদ্দা কথা বিভ্রাটই ঘটেছে।

সমরজিৎ। যতদিন রহিব জীবিত ততদিন,
মণিপুর সিংহাসন আশা
কভু না ত্যজিব।
করি উত্তেজিত বভ্রুবাহন রাজে
তারে দিয়ে এ অশ্ব ধরাব,
মণিপুর ছারখারে দিব,
পরিণামে নির্ব্বিবাদে
সিংহাসন লব আমি সুখে!

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। নির্ব্বিবাদে—নির্ব্বিবাদে—

রঙ্গরাজ। এই যে, আসুন আসুন—সু-স্বাগতম্ সত্যমেব সুন্দরম্—মোদ্দা কথা এই আপনারই কথা হচ্ছিল, নির্ব্বিবাদে যাতে রাজ্য পালন করতে পারেন।

বভ্রুবাহন। নির্ব্বিবাদে যেতে দিবে
অশ্বমেধ তুরঙ্গমে বীর।

সমরজিৎ। অশ্বমেধ তুরঙ্গম ?
কার অশ্বমেধ ? কোথা তুরঙ্গম ?

বভ্রুবাহন। পিতৃ-পুরুষের মোর
অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় পৃথিবী ভ্রমণে,
জয়পত্র ভালে হয়েছে বাহির।
শুনিলাম, সবে মাত্র উপনীত
মণিপুর সীমান্ত প্রদেশে।
নিজে তুমি সেনাপতি
বিশেষ রাখিবে লক্ষ্য !
আহার্য্য পানীয়—যাহা কিছু
প্রয়োজন বিদেশী অতিথি তরে—
সকলি দানিয়া পাণ্ডবে সম্মান দিবে
প্রতিনিধি রূপে তুমি মোর।

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। বভ্রুবাহন !

বভ্রুবাহন। এস এস পুত্রহারা অভাগিনী
মাননীয়া জননী আমার,
একমাত্র পুত্রহারা হইয়া
তুমিও যেইমত আপনা বিস্মৃত,
সেইরূপ একমাত্র ভাই ইলাবন্ত বীরে
হারাইয়ে জনমের মত

হইয়াছি আমি—শোকে অভিভূত।
সত্য বটে এক পুত্র গেছে তব,
কিন্তু মাতা অন্য পুত্র তব জীবিত এখনও!
সেবা, ভক্তি, শ্রদ্ধা এখনও নাহি লবে মাতা—
মণিপুর রাজ্যে করি বাস?

উলূপী। একদিন, ওরে রাজা বভ্রুবাহন সুধীর,
যেই আমি তনয় গৌরবে
অযাচিত শ্রদ্ধা ভক্তি তোর
ঘৃণাভরে করেছিনু প্রত্যাখ্যান,
সেই আমি দিগ্বিজয়ী তনয়ে হারায়ে
আজি দীনা ভিখারিণী সমা—
আসিয়াছি—ভিক্ষা হেতু তব পাশে।

বভ্রুবাহন। হেন কথা করি উচ্চারণ
কেন মাতা তনয়ের কর অকল্যাণ?

সমরজিৎ। সত্য কথা, চিত্রাঙ্গদা দেবীও যেমন,
তুমিও যে তেমনি জননী
ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী,
নৃপতির চিরকাল দেবি!

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা, একে 'মাতা'—তায় "বি"—স্বর্গাদপি গরীয়সী হল গর্ভধারিণী আর পেটে ঠাঁই না দিয়েও, খাঁই মিটিয়ে বিমাতা—মোদ্দা কথা—স্বর্গেরও ওপরে যে শূন্যি—তারই ওপর মান্যি গন্যি মোদ্দা কথা।

বভ্রুবাহন। এস মাতা, নিজে আমি
সযতনে সসম্মানে লয়ে যাই
তোমা রাজপুরী মাঝে!

উলুপী। সম্মান ? কোথায় সম্মান তব
মণিপুর-রাজ ?

বভ্রুবাহন। সত্য কথা মাতা,
কোথায় সম্মান যেথা নৃপতির
রাজমাতা ভ্রমে পথে দুঃখিনী সমান।

সমরজিৎ। যাও রাজমাতা,
রাজপুত্র সনে প্রাসাদের মাঝে।
হেন ভাবে পথে পথে ভ্রমে যদি
রাজার জননী তবে নৃপতির সাথে
মোদেরও গৌরব হানি পদে পদে দেবি !

রঙ্গরাজ। কথায় বলে রাজার মা, সাতশো ডাইনী মরে তবে এ জন্মে মোদ্দা কথা। যাও মা যাও, আর রাজা-বেটার মানের সঙ্গে নিজের মান নষ্ট করো না—ঐ মোদ্দা কথা।

উলুপী। ছিল মান ততদিন, যতদিন ইলাবন্ত
বীর-পুত্র আছিল জীবিত !

বভ্রুবাহন। ছিল ? এখন কি নাই ?
বল'—বল' মাতা—কার স্পর্দ্ধা হেন
কেবা সেই জন—অপমান করি
এখনও রহে জীবিত ধরায় ?

উলুপী। নাগ রাজ্যের সম্মান মণ্ডিত শিরে
শত পদাঘাতে মহা দর্পে
নিরাপদে নাগরাজ্য অতিক্রমি
চলে গেল অতি গর্ব্বী পাণ্ডবের
গর্ব্বোন্নত যজ্ঞ তুরঙ্গম।

আর নির্ব্বিবাদে নিজে সহি
সহা'ল সে অপমান পুত্রীসনে
অগণিত প্রজাগণে।
একমাত্র দৌহিত্র মরণ শোকে
মতিচ্ছন্ন হল নাগরাজ অনন্তের।
ধিক, শতধিক পিতারে আমার,
ধিক্ নাগবীরগণে,
ততোধিক কাপুরুষ পৃথিবীর
অন্যান্য দেশের বীরেন্দ্র সকলে।
যথার্থই বীর যদি রহিত ভূতলে
তা হ'লে কি এত দিন এমনি সদর্পে
প্রতি রাজ্য পদাঘাতে করি চূরমার
নিরাপদে ভ্রমিত কখন'
পাণ্ডবের যজ্ঞ তুরঙ্গম ?

সমরজিৎ। সত্য বলেছ জননী মহা অপমান !
বীরত্বে কালিমা দিয়ে
বীর-শিরে করি পদাঘাত
বীরবৃন্দে করি অপমান
বীরদর্পে নির্ব্বিবাদে
মণিপুর-রাজ্য অতিক্রমি
চলে যাবে বীর পাণ্ডবের অশ্বমেধ হয় !

রঙ্গরাজ। সত্য কি অক্ষম আমরা—মোদ্দা কথা—মরণ তো আছেই একবার যখন—তখন ধরি যজ্ঞ অশ্ব মোদ্দা কথা—কেমন সেনাপতি ?

উলুপী। বভ্রুবাহন—বভ্রুবাহন—

বভ্রুবাহন। আঃ উত্তেজনা এন না এমন?
পদে ধরি ক্ষান্ত হও মাতা!
উত্তেজিত কর' না আমায়।
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।
সেই পিতা মোর অশ্বের রক্ষক
পিতৃ-পুরুষের যজ্ঞ হয় তায়।

উলুপী। বীর আর্য্যবংশে
বীর মাতৃগর্ভে লভিয়া জনম
নীরবে সহিবে এই ঘৃণ্য অপমান?
ইচ্ছা হয় ধরি পাণ্ডবের তুরঙ্গম,
কিন্তু নাহি পুত্র ইলাবন্ত
কে রাখিবে আমার সম্মান?

বভ্রুবাহন। কিন্তু পিতা—জন্মদাতা—
পিতা পুত্রে কেমনে সম্ভবে রণ?

সমরজিৎ। ত্রেতা যুগে আছে বিবরণ
লব কুশ সাথে শ্রীরাম সমর।

উলুপী। কেন হেন চিন্তা অকারণ?
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী সদা,
আর পিতা মাত্র স্বর্গ পরকালে,
লৌকিক জগতে কর্ম্মক্ষেত্রে
সহিবে জন্মভূমির অপমান?

বভ্রুবাহন। ঠিক! অপমান জন্মভূমির।
কোথা পিতা ছিল এতকাল?

কেবা মোর গৌরবের স্থল—
জননী ও জন্মভূমিই কেবল।
জননী জন্মভূমির সম্মান রক্ষণে
বীরশূন্য হয় নাই আজিও পৃথিবী,
এই বাণী দেশে দেশে করিতে প্রচার
ধরিব আজিকে পাণ্ডবের যজ্ঞ হয়।

উলূপী। ধরিবে? সত্যই ধরিবে যজ্ঞের ঘোড়া

বভ্রুবাহন। ধরিব যজ্ঞাশ্ব স্থির।
যাও সেনাপতি—ত্বরা করি
সমগ্র বাহিনী রণসাজে করগে প্রস্তুত।
যাও তুমি রঙ্গরাজ
ঘোষণা আমার করিতে প্রচার।

[রঙ্গরাজ সহ সমরজিতের প্রস্থান]

বভ্রুবাহন। এস মাতা, এক পুত্র গেছে,
কিন্তু সমতুল্য বীর পুত্র
আছে কি না আছে তোর—
দিব তার পরিচয় ধরি যজ্ঞ হয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

নৃত্যগীত সহ ক্ষেত্র ও প্রতিভার প্রবেশ

গীত

প্রতিভা।— আমার দুয়ে জড়িয়ে হিয়ায় হিয়ায়।
ক্ষেত্র সূত্র পেয়ে পবিত্র
উজল হল আজ প্রতিভায়॥

ক্ষেত্র।— আমার চোখে কেবল রামধনু
মাইরি—আজকে আমি কি হনু
প্রাণ পেনু কি মান পেনু সই
বুঝে ওঠা মহান্ দায়।

প্রতিভা।— চল চুপি চুপি আজ নীরেলায়
বসে করি প্রাণ বিনিময়
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরবো আমি
তুমি তীরন্দাজ বিঁধ না তায়॥

ক্ষেত্র।— শেষ ভাল যার—সব ভাল তার
ধন্য ক্ষেত্র প্রতিভার
কেউ কাহারে বাদ দিলে রে
দাঁড়াবে না প্রতিষ্ঠায়॥

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজোদ্যান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কতকাল—কতকাল পরে
পুনরায় পিতার নগরে
শুভ পদার্পণ তব প্রাণনাথ !
সেই দিন জীবন-বল্লভ !
সেই মিলনের স্মৃতি তুমি কি ভুলেছ তাহা
কিম্বা পুত্রশোকে উন্মাদ এখন,
তাই কি গো হয় না স্মরণ
পরিত্যক্তা চিত্রাঙ্গদার কথা ?
এস—একবার এস,
করি গো মিনতি—ওগো স্বামী,
একবার এসে করে কর রাখি'
ভুবনমোহন সেই দৃষ্টি বিনিময়ে
কর চিত্রাঙ্গদার জীবন ধন্য।

নৃত্যগীত সহ সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ।—

আজি মিনতি করি।
ওই দু'হাতে ধরি
প্রিয় মোর পানে আজি ফিরে চাও।

তব আঁখির আলো
মম লাগে যে ভালো
তাই নয়নে নয়ন মেলে দাও ॥
আজি আমি সারানিশি
সে চোখে রহিব মিশি
সবি দেব' যদি ফিরে চাও।
পুরাতন কথা গুলি
প্রিয় সব যাও ভুলি
আমারে বুকেতে টেনে নাও ॥

চিত্রাঙ্গদা। যথার্থই সঙ্গিনী তোরা লো মোর।
মর্ম্মকথা গীতিছন্দে গাহি
তৃপ্তি দিলি বিরহী পরাণে।
গাহ গান, তোল পুনঃ বিমোহন তান,
রাগ-রাগিণীর অনুপম ছন্দে।

সখীগণ।—

গীত

তুমি আমার নীল সায়রের
সাগর ছেঁচা ধন।
চাতক যেমন মেঘের বারি
চাইছে অনুক্ষণ ॥
তেমনি ওগো পরাণ প্রিয়
আঁখির আগে আজ দাঁড়িও
আমি অবাক হয়ে রইব চেয়ে
হারিয়ে ফেলে মন।

নয়নে মোর ফুটবে ভাষা
অধীর আকুল ভালবাসা
রইবে তুমি হয়ে আমার
　　　　　　　　হিয়ার রতন।

[সখীগণের প্রস্থান]

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। প্রণাম লহ জননী, বভ্রুবাহনের।

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন শুনিলাম পাণ্ডবের অশ্বমেধ হয়
পৃথিবী ভ্রমণ হেতু হয়েছে বাহির।
উপস্থিত নাগরাজ্য অতিক্রমি
মণিপুর অভিমুখে অগ্রসর প্রায়।
রক্ষকগণের নেতা তার—
পিতা তব, ইষ্টগুরু মোর।

বভ্রুবাহন। সত্য মাতা পাণ্ডবের যজ্ঞ তুরঙ্গম
এবে উপনীত মণিপুর মাঝে,
মহা মহা রথীগণ হইয়া বেষ্টিত।
উড়ে মাগো পাণ্ডবের বিজয় নিশান
শিবির চূড়ায়, হতমান করি মণিপুরে।

চিত্রাঙ্গদা। হতমান?

বভ্রুবাহন। হাঁ, দম্ভভরে অশ্বভালে লিখিত জননী
"পাণ্ডব হতেও শ্রেষ্ঠ কিংবা
সমতুল বীর যেবা হবে,
সেই মাত্র এ ঘোড়া ধরিবে,

পরিণামে নিজ বলে উদ্ধারিবে
যজ্ঞাশ্ব পাণ্ডব বাহুবলে—
সবংশে তারে করিয়া নিধন।"

চিত্রাঙ্গদা। অশ্বমেধ নিয়ম যে তাই।

বভ্রুবাহন। হউক নিয়ম, কিন্তু পৃথিবীর
বীর নামে দানিয়া কলঙ্ক,
মণিপুর বীরবৃন্দ শিরে করি পদাঘাত,
যজ্ঞাশ্ব ফিরিবে পুনঃ হস্তিনার মাঝে?

চিত্রাঙ্গদা। নিরাপদে যাক মণিপুর অতিক্রমি।

বভ্রুবাহন। বল কি জননী?
বীর মাতা তোমার গর্ভেতে,
বীর পিতা পার্থের ঔরসে
জন্মি' অপমান সহিব এমন?

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন—বভ্রুবাহন!
পিতৃকুলের যজ্ঞাশ্ব ভ্রমিতেছে,
রাখিও একথা স্মরণেতে সদা।

বভ্রুবাহন। পিতৃকুলের অশ্ব বলিয়া—
নীরবে সহিব হেন ঘৃণ্য অপমান?
সহিবে এ সারা মণিপুর?
বুঝে দেখ' বীরাঙ্গনা, জগৎ হাসিবে,
হাসিবে গো প্রতিবাসী অনার্য্য-নাগেরা,
হাসিবে পাণ্ডব বীরবৃন্দ—
যদি মণিপুরী শিরে করি পদাঘাত
নিরাপদে চলে যায় পাণ্ডবের হয়।

চিত্রাঙ্গদা। তবে কি করিতে চাহ তুমি ?

বভ্রুবাহন। চাহি বীর গর্ব্ব রাখিবারে—চাহি
পার্থ পুত্র নহে কাপুরুষ—
এই পরিচয় প্রদানিতে।
শুন মাতা! পাণ্ডবের দর্প বিচূর্ণিতে
যজ্ঞাশ্ব ধরেছি আমি।
বুঝুক পাণ্ডব এবে,
পাণ্ডবের সমতুল কেন
পাণ্ডব হতেও শ্রেষ্ঠ বীর আছে এ ভারতে।

চিত্রাঙ্গদা সেকি ধরিয়াছ পিতার যজ্ঞের অশ্ব!
পিতৃদ্রোহীতা করিবে তুমি বভ্রুবাহন!
এত অকৃতজ্ঞ অনুদার তুমি ?
ছিঃ ছিঃ! পিতা পুত্রে চাহ রণ ?

বভ্রুবাহন আভিজাত্য রক্ষণ কারণ,
ত্রেতাযুগে লব কুশ সনে
বেধেছিল রণ পিতা রাঘবের।
সেইরূপ আজি পুনঃ বাধিবে
পিতা পুত্রে রণ যজ্ঞাশ্ব কারণ।

চিত্রাঙ্গদা। আজনম এত উপদেশ এত শিক্ষা
এত নীতি কথা শুনিলে
আমার পাশে, তার প্রতিক্রিয়া—

বভ্রুবাহন। এই—গৌরব বীরত্ব।
বীরব্রতী পুত্র তব রাখিবে গৌরব—
দেবে পিতৃ পরিচয় সমরক্ষেত্রে।

চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু বণিতার পাশে
পতি সর্ব্ব দেবতার সার,
ইহলোকে সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্ব ধর্ম্ম, গুরু, ইষ্ট।
অগতির গতি—পতি, পরলোকে—
পরিত্রাণে একমাত্র সহায় সতীর।
সেই পতি সনে যে সাধিবে বাদ,
হলেও সন্তান, শত্রু সে আমার
মুখদর্শনেও তার মহাপাপ।

বভ্রুবাহন। সত্য-ই কি তুমি দাও বাধা
বীরধর্ম্ম পালিতে তনয়ে?

চিত্রাঙ্গদা। সত্য যদি পিতৃসনে চাহ বিসম্বাদ,
তবে মণিপুর সীমা অতিক্রমি—
তাহা কর গে সাধন।
নহে ইহা পৈতৃক সম্পত্তি তব,
আমারি পিতার ত্যক্ত এই সিংহাসন।

বভ্রুবাহন। মাতা! পদে ধরি, উত্তেজনা ত্যজি
বুঝে দেখ,—ভেবে দেখ একবার!

চিত্রাঙ্গদা। অকৃতজ্ঞ! তুই—বুঝে দেখ, ভেবে দেখ—
পাণ্ডবের সহ রণে
এ যাবৎ কে কোথা জিনেছে?

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। পাণ্ডবই বা এ যাবত
কটা ন্যায় যুদ্ধ করেছে ভগিনী?

চিত্রাঙ্গদা। একি সপত্নী নাগিনী—তুমি কেন আসিয়াছ,
পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবারে পুত্রে ?

উলুপী। বীরের দুহিতা আমি,
মহাবীর ফাল্গুনী বনিতা,
মৃত বীর ইলাবন্ত-মাতা।
রাজার গৌরব—রাণীর মর্য্যাদা,
বীরের কর্ত্তব্য, দেশের সম্মান রক্ষা হেতু,
রক্ত কেতন হস্তেতে নগরীর
দ্বারে দ্বারে ভ্রমি উত্তেজিত করি জনগণে,
আসিয়াছি উত্তেজিতে বভ্রুবাহনে আবার।
আমিই নিমিত্তের কারণ
পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ধারণে,
বভ্রুবাহন উপলক্ষ্য মাত্র সতি !

চিত্রাঙ্গদা। কেন ? নিজ একমাত্র পুত্র মরিয়াছে বলি ?

উলুপী। ষাট, ষাট,—মরিবে কি
চির অক্ষয় অমর পুত্র
সম্মুখ সমরে মরি লভেছে অক্ষয় স্বর্গ !

চিত্রাঙ্গদা। নিজ পিতৃরাজ্যে যবে বীরদর্পে অশ্ব ভ্রমি
হইল বাহির, তখন কেন গো সতী
উত্তেজিত কর নাই পিতৃজ্ঞাতি জাতিরে আপন।

উলুপী। পিতৃ, জ্ঞাতি, জাতি নাগিনীর
অপমান নীরবে সহিল বলি
সহিবে বভ্রুবাহন—
সহিবে মণিপুরের বীরবৃন্দ ?

চিত্রাঙ্গদা। কেবা অশ্বের রক্ষক—কার এই অশ্ব
জান কি সন্ধান তার?

উলুপী। জানি, তোমার আমার ইষ্ট,
ইলাবন্ত বভ্রুবাহনের পিতা—
এই অশ্বের রক্ষকরূপে আগত হেথায়।

চিত্রাঙ্গদা। পার্থ কত বড় বীর, কত শক্তি ধরে
বুঝি নাহি জান তাহা তুমি?

উলুপী। জানি—শুনিয়াছি বীরত্ব কাহিনী।
পার্থের বীরত্ব যত
সকলি তো কৃষ্ণের সহায়ে।
সেই কৃষ্ণ-হীন পার্থে বিনাশিতে
নাহি হবে ক্লেশ।

চিত্রাঙ্গদা। যে রমণী নিজপুত্রে
পারে পাঠাইতে স্থির মৃত্যুক্ষেত্রে,
সে নির্দ্দয়া পতি-হত্যায় হবে উন্মত্তা—
নহে অসম্ভব কথা।
বভ্রুবাহন! যদ্যপি মাতৃপদে-কণামাত্র
ভক্তি থাকে তোর, তবে এই দণ্ডে
করযোড়ে গললগ্নী কৃতবাসে
মাগি ক্ষমা ফাল্গুনী সকাশে,
ফিরাইয়া দিবে যজ্ঞ তুরঙ্গম।

বভ্রুবাহন। তবে পদধুলি দাও মাতা!
পালিব আদেশ তব শিরে ধরি।

[প্রস্থান]

উলুপী। কাপুরুষ! এটুকু সাহস
তোর নাহিক অন্তরে?
আজি বীরত্বে কালিমা ঢালি
শত অপমান পদাঘাত সহি
রাখিলি জীবন, কাল যদি
কাল এসে করে আক্রমণ
কিসে পাবি নিস্তার তখন?
না—না, অকারণ উত্তেজনা।
ইলাবন্ত মৃত, এ প্রাচ্যের
মান, গর্ব্ব, বীরত্ব যা কিছু
সকলি তো তিরোহিত তাহার সহিত,
তবে কেন বৃথা করি উত্তেজনা!

সায়নাচার্য্যের প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। নহে বৃথা,
গঙ্গা—ব্রহ্ম—নারায়ণ
এ তিনের সকলে সমান।
সেই গঙ্গা পাশে দেছ প্রতিশ্রুতি,
পুত্র হস্তে মারিবে নিশ্চয়
যেই পিতা মারিয়াছে গঙ্গার নন্দনে।
চিত্রাঙ্গদা। তপোবনে—তপোবনে, ফিরে যাও যোগী।
হেথা কেন ঢালিতে অনল,
জাগাইতে উত্তেজনা এসেছ সন্ন্যাসী,
এক পুত্রহারা পাগলিনী পারা মা'র প্রাণে?

কেন চাহ মুছাতে সীমন্তের সিন্দুর ?
কেন চাহ সাজাইতে বৈধব্যের সাজে ?

সায়নাচার্য্য। পরিত্যক্তা যারা—তাহাদের
কি হেতু আশঙ্কা বৈধব্যে গো রাণী ?

চিত্রাঙ্গদা। সংসার জ্ঞানবিহীন কঠোর তাপস তুমি,
তুমি কি বুঝিবে বল' রমণীর মন ?
সাধ্বী রমণী সকাশে
পতি নহে শুধু বিলাস ভোগের।
পূজার মূরতি—ধ্যানের দেবতা।

সায়নাচার্য্য। পূজা ও ধ্যানের দেবতা যদি
তবে তার মান, গৌরব, বীরত্ব
যশখ্যাতি বর্দ্ধন নিয়ত
সেবিকার প্রধান কর্ত্তব্য।
পার্থ পুত্র নহে হেয় হীন,
নহে কাপুরুষ—দাও তার পরিচয়।
বিশ্ব মাঝে তবেই বাড়িবে স্বামীর গৌরব,
ঘোষিবে সবে অর্জ্জুন পুত্রের মহিমা।
ধর' রাজরাণী উলুপী, ব্রাহ্মণ আশীষের সনে
গঙ্গা দত্ত অমোঘ শায়ক।

উলুপী। কেন ?

সায়নাচার্য্য। বভ্রুবাহনের নির্ব্বাণোন্মুখ
উত্তেজনা—অনলেতে পুনরায়
কর গিয়া ফুৎকার প্রদান।
পিতা পুত্রে বাধুক সমর।

যদি দেখ' ফাল্গুনীর বাণে
পদে পদে বিপর্য্যস্ত মণিপুর-রাজ,
তখন দানিও এ ভয়ঙ্কর
গঙ্গাবাণ—সাক্ষাৎ শমন।

চিত্রাঙ্গদা। তারপর ?

সায়নাচার্য্য। তারপর—পিতা পুত্রে হইবে মিলন।

উলুপী। কেমনে সম্ভবে তাহা
পুনঃ ইহলোকে ?

সায়নাচার্য্য। তাই যদি নাহি হয়,
কিবা ক্ষতি তা'য় ?
পরলোকে হইবে মিলন।

উলুপী। সত্য, সে আমার একাকী সেথায়।
এতকাল ছিল মায়ের স্নেহের আড়ে
এইবার পিতৃস্নেহে হউক বর্দ্ধিত।
দাও—দাও গঙ্গাবাণ।

সায়নাচার্য্য। ধর যত্নে—পতিপ্রাণা,
বিনাশের হও গে কারণ।

উলুপী। ব্রহ্ম—আশীর্ব্বাদ ?

সায়নাচার্য্য। রহিল এ কমণ্ডলু মাঝে
অর্জ্জুনের তরে শুধু।

চিত্রাঙ্গদা। একি ষড়যন্ত্র—পত্নীর স্বামীর সংহারে
যোগায় ইন্ধন তাহে—স্বয়ং গুরু
না বুঝি কিবা হয় পরিণামে।

[প্রস্থান]

উলূপী। চল তবে রাক্ষসী অগ্রেতে
উত্তেজনা দীপ জ্বালি
অবসাদ—আঁধার বিনাশি ;
আমি যাব পদাঙ্ক মাত্র
অনুসরণে তোমার দ্বিজ।

সায়নাচার্য্য। তাই চল রাজ্ঞী—উত্তেজনার
অনল ঝলকে মজাইতে মণিপুর রাজ্য,
ক্ষিপ্ত করি বভ্রুবাহনে সাধ আপন কার্য্য।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির

অর্জ্জুনের প্রবেশ

ঐ বাজিল সমর ভেরী,
জানাইতে যোদ্ধৃগণে—
'হও রে প্রস্তুত—সমরের
নাহিক বিলম্ব আর।'
ধন্য বভ্রুবাহন সাহস শৌর্য্য তোর,
যথার্থই অর্জ্জুন নন্দন তুই।

যদি নিরাপদে মণিপুর অতিক্রমি
চলে যেত যজ্ঞাশ্ব মোদের,
সন্দেহ জাগিত প্রাণে জন্মেতে রে তোর।

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষকেতু। মণিপুররাজ, গললগ্নী কৃতবাসে
ধৃত অশ্ব ফিরাইয়া দিতে,
সমাগত শিবির দুয়ারে।

অর্জ্জুন। কে? মণিপুর-রাজ? সত্য?
বৎস! সত্যই কি ধৃত-অশ্ব
ফিরাইয়া দিতে সমাগত চিত্রাঙ্গদা সুত?
হয় না প্রত্যয়,
ক্ষত্রিয়ের রীতি এ তো নয়,
অনুমান হয়—শুনিবার
ভুল তব হয়েছে ধীমান্!

বৃষকেতু। নহে ভুল।
প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিদূরিত
হবে দেব সংশয় তোমার।

অর্জ্জুন। বীরগর্ব্বে যজ্ঞাশ্ব ধরিয়ে,
কাপুরুষ সম যেই মূঢ়
ফিরাইয়া দিতে আসে পুনঃ—
অর্জ্জুন ঔরসে তার জন্ম নহে কদাচন।
ভাল, লয়ে এস তারে মম পাশে—

[বৃষকেতুর প্রস্থান]

অর্জ্জুন। কতই গৌরব জেগেছিল
মনে, প্রাণে তনয়ের শৌর্য্যে-বীর্য্যে।
যজ্ঞাশ্ব ধারণ করি ভয়ে প্রত্যর্পণ
এই আচরণ নহে মম পুত্র যোগ্য।

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। তুমি ?—তু—মি !
। তু—মি !
বভ্রুবাহন অপূর্ব্ব সুন্দর তুমি !
অর্জ্জুন। [স্বগত] ইলাবন্ত—অভিমন্যু—
আর এ বভ্রুবাহন কারে রেখে
কাহার সৌন্দর্য্য ভাবি ?
বভ্রুবাহন। ধ্যানের দেবতা, জাগ্রতে মোহন,
নিদ্রায় স্বপন মনোরম,
নিয়ত আরাধ্য তুমি—চিরপূজ্য জন্মদাতা
ওগো পার্থ মহাশয়
এই হতভাগ্য বভ্রুবাহনের—
লহ শতকোটী ভকতি প্রণাম।
[প্রণাম করণ]
অর্জ্জুন। কহ কি উদ্দেশ্যে
রণ সূচনা মূহুর্ত্তে তুমি
অরাতি শিবিরে মণিপুর-রাজ ?
বভ্রুবাহন। মণিপুর-রাজ ! একি সম্বোধন !
পিতা, পুত্রে ডাকে রাজ পদবীতে ?

অর্জ্জুন। কহ আগমন উদ্দেশ্য তোমার ?
কিবা হেতু আসিয়াছ মম পাশে ?

বভ্রুবাহন। অপরের উত্তেজনা হেতু—
বয়সোচিত ঔদ্ধত্যে পুত্র হয়ে
পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ধারণে
হয়েছিনু বাদী জনকের।

অর্জ্জুন। জনকের !

বভ্রুবাহন। অনুতপ্ত হয়ে, তাই ফিরে দিতে হয়
গললগ্নী-কৃতবাসে উপনীত আমি।
ক্ষমা কর তনয়ের শত অপরাধ।

অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের পুত্র কভু নাহি হয় তোর সম ভীরু।
অর্জ্জুনের পুত্র ছিল বীর অভিমন্যু,
আর ছিল ইলাবন্ত বীর,
নিঃসন্তান অর্জ্জুন এখন।

বভ্রুবাহন। একি কথা কহ পিতা ?

[পদতলে পতন]

অর্জ্জুন। না-না, নহি পিতা আমি তোর।
সত্য যদি হতিস রে অর্জ্জুন নন্দন,
শৌর্য্য বীর্য্যে ধরেছিলি
যজ্ঞাশ্ব যেমন পাণ্ডবের,
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সাধন,
সেই দম্ভ তেমন অটুট রাখি
করিতিস রাজ্য সিংহাসন,
আপন জীবন পণ।

হেনভাবে গললগ্নী কৃতবাসে
অরাতির পদলেহনেতে
ফিরাইয়া দিতে যজ্ঞ-হয়
উপস্থিত না হতিস কভু !
দূর হ'রে শিবির হইতে ত্বরা,
নহে এই দণ্ডে পদাঘাতে করে দিব দূর ।

বভ্রুবাহন । কি—এতদূর !

অর্জ্জুন । ক্ষত্রিয় সন্তান শৌর্য্য বীর্য্যে
দেয় সদা জন্ম পরিচয় ।
যা' দূর হ'রে ভীরু কাপুরুষ ।
কেবা জন্মদাতা শুধাগেরে আগে
অসতী মাতারে তোর ।

বভ্রুবাহন । সাবধান পিতা !
পুত্র হয়ে কতক্ষণ সহিব
হেন অপমান জননীর ?

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী । কেন বা সহিবে ? মৃত্যু মাত্র একবার ।
কহ পুত্র জীবন কোথায় তার
ঘৃণ্য অপবাদ ভার শিয়রে যাহার ?

বভ্রুবাহন । মা—মা !—নির্ব্বাণ ক'রনা
জ্বালাইয়া রাখ দীপ্ততেজে
এইরূপ উত্তেজনা অনল শিখা তোমার—
বভ্রুবাহন নয়ন সম্মুখে ।

ওঃ যেন বিশ্বভরা ঘোর অন্ধকার
আবরিয়া ধরা বিঘুর্ণিত করিছে আমারে
দেহ ভার না বহে চরণ আর।

[পতন]

উলুপী। এই ঘৃণ্য পিতৃ ব্যবহার
উপযুক্ত প্রতিশোধ লহ তার।
উঠে আয়—সোজা ভাবে দাঁড়ারে আবার,
ফিরাইয়া নিয়ে চল যজ্ঞাশ্ব মহাদর্পে।
যতক্ষণ থাকিবে জীবন
যতক্ষণ মণিপুর না হবে শ্মশান
যতক্ষণ একজনও রহিবে জীবিত
পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব রক্ষণে,
ততক্ষণ সমরে বিরত না হইবি
নাহি ফিরে দিবি পাণ্ডবের যজ্ঞবাজী।

বভ্রুবাহন। মা—মা—

অর্জ্জুন। একি তুমি উলুপী—উলুপী!

উলুপী। পরিচয় প্রদানের নাহি অবসর—
আসি নাই স্বামীর সোহাগ হেতু!
আসি নাই স্মৃতিপথে
জাগাতে আমার কথা।
বভ্রুবাহন—ত্বরায় ত্যজ পাণ্ডব শিবির।

বভ্রুবাহন। পদধুলি দেমা জননী,
অপহৃত উত্তেজনা আন মাগো
ফিরাইয়া পুনরায় পুত্র বক্ষে!

অর্জ্জুন। উলুপী—নাগিনী উলুপী।
বিদ্রোহীতা কর গিয়ে শিবির বাহিরে।

উলুপী। উঠে আয় ত্বরা পার্থের নন্দন,
সতী চিত্রাঙ্গদা গর্ভজাত পুত্র,
ঘোড়া লয়ে চল রাজপুরে ফিরে।
বাজা, বাজারে আবার রণভেরী
মহাকালে করি আবাহন।
রক্তস্রোতে ভেসে যাক্ ধরা।
উলুপীর পুত্র আর নাই।
অর্জ্জুনের অভিমন্যু, ইলাবন্ত গেছে,
বভ্রুবাহন, এখনও রয়েছে সেও যাক্,
সন্তান শোকের যাতনা কেমন মর্ম্মে মর্ম্মে
উপলব্ধি করাইতে তাহা ধনঞ্জয়ে
উঠে আয় গর্ব্বের তনয়।

অর্জ্জুন। ওঠ্—ওঠ্—তাই ওঠ্!
সত্য যদি ক্ষত্ররক্ত কণা
থাকে তোর দেহে,
তবে উঠিয়া দাঁড়াবি, শৌর্য্য বীর্য্যে
অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে।

বভ্রুবাহন। তবে পিতা—

অর্জ্জুন। পুনরায় পিতৃ সম্বোধন!
শৌর্য্য বীর্য্যে পারিস যদ্যপি
পুত্রযোগ্য পরিচয় প্রদানিতে,
তবেই করিবি পিতৃ সম্বোধন।

বভ্রুবাহন। তবে—তবে, শোন পার্থ!
বভ্রুবাহন শৌর্য্য বীর্য্যেই তবে—
দিবে নিজ জন্ম পরিচয়।
যদি নাহি পারি এ সমরে
পাণ্ডবের দর্প বিচূর্ণিতে,
যদি নাহি পারি তোমারে শোয়াতে
মরণের কোলে সব্যসাচী,
তবে সত্য আমি জন্মি নাই
অর্জ্জুন ঔরসে—সতী সাধ্বী
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে সুনিশ্চয়।

[উলুপী সহ সদর্পে প্রস্থান]

অর্জ্জুন। তাই দে'—তাই দে' রে প্রমাণ,
ঘুচুক জগতের সন্দেহ,
চিত্রাঙ্গদার পবিত্র চরিত্রের পরিচয়—
উঠুক বিমল আলোকে ত্বরায় ফুটি।

[প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীতীর

নৃত্যগীত সহ কুহকিনীগণের প্রবেশ

গীত

ভোরের কুসুম তুলে বঁধু
গেঁথেছি যে মালা।
পরিয়ে দেব কণ্ঠে তোমার
আমরা যতেক বালা॥
মালার ফুলে রঙ ধরেছে
গন্ধেতে তার দিক ভরেছে
বিরহে যার মন পুড়েছে
নিভবে তারই জ্বালা।
প্রীতি দিয়ে গাঁথা এ যে
প্রণয় কুসুম হার,
ভুলিয়ে দেবে সকল বেদন
কণ্ঠে রবে যার,
যতন করে পর বঁধু
প্রেম-মণি-হার-মালা॥

অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। দূর দূর—কুহকিনী সর্ব্বনাশীরা! প্রেম-মণিহার-মালা—না 'প্রেম-মণিহাড়-মালা'। গলায় পরলে হয়তো অন্য সব জ্বালা যন্ত্রণা দূর হবে কিন্তু ইলাবন্ত—আমার ইলুর শোকের জ্বালা কিসে যায়?

কুহকিনীগণের পুনরায় গীত

জ্যোৎস্না বঁধুর ঘোমটা খুলে
চুরি করে হাসি—
মোরা সঙ্গে নিয়ে আসি।
কদমতলায় কেয়াবনে
আমরা বেড়াই নিরজনে
কখন' বা আপন মনে
ফুটাই কুসুম রাশি।
নদীর জলে আমরা তুলি
কল্ কল্ তান,
কাকলীর ওই কণ্ঠ সুরে
বাজে মোদের গান,
প্রণয়ীদের শিখাই মোরা
ভালবাসা-বাসি।

[সকলের প্রস্থান]

অনন্ত। এঁ্যা—এঁ্যা? কোথায় উধাও হলি? এ মরণের-দুয়ারে দাঁড়ানো বুড়োর প্রাণে আবার যোয়ানকালের ক্ষমতা—আশা—তেজ ঢেলে দিয়ে পালালি কেন? বলে গেলি—ভালবাসা-বাসি শেখাস্ তোরা প্রণয়ীদের। কিন্তু আমার কি দরদ তাতে? আমার প্রণয়ী কোথায়? ইলু ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে—আমার প্রণয় আর কে চায়?

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। মাতামহ আমি।

অনন্ত। কে—কে? ওলো কুহকীরা, সত্যই কি যা হবার নয়

তাই করে গেলি? বুড়োর ওপর দয়ায়—যমের বাড়ী থেকে মরা ইলুকে বাঁচিয়ে আমায় দিয়ে গেলি?

বভ্রুবাহন। নহি আমি ইলাবন্ত তব মাতামহ!

অনন্ত। ইলাবন্ত নোস্? তবে? তবে?
মাতামহ বলি ডাকিবে আমারে
এ বিশ্বেতে আর কেবা আছে মোর?

বভ্রুবাহন। আমি মণিপুর রাজ—
আমি আছি মাতামহ—সেবক তোমার।

[পদতলে উপবেশন]

অনন্ত। কে চিরভক্ত বভ্রুবাহন? আয়—আয় ভাই, পায়ের তলায় কেন—বুকে উঠে আয়।

[বক্ষে ধারণ]

অনন্ত। আহা—হা! সত্যি, ইলু নেই, তুই যে এখন' আছিস্, তোর দাবীও যে অনেক—এই শোকতাপে ভেঙে পড়া বুকের মাঝে।

বভ্রুবাহন। সেই দাবী আদায়ের হেতু
তোমার করুণা দ্বারে ভিখারী যে আজ।

অনন্ত। মণিপুরের নৃপতি তুই,
নাগরাজার দৌহিত্র তুই,
তুই ভিখারী কিসের ভাই?

বভ্রুবাহন। সারা নাগজাতি সনে চাহি
সাহায্য তোমার দাদা!

অনন্ত। সাহার্য্য?

বভ্রুবাহন। হাঁ মাতামহ! ধরি বজ্র হয় পুনঃ
মাতৃ-আদেশেতে

যাই যবে প্রত্যপণ হেতু পার্থ পাশে,
সেইকালে কহে পার্থ—
জারজ বলিয়া আমারে সম্বোধন।
তাই পুনরায় ধরিয়াছি আমি
পাণ্ডবের যজ্ঞ হয়!
কহ—কহ মাতামহ
জারজ আখ্যান কেমনে নীরবে সহিব?

অনন্ত। উঃ—বলিস্ নি ভাই—
বলিস্ নি আর ও কথা;
ঠাণ্ডা রক্ত তপ্ত ধারায় বহে যাবে শিরায়।

বভ্রুবাহন। এবে মণিপুরী সনে
পাণ্ডবের বেধেছে সমর ঘোর।

অনন্ত। আশীর্ব্বাদ করি—জয়লক্ষ্মী
জয়মাল্য কণ্ঠে তোরে দিবে পরাইয়া।

বভ্রুবাহন। শুধু আশীর্ব্বাদ?

অনন্ত। তবে?

বভ্রুবাহন। ধরিয়াছি পাণ্ডবের অশ্ব
একমাত্র নাগজাতির আশায়।
কর আজ্ঞা সারা নাগবাহিনীরে তব
প্রতিবাসী মণিপুরের হতে সহায়,
নতুবা মণিপুর গৌরব যে চিরতরে
ডুবিবে আঁধার গর্ভে!

অনন্ত। এই বুড়ো বয়সে আবার? না—না—অথর্ব্ব—অক্ষম আমি—

বভ্রুবাহন। তথাপি এখন'—
মহা শক্তিধর তুমি নাগরাজ।
ভেবে দেখ একবার—
ইলাবন্ত মৃত্যুর কারণ এক মাত্র ধনঞ্জয়।

অনন্ত। সত্য—সত্য, বাপের সামনে বেটা যুদ্ধে মলে দায়ীত্বটা বাপেরই তো বটে

বভ্রুবাহন। কর'না বিলম্ব আর।
এস, ত্বরা করি হও সাথী,
পদে ধরি কর'না বিলম্ব আর,
ভেরীনাদে সমবেত কর'
যত বাহিনী তোমার।

অনন্ত। চ'—চ'—তাই চ', ইলু নেই, সত্যিই তো তুই আছিস্, তোর আব্দার যে রাখতেই হবে।

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। তার আগে আমায় দিতে হবে তোমার ঐ গলায় বাঁধা মণি সঞ্জীবনী।

অনন্ত। কেন ?

উলুপী। এ ভয়ঙ্কর রণে মরণের ভীষণ খেলা চল্‌বে, বাঁচাতে হবে।

অনন্ত। আমি যে এ লড়ায়ের সেনাপতি হব—সবার আগে থাক্‌বো, ভগবান্ না করুন বভ্রুবাহনকে যদি বাঁচাবার দরকার হয়—আমি কি বাঁচাতে পারবো না ?

উলুপী। না—না, তুমি তা বুঝবে না। মণি আমায় দাও, ভিক্ষা দাও।

অনন্ত। একদিন তো এ মণি হেলায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিলি—মরণের কোলে ছেলেকে ঠেলে পাঠিয়েছিলি তবু গলায় বেঁধে দিতে দিলিনি রাক্ষসী।

উলুপী। তার জন্য অনুতাপ কর্‌ছি!

অনন্ত। ইলু—আরে মল'—এই-এই-বভ্রু—

বভ্রুবাহন। কেন দাদা?

অনন্ত। মণি দেব?

বভ্রুবাহন। এই দণ্ডে।

অনন্ত। তবে এই নে—না—না দাঁড়া!

উলুপী। পুনরায় সন্দেহ বার্দ্ধক্যে?

অনন্ত। না—না সন্দেহ নয়, জিজ্ঞাসা করে দেওয়া ভাল—কি বল্ ইলু—না—না—আরে ম'ল—কি—

বভ্রুবাহন। দাদা—আমি বভ্রু।

অনন্ত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বভ্রু—বাঃ কি সুন্দর নাম বভ্রু। কি বল্ বভ্রু?

বভ্রুবাহন। কি দাদা?

অনন্ত। তা'হলে মণি-দেবো?

বভ্রুবাহন। দিয়ে দাও—দিয়ে দাও
মাতামহ—চরম প্রার্থনা,
প্রতিবাদ কিছু যে চলে না।

অনন্ত। তবে এই নে—[মণি দান]

উলুপী। জয় হোক্ তোমার। বিধাতার কৃপায় অক্ষুণ্ণ পরমায়ু হোক্ তোমার।

[মহানন্দে প্রস্থান]

বভ্রুবাহন। তবে এইবার—

অনন্ত। হ্যাঁ এইবার—ওরে কে আছিস্—সমরভেরী বাজা—বুড়োর প্রাণ তাজা করতে সমরভেরী বাজাত। ইলু—না-না, বভ্রু আয়: তবে আয়—আজ আবার নবীনের উৎসাহে সমর সাজে সাজিগে চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

[নেপথ্যে ভেরীনাদ ও কোলাহল]

সায়নাচার্য্যের প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। ওই—ওই বাধিল সমর ঘোর।
তুমুল সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত
মণিপুর সেনাপতি,
কেহ নাই সাহায্যে তাহার।
তবে কি সত্যই পাণ্ডব করে
মণিপুর স্মৃতি সনে
লুপ্ত হবে মণিপুর-রাজ?

কোথা গঙ্গে—কোথায় নাগিনী
এ সময়ে কোথা উভয়েতে ?

[প্রস্থান]

সমরজিতের প্রবেশ

সমরজিত। পরাজিত হয় বুঝি মণিপুর সৈন্যদল !
বৃষকেতুসহ রণে নিরস্ত্র হইয়া,
পলায়নে রক্ষিতে হইল প্রাণ।

নাসা কর্ণ ছেদিত—রক্তাক্ত দেহে রঙ্গরাজের প্রবেশ

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা, আপনার তো তবু প্রাণটা আপাততঃ রক্ষিত হলো—কিন্তু আমার একেবারেই অরক্ষিত মোদ্দা কথা। বৃষকেতুটা একেবারে ড্যাং পিটে—অবলা আমি—তবু শুনলে না, মোদ্দা কথা—সদর্পে পালাচ্ছিলুম, তবুও নাকটা কানটায় দিলে কোপ—মোদ্দা কথা—কর্ণের বেটা—একেবারে যমের দোসর—আপনার প্রাণটা রক্ষিত যদি করতে চান—তবে মোদ্দা কথা—ভোঁ-দৌড় দিন।

সমরজিৎ। ধিক তোরে ভীরু
না পালায়ে যদি তিলমাত্র
হতিস সহায় আমার—তাহলে
বৃষকেতু হস্তে হই লাঞ্ছিত এমন ?
পরাজিত করি কাড়ি লয়
অস্ত্র মোর - কর্ণের-নন্দন ?
ওঃ—এ হেন পরাজয়
বাজ সম বাজে বুকে—
এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।

রঙ্গরাজ। মোদ্দা কথা, তারও আর অধিক বিলম্ব নেই। আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তারপর আপনিও আসুন—যমের ভবন পবিত্র করবেন চলুন। মোদ্দা কথা—এখানে মাটী নেওয়া হবে না; দু-পায়ে সবাই মিলে মৃত দেহটা ডলবে—মোদ্দা কথা সেটা হবে না। তাই গঙ্গার তীরে চল্লুম গড়াতে গড়াতে। আপনিও শিগগীর করে আসুন মোদ্দা কথা।

[প্রস্থান]

সমরজিৎ। সত্যই কি সহিতে হইবে
এই অপমান—নীরব নির্ব্বাকে ?
নাহি আশা—নাহি জয় ?
তাই যদি, তবে মরিব সমরে
বীরত্বের দীপ্ত জয় ভালে।
পরি যশোমালা শুইব সমরাঙ্গনে।
এখনও পাই যদি অস্ত্র একখানি,
দয়া করে কেহ যদি দেয় তরবারী—
এখন' পাণ্ডবে দেখাইতে পারি পরাক্রম।
কে আছ বান্ধব—কে আছ সুহৃদ
সর্ব্বস্বের বিনিময়ে মোর
দয়া করে দাও একখানি অসি।

অস্ত্র হস্তে উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। নহে বিনিময়ে, ন্যায্য অধিকারে।
ধর অস্ত্র বীর চূড়ামণি। [অস্ত্রদান]

যাও ধ্বংস কর পাণ্ডববাহিনী,
বীর তুমি রাখ বীরপণ।

[প্রস্থান]

সমরজিৎ। এইবার—এইবার এস ধনঞ্জয়,
এস বৃষকেতু দেখি কত শক্তিধর তুমি।

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষকেতু। এখনও মিটে নাই সমরের আশা ?
নির্লজ্জ পামর !
হইয়া লাঞ্ছিত পরাজিত
তবু চাহ মোর সহ রণ ?
উত্তম, মৃত্যুরে বরি—
মিটাও সমর সাধ।

[উভয়ের যুদ্ধ]

সমরজিৎ। কে আছ কোথায়—
শীঘ্র এস সাহায্যে আমার।
[অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল]

বৃষকেতু। বল, পাপী কাপুরুষ,
কি ভাবে মরিবি তুই
বীরের কবলে ? কোন্
অঙ্গ ছেদিব সর্ব্বাগ্রে ?

সমরজিৎ। কে আছ সুহৃৎ রক্ষা কর
যায় প্রাণ মোর শত্রু হস্তে।
কেহ নাই—কেহ নাই ?

সত্যই কি সাহায্য করিতে
একজনও নাহি কেহ ?

[ভূ-পতন]

সমরজিতের বক্ষে বসিয়া বৃষকেতু হত্যায় উদ্যত,
পশ্চাৎ হইতে তাহাকে বাণ মারিয়া
অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। নিশ্চয়ই আছে।

বৃষকেতু। [ক্ষিপ্রবেগে দণ্ডায়মান হইয়া] কে রে ? ওঃ,
অসভ্য অনার্য্য নাগরাজ বিনা
হেন বর্ব্বরতা শোভে না অন্যের।
গুপ্তভাবে পৃষ্ঠদেশে শরের সন্ধান
বীরত্বের নিকৃষ্ট প্রমাণ তব নাগরাজ !

অনন্ত। আরে রেখে দে তোর কেষ্ট ইষ্ট। আমিও তার কুহকে এতদিন মজে ভেড়া বনে গিয়েছিলুম। কিরে পালোয়ান ? উঠে লড়বার ক্ষমতা না থাকে, এইবেলা প্রাণ নিয়ে সরে পড়্। নিজের তাঁবুতে যা'। যা'—যা', আমি আছি ভয় নেই—যা'।

সমরজিৎ। কোথা যাব—কেমনেতে যাব ?

বৃষকেতু। ভয় নেই নাগরাজ,
পলাতক বিপর্য্যস্ত আহত
রিপুরে কভু সভ্য আর্য্য
করে না প্রহার।

সমরজিৎ। কোথা যাব ? কেমনেতে যাব ?
থরথরে কাঁপে সারা অঙ্গ

শোণিত নিঃশেষ প্রায়,
দেহভার বুঝি আর বহে না চরণ,
অন্ধকারে বিঘূর্ণিত যেন
বিশ্ব সংসার—ওঃ—

[পতনোন্মুখ অবস্থায় প্রস্থান]

অনন্ত। আরে ছো-ছো, বীরের বেটা বীর—ছো, পালাবার ক্ষমতাটাও হারিয়েছিস্? শুকনো কাঠের মত আছাড় খেয়ে পড়লি—আরে ছো এই দাপটে মণিপুরের সেনাপতি হয়েছিলি—আরে ছো ছো।

বৃষকেতু। বীরবর! এস দেখি
কত শক্তি বাহুতে বা তব?
লভিয়াছি কিছু পরিচয়
পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ কালে।
এইবার বাকীটুকু দেখিতে বাসনা;
ধর অস্ত্র সম্মুখ সমরে।

অনন্ত। আরে ছোঃ! তুই আমার নাতি ইলুর বয়েসী, তোর সঙ্গে লড়ে মান নষ্ট করে সারা নাগজাতির মুখ পুড়ুতে পারবো না। বল্ তোদের সর্দ্দার কোথায়—অর্জ্জুন কোথায়?

বৃষকেতু। আগে দাও কিছু পরিচয়
সেবক সান্নিধ্যে তবে
পাবে দেখা নেতা পাণ্ডবের।

অনন্ত। আরে ছোঃ! দেখে এলুম তো পালোয়ানী সবার। দত্যি অনুশাব, রাজা হংসধ্বজ, নীলধ্বজ রায় সব এই বুড়োর বাণের চমকে চমক খেয়ে পালালো—দুধের ছোঁড়া তুই—তোর সঙ্গে লড়বো কি?

বৃষকেতু। রাখ বাচালতা

নহে অচিরে শোয়াব' তোমা
গতায়ু পরাণ সেনাপতি পাশে।

অনন্ত। যা-যা ছোঁড়া—পথ ছাড়্, আমি অর্জ্জুনের পালোয়ানী দেখতে চাই, আমার ইলুর ঘাতককে চাই—ইলাবন্ত মরার প্রতিশোধ নিতে চাই—পথ ছাড়্।

বৃষকেতু। সাবধান!
রবে না সম্মান আর!
পিতৃব্যের পূজণীয় শ্বশুর যে তুমি,
মৃত ভাই ইলাবন্ত মাতামহ,
মোরও পাশে সদা সম্মানীয়
তাই এতক্ষণ রাখিতেছি মান।
নতুবা রে অসভ্য অনার্য্য
কোন্‌কালে পাঠাতেম শমন ভবনে।

অনন্ত। কিরে ছোঁড়া এত স্পর্দ্ধা?

বৃষকেতু। কথা পরে, এবে অস্ত্র—অস্ত্র ধর'
পশ্চাৎ হইতে করিয়াছ আক্রমণ ভীরু,
অম্লানে সহেছি—শুধু
ভক্তির—সম্পর্কে,
আর না সহিব,
ধর্ অস্ত্র—অস্ত্র ধর্,
নহে নিরস্ত্রে মরিবে সুনিশ্চয়
বৃষকেতুর সুতীক্ষ্ন শরে।

অনন্ত। তবে দেখে নেরে ছোঁড়া বুড়োর শক্তিটা একবার।

[উভয়ের যুদ্ধ]

বৃষকেতু। সাবধান! ক্রমশ আসন্নকাল
সমাগত সম্মুখে তোমার।
আক্রমণ ত্যজি—আত্মরক্ষা
কর' সাবধানে বৃদ্ধ নাগরাজ!

অনন্ত। তাইতো এ-যে ভয়ানক ক্ষমতা! কে এ? ছুনিয়া যার বীরত্বে কাঁপে—তারে হারায় কে এ রে? কোথা ভাই ইলু—না না—কোথা ভাই বভ্রু, ক্ষান্ত দে নইলে কারও রেহাই নেই, ঘোড়া ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে—

[পলায়নোদ্যোগ—বৃষকেতুর পথরোধকরণ]

বৃষকেতু। কোথায় পলায়ে
মৃত্যুহস্তে লভিবে নিস্তার?
পশ্চাত হইতে অকস্মাৎ
করেছিলে আক্রমণ মোরে
লব প্রতিশোধ তার
প্রেরি তোমা শমন সদনে।

[যুদ্ধমান অবস্থায় উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থলের অপরাংশ

গীতকণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের প্রবেশ

গীত

কৃষ্ণ— এমন সোণার প্রেমের জগতে
পরকে আপন করতে রে মন
আমরা বেড়াই অজ্ঞাতে।
রাধা— সবার হিয়াতে
ওরে অতি গোপনে
আমরা বসে দিবা রাতি
প্রেমের সন্ধানে
বুঝে তা মনে অতি নিরজনে
শান্ত হ'না দান্ত রণেতে।
কৃষ্ণ— ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত
জ্ঞানহারা নিতান্ত,
কান্ত যে একান্তে
তোদের চরম অন্তে
চাইছে প্রেমের তৃপ্তি দিতে।
রাধা— যুগল মুরতি
ধরে বেড়াই নীতি
ওত প্রোত সম প্রীতি
বিলাই সম্প্রতি
মুদলে নয়ন পাবি দেখিতে।

[উভয়ের প্রস্থান]

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। কে তোমরা উত্তেজনা নাশে
অবসাদ গীতি গাহি ভ্রমি রণাঙ্গণে
তপ্তরক্ত করিছ শীতল ?
একি ! কি কারণে থেমে গেল
বীর-হৃদি-উন্মাদন রণবাদ্য সহসা এমন ?
তবে যথার্থ কি বৃষকেতু শরে
মণিপুর বাহুবল
সেনাপতি হইয়া নিহত
'বীর' শব্দ ধুয়ে মুছে
নিয়ে গেল শমন ভবনে ?
অনুমান বুঝি বা শায়িত
মণিপুর সেনাপতি সমরজিৎ সমরক্ষেত্রে,
কিম্বা পরাজিত ছত্রভঙ্গ
মণিপুর আর নাগ-সৈন্য যত !

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। নহে অনুমান, কর্ম্মক্ষেত্রে
চিন্তা তব মূর্ত্তিময়ী বীর ?
বভ্রুবাহন। এস—এস জনক আমার
জগত-বিস্ময়কর পিতা পুত্রে
বাধুক সমর মৃত্যুরে করিয়া পণ।
অর্জ্জুন। নহেক' সমর ইহা, জন্ম পরিচয়।

বভ্রুবাহন। এততেও পাও নাই
বীরত্বের পরিচয় মোর?
বুঝ নাই কেবা জনক আমার?
সকলি নিঃশেষ,
তথাপি—একাকী
এখনও সমদর্পে সম্মুখ সমরে
অচল—অটল!
তবু পাও নাই পরিচয়?
তবু বলিবে আমারে নাহি তব পুত্র?

অর্জ্জুন। অভিমন্যু সনে ইলাবন্ত মরণেতে
অর্জ্জুনের হৃদি হতে
বাৎসল্য স্নেহ অন্তর্হিত।
তথাপি উদ্ধত যুবক,
এখনও কহি তোরে
কেন অকাল মরণে দিবি আলিঙ্গন?
ফিরে যারে দুখিনীর ধন—
মায়ের অঞ্চলে পুনঃ।

বভ্রুবাহন। ফিরে যাব? ফিরে যাব!
নাহি দিয়ে শৌর্য্য বীর্য্যে জন্ম পরিচয়?

অর্জ্জুন। থাক্ জন্ম এইরূপ প্রহেলিকা ভরা,
চিরকাল উলুপীর মত অবিরল
কাঁদাস নিকো একমাত্র পুত্রের মায়েরে।

বভ্রুবাহন। নীতি কথা শুনিবারে
না চাহি পার্থ ধুরন্ধর।

পিতা-পুত্র পরিচয় পরে—
যবে পুত্র বলি
দিবে উপদেশ পিতৃজ্ঞানে তুমি।
সেইকালে শুনিব তোমার নীতি-কথা—
পালিব আদেশ—শিরে ধরি
এবে শত্রুরূপে আসিয়াছ তুমি
এবে মৃত্যু ইচ্ছায় আমার
ধরিয়াছ অস্ত্র তুমি
এখন চরম আসন্ন সময়
উভয়ের সম্মুখীন।
ধর' তব গাণ্ডীব গাণ্ডীবি!

অর্জ্জুন। কেন প্রাণ হারাবি যুবক?
গাণ্ডীব টঙ্কারে মূর্চ্ছিত যতেক বীরবৃন্দ,
শরাঘাতে টলে বসুন্ধরা,
মম বাণে কেবা পেয়েছে নিস্তার?

বভ্রুবাহন। রাখ বৃথা বাক্য-আড়ম্বর,
ধর অস্ত্র পার্থ,
শৌর্য্য-বীর্য্যে লহ মোর
জন্ম পরিচয়।

[মুহুর্মুহু গাণ্ডীবে বাণ বরিষণ]

অর্জ্জুন। বুঝিলাম—যথার্থই তুই
ইলাবন্ত প্রতিবাসী রাজা!
সারা মণিপুরে কিছু শক্তি

ধরিস রে তুই! ব্রহ্মা পুরন্দর
হ'তে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি
কেহ কভু পারে নাই গাণ্ডীবে কাঁপাতে,
তোর শরে হস্তদ্বয় কেঁপেছে আমার।

বভ্রুবাহন। তবু এখনও চিরপূজ্যা
জননীর পদস্মরি যুড়ি নাই বাণ।
এখনও পার্থ জনকের
সুপবিত্র নাম লয়ে
দিই নাই ধনুকে টঙ্কার।

অর্জ্জুন। তবে এইবার হোক্
অবসান সর্ব্ব আশা তোর।

[উভয়ের যুদ্ধ]

শৌর্য্য বীর্য্য বিকম্পনে ওরে যুবা
কাঁপে তোর জন্ম-পরিচয়।
সাহসের ভরে সম্মুখ সমরে দাঁড়া,
নতুবা চিরকাল কলঙ্কিনী
রহিবে যে জননী রে তোর।

[ক্রমশঃ তূণ বাণশূন্য হওয়ায় বভ্রুবাহনের পশ্চাৎ অপসারণ]

অর্জ্জুন। প্রাণ ভয়ে পলাইয়া
ওরে যুবা, দিওনা ঢালিয়া
মাতৃশিরে কলঙ্ক কালিমা।

বভ্রুবাহন। নহে ভয়ে,
শর শূন্য তূণ মোর, তাই পশ্চাৎ গমন—
শিবির হইতে শর আহরণ হেতু।

অর্জ্জুন। সে অবসর বৈরী কভু
দেয় কি বৈরীরে?

[যুদ্ধ—বভ্রুবাহনের অবসন্ন ভাব]

বভ্রুবাহন। শর—শর কিছু শর,
কে আছ গো, কতিপয় শর দাও
শূন্য তূণে মোর! একি!
ছিন্ন হল ধনুর্গুণ? কে আছ
সুহৃৎ, হয় ধনু নয় অসি
দয়া ক'রে দাও মোরে ত্বরা
পাণ্ডবের দর্প চূর্ণ হেতু!

অর্জ্জুন। ভিখারীর মত চীৎকারে
কাঁপাইয়ে গগন ভুবন—
যাজ্ঞা কর এই ভাবে মণি-পুররাজ,
দিনু অবসর, নিরস্ত্র রিপুরে
পাণ্ডব না করে আক্রমণ।

[প্রস্থান]

বভ্রুবাহন। অস্ত্র—অস্ত্র—
একখানি তরবারি কিংবা ধনুর্ব্বাণ
রাজ্য বিনিময়ে দাও আয়ুধ আমায়।

আহত—রক্তাক্ত অনন্তের অতি কষ্টে
ধীরে ধীরে প্রবেশ

অনন্ত। এই নে—এই নে ভাই—

[অস্ত্র দান]

বভ্রুবাহন মাতামহ—নাগরাজ তুমি!
তুমি নিজের অস্ত্র করিলে দান?—
না—না, নিরস্ত্র রহিয়া তুমি
কেমনে রাখিবে নিজ প্রাণ
শত্রুর কবলে?

অনন্ত। বৃষকেতুর শরাঘাতে জর্জ্জরিত আমার সারা অঙ্গ, আমার আর বাঁচবার আশা নেই—কোন' শক্তি নেই দাঁড়াবার। তোর কাতর চীৎকারে 'অনেক কষ্টে এতদূর এসেছি—আর বুঝি পারি না ইলু—ভাই, এসেছিস; নিতে আয়—আয়' বুকে আয়।

[ভূ-পতন]

বভ্রুবাহন। [অনন্তের শির কোলে লইয়া] মাতামহ—মাতামহ।

অনন্ত। ইলু—বড় সাধের ভাই আমার, ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালাবি? আমিও চল্লুম তোর কাছে—তুই যে সেখানে একা আছিস। ইলু—ইলু—ইলু আমার।

[পতনোন্মুখ অবস্থায় প্রস্থান]

বভ্রুবাহন। শোকে তাপে অবসাদগ্রস্থ,
শত্রু শরে জর্জ্জরিত,
দৌহিত্রের বিয়োগ ব্যথায়
জীবন্মৃত বৃদ্ধ নাগরাজ
ধীরে ধীরে হলে অস্তমিত?
মৃত্যু কালেও নাগরাজ
করে গেলে মহা উপকার,
অস্ত্র করি দান
মণিপুর রাজারে হেথায়।

উলূপীর প্রবেশ

উলূপী। বৃথা—বৃথা রে আর্য্য সন্তান
অনার্য্যের কৃপাদত্ত আয়ুধে
না রাখিবে আর্য্যের সম্মান।
ধর—এই গঙ্গাবাণ
পুত্র শোকাতুরা জাহ্নবীর
কৃপাদত্ত দান 'অর্জ্জুন নিধনে।

[গঙ্গাবাণ প্রদান]

সায়নাচার্য্যের প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। সাথে সাথে লহ ব্রাহ্মণের
মন্ত্রঃপূত আশীর্ষ সলিল শিরে।
এই দুই দৈব প্রাকৃতিক বলে
হয়ে বলীয়ান্ দাঁড়াও এবার বৎস
অর্জ্জুনের হয়ে কালান্তক যম।

বভ্রুবাহন। নেহার জননী, পিতা এখন তব
মরণের শান্তি অঙ্কে স্থির।

উলূপী। পিতার নিধনে
হা হুতাশ—শোকের প্রকাশ
উপযুক্ত কাল ইহা নহে উলূপীর।
উলূপী এখন চাহে
মনে প্রাণে ফাল্গুনী নিধন

[নেপথ্যে তূর্য্যনাদ]

উলূপী। ওই—ওই আসিছে অর্জ্জুন পুনঃ
ভেটিতে তোমায় বিপুল সাহসে,
অটল অদম্য উৎসাহে।
গঙ্গাবাণ যুড়িয়া কার্ম্মুকে রে বভ্রুবাহন
অর্জ্জুনেরে করিবি নিধন।

[প্রস্থান]

বভ্রুবাহন। জয় মা জননী!
এইবার তব নাম স্মরি,
দ্বিজদত্ত আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি
গঙ্গাবাণ কার্ম্মুকেতে যুড়ি
ফাল্গুনীর অব্যর্থ শমন রূপে
দাঁড়ানু অটল পর্ব্বত সম।
যাবত না হবে পাণ্ডব নিধন,
তাবত না ত্যজিব সমরক্ষেত্র।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন এই যে পেয়েছ ধনুর্ব্বাণ!
ভিখারীরে কেবা দিল দান?
বভ্রুবাহন। পার্থের বনিতা, বভ্রুবাহন—বিমাতা—
অর্জ্জুন। ছি ছি শতধিক তোমারে বালক।
আর্য্যত্ব প্রমাণে গৌরবে নেমেছ রণে,
অনার্য্যের কৃপাদত্ত বাণে,
অনার্য্যের দ্বারে মাগি সৈন্যবল,
চাহ তুমি আর্য্য কুলধুরন্ধর

অর্জ্জুনের পুত্রত্ব প্রমাণে ?
যাই হোক্ নিরস্ত্র নহ তো—
এবে দেহ তব জন্ম পরিচয়।

বভ্রুবাহন। লহ জন্ম পরিচয় তবে পার্থ মহাশয়।
উপরে দেবতা অঙ্গ স্পর্শি বহে সমীরণ,
চন্দ্র সূর্য্য সবে স্বাক্ষী—
চিত্রাঙ্গদা পুত্র বভ্রুবাহনের লহ পিতৃ পরিচয়।
জননী আমার শক্তি দে মা—
বিমাতা উলুপী, শক্তি দাও—
সায়নাচার্য্য দ্বিজবর—শক্তি দাও
মাতর্গঙ্গে তোমার পুত্রহত্যার
জ্বালা জুড়াইতে শক্তি দাও।

[উভয়ের যুদ্ধ]

অর্জ্জুন। উঃ একি শক্তি !

[অবসন্ন ভাব]

বভ্রুবাহন। এইবার নিশ্চয় চরম।
স্মর ইষ্টে জনক আমার।
যুড়িয়াছি গঙ্গাবাণ কার্ম্মুকে ভীষণ,
অন্তিমে স্বীকার কর,
তোমারি ঔরসজাত আমি
তুমি মোর জন্মদাতা—
আমি পুত্র—তুমি মোর পিতা

[পুনঃ যুদ্ধ]

অর্জ্জুন। একি—একি—একি দেখি !

বাণমুখে কেন দেখি
অর্জ্জুন শায়কেতে শায়িত
গঙ্গাপুত্র—ভীষ্ম পিতামহে ?
পতিত-পাবনী গঙ্গে পুত্র শোকাতুরা !
কেঁদ না—কেঁদ না আর !
দর দর ধারে শোকাশ্রু প্লাবনে
ভাসায়ো না নিজ বক্ষ।
এই আমি পুত্র শরে
শায়িত হতেছি মাতা তৃপ্তি হেতু তব।

[বভ্রুবাহন নিক্ষিপ্ত গঙ্গাবাণ বিদ্ধে পতন]

অর্জ্জুন। কোথা গো পার্থ-সারথি !
দেখে যাও পার্থ মরে হেথা
সতী চিত্রাঙ্গদা গর্ভজাত
অর্জ্জুনের পবিত্র ঔরসোদ্ভব।
বভ্রুবাহনের শরাঘাতে

বভ্রুবাহন। এঁ্যা—এঁ্যা—পিতা—পিতা—

[অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ ও ত্র্যস্তে অর্জ্জুনের শির অঙ্কে ধারণ]

অর্জ্জুন। মণিপুররাজ বভ্রুবাহন পুত্র আমার !

বভ্রুবাহন। পিতা—পিতা আমি পুত্র তব !

অর্জ্জুন। হাঁ—হাঁ—পুত্র তুমি মম গৌরবের।
করি আশীর্ব্বাদ লভ অক্ষয় অমর যশ।
ওঃ সখা—সখা

[মৃত্যু]

বভ্রুবাহন। এতদিনে সার্থক জনম।

মৃত্যুকালে স্বীকার করিলে পুত্র বলি
জন্মদাতা মাতৃসনে ঘুচাইলে
অপবাদ মোর সারা জীবনের।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। দূর হ রে কুলাঙ্গার কুপুত্র অধম।
পুত্র হয়ে পিতৃবধ করিলি রে পাপী?
উঠ—উঠ বিশ্বজয়ী
কৃষ্ণ সখা—সর্ব্বস্ব আমার!
ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র-জয়ী বীর
অনার্য্য ভূমিতে—
নিজ পুত্র শরে ত্যজিলে পরাণ?
ওঠ'—একবার জেগে ওঠ।
আমার—আমার বলি
বক্ষ মাঝে ধর পুনর্ব্বার
অভাগিনী চিত্রাঙ্গদারে তোমার।
বহু আশা ধরে তোমার বিরহে
রাখিয়াছি প্রাণ এতদিন,
কোন্ আশায় বাঁচিব
এ জগতে আর?
ওরে কে আছিস্—
এক চিতা সাজা উভয়ের,
সহমৃতা হব পতি সাথে।
পতি গেল যদি

পুত্রে তবে কিবা কাজ আর ?
কোথা তোরা
মণিপুর রাজমাতার সেবক সেনারা,
ত্বরা আয়—এক সাথে করি আক্রমণ
পশু সম বধ্ রে জীবন
পিতৃহন্তারক পুত্রেরে আমার।

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। অনর্থক আর।
বহু আবেদনে—বহু কষ্টে নিয়েছিনু
মৃতসঞ্জীবনী মণি পিতৃপাশে
আগে হতে এই হেতু।
গঙ্গা আর ব্রহ্ম বাণ হতে
রক্ষা হেতু পতির জীবন।

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষকেতু। ধন্যা সতী—বীর ইলাবন্ত মাতা,
জন্ম কর্ম্ম সকলই ধন্য তোমার।
আজি হতে ইলাবন্ত সম
পুত্র আমি তোমার জননী।
এবে রক্ষা কর দেবী
স্বামীরে তোমার সঞ্জীবনী মণির পরশে।

সায়নাচার্য্যের প্রবেশ

সায়নাচার্য্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভাব মনে ইলাবন্ত মাতা,

একবার বিনা দুইবার নাহি হয়
কার্য্যকরী সঞ্জীবনী মণি।
হেথা মৃত তব স্বামী—হোথা,
মৃত্যুকোলে শায়িত পিতা তব।
কারে রেখে কারে দিবে
নবীন জীবন মৃত্যুসঞ্জীবনী
মণির প্রভাবে—বিচার্য্য এখন।

উলূপী। কিসের বিচার দ্বিজ ?
পতি ইষ্ট—পতি গুরু
পতি সর্ব্ব দেবতার সার।
চতুর্দ্দশ ভুবন হতেও শ্রেষ্ঠ
পতিই যে স্বাধ্বী বনিতার।
সেই পতিরে বাঁচাতে
পিতারে বঞ্চিত করি
দিনু মণি মৃত পার্থ বক্ষেতে ব্রাহ্মণ।

[অর্জ্জুনের বক্ষে সঞ্জীবনী মণি স্থাপন—
অর্জ্জুনের নবজীবন প্রাপ্তে উত্থান]

অর্জ্জুন। জয় জয় বাসুদেব !
বভ্রুবাহন—সত্য তুই অর্জ্জুন নন্দন,
সতী চিত্রাঙ্গদা গর্ভেতে সঞ্জাত।

চিত্রাঙ্গদা। পুত্রসনে অপবাদ ঘুচাতে আমার
সহিলে কি এত ক্লেশ প্রভু ?

সায়নাচার্য্য। পুত্র দিয়ে ! জগতে সম্মান—অর্ঘ্য
চিরতরে লভেছ নাগিনী।

আজি পতির জীবন দানে
সতীরাজ্যে একচ্ছত্রী সাম্রাজ্ঞী রূপেতে
রহিবে তুমি উলুপী।

অর্জ্জুন। এস বামে পুত্রহারা উলুপী আমার
দক্ষিণে এস তুমি সতী চিত্রাঙ্গদা।

বভ্রুবাহন। আর পদপ্রান্তে দয়া করে
দেহ ঠাঁই জনক মহান্
অধম সন্তানে তব।
তনয় জীবনে আজি কি মাহেন্দ্র ক্ষণ
এতদিনে সার্থক সফল হল জীবন আমার
পূর্ণ হলো—সাধনা যতেক—
লভি পিতৃ পদধূলি শিরে।

সায়নাচার্য্য। সাথে সাথে সাঙ্গ হল অপরূপ এ পার্থ-বিজয়।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী

শ্রীগোবর্দ্ধন শীল

৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সত্যকথা—সততাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এখানে ঠকিবার ভয় নাই। কোন পুস্তকের কোন অংশ ছাড় বা বাদ পাইবেন না। আমাদের প্রকাশিত নিম্নলিখিত যাত্রাভিনয়ের যে কোন একখানি নাটক ক্রয় করিলে তৎসহ একখানি কৌতুকময় প্রহসন উপহার পাইবেন। যিনি দুইখানি নাটক একত্রে লইবেন—তিনি একখানি অভিনয়-শিক্ষা পুস্তক অতিরিক্ত পাইবেন। ইহাতে অভিনয় শিক্ষা করিবার যাবতীয় বিষয় আছে।

উপহারাবলী—অভাগীর বেটা ভূত—আব্দারে বর, আলাদীন, আবুহোসেন, কলির দিদি, কলের পুতুল, পিভিরক্কে, বলিহারী, বারবেলা, বেশ্যালীলা, বরকর্ত্তা, মাণিকজোড়, মজা না সাজা, রাণী-বাবাজী, হিতে বিপরীত, মীরাবাই।

পুষ্প-সমাধি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ঘটনাবৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক নাটক। সত্যম্বর অপেরা পার্টিতে অভিনীত। বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে কবীরের জন্মগ্রহণ—সমাজলাঞ্ছিতা ব্রাহ্মণকন্যা কর্ত্তৃক কবীরকে পরিত্যাগ—জনৈক জোলা-গৃহে প্রতিপালন ও রামানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ—কবীরের প্রতি শাক্ত ভৈরবাচার্য্য ও মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক অমানুষিক অত্যাচার—কাশীরাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক কবীরকে আশ্রয়দান—দিল্লীর বাদসাহের সহিত বীরসিংহের ভীষণ যুদ্ধ—বাদসাহ কর্ত্তৃক কবীরের ধর্ম্মপরীক্ষা—কবীরের ভগবদ্দর্শন ও মহামুক্তি—কবীরের মৃতদেহ লইয়া হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ—শবদেহ পুষ্পে পরিণত প্রভৃতি। ফটো চিত্র সহ, মূল্য ১।৹ দেড় টাকা।

রাম-কৃষ্ণ শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। নূতন পৌরাণিক নাটক, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্য অপেরা" কর্ত্তৃক সুযশের সহিত অভিনীত। কংস কর্ত্তৃক ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কংসের প্রহেলিকাময় জন্ম বৃত্তান্ত, দ্রুমিল দৈত্যের অভিনব কার্য্যকলাপ, কংসের মাতৃস্পৃষ্ট মূর্ত্তিমতী অভিশাপের বিকাশ, যশোদার বাৎসল্য, রসরাজের লীলারহস্য, কংস, চানুর, মুষ্টিক ও দ্রুমিল দৈত্য বধ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশে গ্রথিত। অল্প লোক লইয়া সহজে সুন্দর অভিনয় হয়! মূল্য ১।৹ টাকা।

নরকাসুর ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে, পৃথিবীর গর্ভে নরকের উৎপত্তি, শিশিরায়ণের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, কৌশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্গের সহিত নরকের বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মার বন্দীত্ব, দুর্গনির্ম্মাণ, সত্যভামারূপে পৃথিবীর জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়, কৌশলে পৃথিবীর নিকট নরকধ্বংসের সম্মতিলাভ, নরকাসুরের মৃত্যু, স্বর্গের সহমরণ। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১।৹ দেড় টাকা।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নুতন নাটক

বিদর্ভ-নন্দিনী

নবীন নাট্যরথী শ্রীগোবর্দ্ধন শীল প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হইতেছে। লক্ষ্মী-অংশে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক দুহিতা রূপে রুক্মিণীর জন্ম গ্রহণ। ধরণীর পাপভার মোচনার্থ নারায়ণের শ্রীকৃষ্ণ অবতার। ভীষ্মকরাজ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সহ রুক্মিণীর বিবাহ উদ্যোগ ও কৃষ্ণদ্বেষী ভীষ্মক-রাজপুত্র রুক্মের বিদ্বেষ ভাব ও বিবাহে বাধা দিবার জন্য শিশুপালের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্র। রুক্মিণীর সহ শ্রীকৃষ্ণের পরিণয়। ধর্ম্মপ্রাণ কঙ্কন ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বার্থপর কন্দর্প কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা। রুক্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্মচ্যুত কঙ্কনপত্নী কল্যাণীর মর্ম্মন্তুদ বিলাপ। রুক্ম-ভ্রাতা নন্দনের অপূর্ব্ব পিতৃ-ভক্তি। অতি অল্প লোকে অভিনয় করা চলে। সুন্দর কাগজ, সুন্দর মুদ্রণ। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

পার্থবীর্য্য

পণ্ডিত পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত। পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। জনগণ মুখরিত প্রশংসায় অরুণ অপেরায় অভিনীত হইতেছে। নাগরাজ ইলাবন্তের বাল্যজীবন হইতে মৃত্যুকাল এবং মণিপুরপতি বভ্রুবাহনের রাজ্যাভিষেক হইতে তৃতীয় পাণ্ডব পার্থের যজ্ঞাশ্ব ধারণ এবং পার্থ-বিজয় পর্য্যন্ত ঘটনার অপূর্ব্ব সংযোজনা। বীরাঙ্গনা উলুপীর রণোন্মাদনা—চিত্রাঙ্গদার রাজ্যশাসন—সেনাপতি সমরজিতের বিশ্বাসঘাতকতা—গঙ্গার ক্রোধ—কুরুক্ষেত্র সমর—ইলাবন্ত ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশে রচিত। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

পিয়ারে নজর

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত। যমজ সহোদরকে লইয়া প্রণয়িনীর প্রণয়-বিভ্রাট—রহস্যের প্রস্রবণ—হাসির নির্ঝরিণী—গানের মন্দাকিনী। মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

দৈত্যশক্তি

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। দৈত্যপতি প্রহ্লাদের স্বর্গবিজয়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানপতি রজিসহযোগে দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে সমর অভিযান। প্রহ্লাদের পরাজয়। ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহারাজ রজিকে ইন্দ্রত্ব দানের প্রতিশ্রুতি ও পরে ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহারাজ রজির জীবন নাশ। রজি ভ্রাতা কম্বু ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক স্বর্গ আক্রমণ, ইন্দ্রের পরাজয় ও ইন্দ্রের তপস্যা এবং বৃহস্পতি কর্ত্তৃক বরলাভ, স্বর্গ আক্রমণ ও ইন্দ্রের হৃতরাজ্য উদ্ধার। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

রক্ত-মুকুট

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরা পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। অযোধ্যার সম্রাট বৃকেরপুত্র তালজঙ্ঘ ও বাহুর ভীষণ সংঘর্ষণ। তালজঙ্ঘের পিতৃদ্রোহিতা, বাহুর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র। রাজ্যলোভী তালজঙ্ঘের ষড়যন্ত্রে স্বপত্নীসহ বাহুর বনগমন ও মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রয় গ্রহণ এবং রাজপুত্র সগরের জন্ম। সগর কর্ত্তৃক অযোধ্যা আক্রমণ ও তালজঙ্ঘকে নিহত করতঃ অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার। মূল্য ১৷৹ টাকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

বজ্রনাভ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ, প্রণীত। বজ্রপুরাধিপতি বজ্রনাভ কর্ত্তৃক অহিচ্ছত্র আক্রমণ ও ধ্বংস—যুদ্ধে দ্বারকা-শক্তির সাহায্য—বজ্রপুরের বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ও অহিচ্ছত্রাধিপতি অরিন্দমের রণ-অভিযান—বজ্রনাভের নিধন—বজ্রপুর-রাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের বিবাহ প্রভৃতি। মূল্য ১।০ টাকা।

ভাগ্যদেবী শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। বরাহ মিহির ও খনার অদ্ভুত জীবনী ও কার্য্যকলাপ পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সেই নেত্রবান, ইন্দুনাথ, গোলোকচাঁদ, বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল, বাঁশরী, বিজলী, অলকা, লম্বাদাড়ী প্রভৃতি সবই দেখিতে পাইবেন। অল্প লোকে সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১।০ টাকা।

পাষাণী মুখার্জ্জী-অপেরায় অভিনীত। স্বামী-দেবতার অভিশাপে অহল্যা কিরূপে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে অহল্যা কেমন করিয়া মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখুন। আরও দেখিবেন—গৌতমের তপস্যা। মূল্য ১।০ টাকা।

রাখীবন্ধন শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কৃত ঐতিহাসিক নাটক, সেই ভারত-গৌরব মেবারের বীরত্বকাহিনী। চিড়িমারপুত্র মন্নুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে মালবাধিপতি বাহাদুর সার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মন্নুলালের যুদ্ধ, সূর্য্যমলের কূট অভিসন্ধি, সা-সুজার বিশ্বাসঘাতকতা, ছগনলালের স্বদেশ প্রীতি, হুমায়ুনের নিকট কর্ণদেবীর রাখী প্রেরণ প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১।০ টাকা।

নট-নাট্যকার **শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের**
লেখনী প্রসূত অভিনব পঞ্চাঙ্ক নাটক—

চম্পাগড়

সরল ভাষায়—স্বল্প চরিত্রে গঠিত—কীর্ত্তন প্রধান এই ভক্তি করুণ
রসাশ্রিত অভিনব নাটক অভিনয়েই

সত্যম্বর অপেরা পার্টি

নাট্য জগতের এক নব-ধারা পরিবেশনে সক্ষম হইয়াছে।

চম্পাগড়ের মধুরত্ব—নাটকীয় গল্পাংশে। বালিকা চম্পাকে কৃষ্ণ আরাধনার সুযোগ দিতে স্নেহ-পরায়ণ পিতা দেবশর্ম্মা হিমালয়ের এক নির্জ্জন অংশে নির্ম্মাণ করাইলেন নূতন নগর—চম্পাগড়। সে চম্পাগড় নির্ম্মাণে শুধু অজস্র অর্থই ব্যয় করিতে হয় নাই, পাহাড়িয়া সর্দ্দার লিবংএর ষড়যন্ত্রে হারাইতে হইয়াছিল অনেকগুলি জীবন। প্রথমে সহধর্ম্মিণীকে—পরে অষ্টবজ্রের মত অষ্ট পুত্রকে। তবু দেবশর্ম্মা সান্ত্বনা দিতেন নিজেকে—সব গেলেও তাঁহার চম্পা আছে। কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল, চম্পা মানবী নয়—দেবী। সত্যই চম্পা দেবী। তাই মানব পিতার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া—আশ্রয় লইলেন—তাঁহার চির-বাঞ্ছিত মাধব চরণে। মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৩৭।১।এ অপার চিৎপুর রোড, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আধুনিক যুগের অভিনয় শিক্ষা

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কোন রস—কি ভাবে পরিস্ফুট করিতে হয়—কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাব ভঙ্গীর প্রয়োজন হয়—কোন্ স্থলে কেমন করে অন্তর্নিহিত ভাবধারার বিকাশ করিতে হয়—তাহার সমন্বয়ে সঙ্কলিত। আর আছে ভারতীয় নৃত্যাভিনয় শিক্ষার অনেক কিছু। তার সঙ্গে আছে নাট্যাভিনয়ের নবরসের ও নৃত্যাভিনয়ের নয়নাভিরাম চিত্র। অভিনেতৃবর্গের একাধারে অভিধান ও দর্পণ। মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে! কল্পনাতীত সুযোগ আসিয়াছে!

যাহা একাধারে নাট্যজগতে বিস্ময় ও অভিনয় জগতে যুগান্তর আনিয়াছে—

সেই ভাণ্ডারী অপেরার মুকুটমণি—

নবাব সিরাজদ্দৌলা

বাংলার ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় হইতে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবনীর শেষাংশ গ্রহণে এই বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিয়াছেন—

নট-নাট্যকার—শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

শশাঙ্ক শেখরের নাট্য রচনায় সেই কথাই জেগে ওঠে—

শুধু হিন্দুর নয়—শুধু মুসলমানের নয়, সারা বাংলার হিন্দু-মুসলমান দু'য়ের ছিলেন ... ... নবাব সিরাজদ্দৌলা

* * * *

কাঁদে অনেকে, কেঁদেছিল অনেকে, কিন্তু পলাশীর পরাজয়ে বাংলার ভবিষ্যত বুঝে প্রথম কেঁদেছিলেন ... ... নবাব সিরাজদ্দৌলা

ভুল অনেকে করে—তিনিও করেছিলেন, কিন্তু যে ভুল ক'রেছিলেন দেশদ্রোহী প্রভু-দ্রোহীদের বিশ্বাস ক'রে, বুঝি সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই দুনিয়া ছাড়লেন ... ... নবাব সিরাজদ্দৌলা

সিরাজের দেশপ্রেম—মোহনলালের প্রভুভক্তি—মীরমদনের কর্তব্য পালন দেখিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হইবেন, বলিবেন—এই তো মানুষ! আবার প্রভুদ্রোহী মিরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, মহম্মদী বেগ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র দেখিলে, ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিবে—আপনাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবে, তখন বলিবেন—এরা—এরা কি মানুষ!!

* * * *

সর্ব্বশেষে—সিরাজের উদ্দেশ্যে অশ্রু নিবেদন করিয়া বলিতে হইবে—হায় আজ কোথায়—কোথায় তুমি—বাংলার সিরাজ—আমাদের সিরাজ। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পণ্ডিত পঙ্কজ ভূষণ কবিরত্নের

প্রেম-ভক্তি-অশ্রু-মিশ্রিত ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক

বঙ্গগৌরব

লোহিত অপেরার বিজয়-নিশান। মাত্র ১০।১২ জন লোকে পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয় হয়। ইহাতে পাইবেন বাঙলার শেষ রাজা সুবুদ্ধি রায়ের পূর্ণ জীবন চরিত, কুমারদেবের বাৎসল্য, ঈশানের প্রভুভক্তি, মানিক চাঁদের জালিয়াতি। আর বৈষ্ণব পদাবলী প্রবর্ত্তক গোবিন্দদাসের মধুর গীতি ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল বনিয়াদ শ্রীরূপ ও সনাতনের জীবন চরিত। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

আরবী-হুর

মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত, বিস্ময়জনক ঘটনা, নবীনা-নিগ্রহ, রমণী-ধর্ষণ, পাপের প্রতিফলে ক্রমক্রমে নিজ কন্যা হত্যা ইত্যাদি; মূল্য ৸০ বার আনা।

পণ্ডিত পঙ্কজ ভূষণ কবিরত্নের

অমর লেখনী নিঃসৃত,—পৌরাণিক আলেখ্যে রচিত মহানাটক

আত্মোৎসর্গ

তুলনাহীন—মনোরম—অনুপম—অকল্পনীয়।

ঘটনার মুহুঃ মুহুঃ পরিবর্ত্তন সংঘাতে—ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে—চরিত্রের অভিনব সজ্জায় চিত্তচমকপ্রদ—বিস্ময়কর—রোমাঞ্চকর।

অঙ্গরাজ মহান দাতা কর্ণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা অপূর্ব্ব কৌশলে সন্নিবেশিত, যাহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। কর্ণের রহস্যময় জীবনের সেই গুপ্ত অজ্ঞাত ঘটনা অপূর্ব্ব কৌশলে নিখুঁত রচনায় সন্নিবেশিত—যেন ছায়াচিত্রের ন্যায় প্রতি ঘটনাটী জীবন্ত হইয়া উঠিবে মানসপটে! অথচ আশ্চর্য্য এই—মাত্র দুটী নারী চরিত্র এবং কয়েকটী পুরুষ চরিত্রে, এই পঞ্চাঙ্ক নাটক অভিনীত হইবে। একদিকে দুর্ব্বাসা ও পরশুরামের ক্রোধবহ্নি, অন্যদিকে সূর্য্য, ইন্দ্র, অধিরথের স্নেহের প্লাবন ধারা, একদিকে পদ্মার আত্মোৎসর্গ, অন্যদিকে সর্ব্বগ্রাসী দুর্য্যোধনের রাষ্ট্রবুভুক্ষা! একদিকে কৃষ্ণার্জ্জুনের সমরলীলা—বীরের হুঙ্কার, অন্যদিকে বৃষকেতু ও অভিমন্যুর করুণ গীতি ঝঙ্কার। একদিকে অশ্রু, অন্যদিকে অগ্নি, একদিকে আলোক, অন্যদিকে অন্ধকার, একদিকে অস্ত্র ঝনঝনা—মৃত্যুর যাতনা, অন্যদিকে শল্য ও শকুনীর হাস্যরসের অবতারণা। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

রামানুজ ভাণ্ডারী-অপেরার শ্রেষ্ঠ অভিনয়। সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা—মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার—ছায়া-সীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—ষড়রিপুর সহিত পৃথিবীর যুদ্ধ—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন—উর্ম্মিলার সকরুণ বিলাপ—গুহক চণ্ডালের দুর্জ্জয় অভিমান—লক্ষ্মণের সরযূ প্রয়াণ প্রভৃতি সবই আছে, অতি অল্পলোকে সহজে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

দুষ্মন্ত-কীর্ত্তি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সেই চির-মধুর কাহিনী। ইহাতে সেই কালকেয় দৈত্য, প্রসেন, ভাবানন্দ, দুর্ব্বাসা, রত্নেশ্বর, মাধব্য, হংসবতী, অমিয়, সুদর্শন, উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি সবই আছে। নাচে গানে খুব পরিমাণ। মূল্য ১॥০ টাকা।

চন্দ্রধর শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরার কৌস্তুভ মণি। চন্দ্রধরের মনসা-বিদ্বেষ, আস্তিকের প্রতিহিংসা, সায় সদাগরের মধুর বাৎসল্য, প্রভুভক্ত ভৈরবের বীরত্ব, লখীন্দরের শোচনীয় পরিণাম। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

দক্ষিণা ব্যাধপুত্র একলব্যের জীবহিংসায় বিরাগ—জননীর তিরস্কারে গৃহত্যাগ—দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা প্রার্থনা—প্রত্যাখ্যাত হইয়া কঠোর সাধনা—সাধনায় সিদ্ধিলাভ—দক্ষিণা স্বরূপ দ্রোণের অঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা—সভামধ্যে দ্রোণের লাঞ্ছনা—দ্রোণের নীরব প্রতিহিংসা—একলব্যের সহিত কুরু-পাণ্ডবের রণ—দ্রুপদের দর্পচূর্ণ প্রভৃতি। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শতাশ্বমেধ শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। আর্য্য-অপেরায় অভিনীত। সনকের অপূর্ব্ব রাজনীতি—মহর্ষি কণ্বের ক্ষমা—দুর্দ্দমনের পৃথুহত্যার চেষ্টা—স্বামীর কল্যাণার্থ সুনন্দার আত্মত্যাগ—মাহুর প্রতিহিংসা—বিমনের ন্যায়পরায়ণতা—সোমেশ্বরের নির্য্যাতন প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

ধর্ম্মের জয় পণ্ডিত হারাধন রায় প্রণীত—গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত। সেই কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ, ভীম কর্ত্তৃক অন্যায় রণে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, ভীমের প্রতি বলরামের ক্রোধ, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নাশ, দুর্য্যোধনের শোচনীয় পরিণাম, গান্ধারী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ প্রদান, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি নানা মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা সম্বলিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

জাহ্নবী ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। চারিদিকে জয়-জয়কার। মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের অবতার জহ্নুর অমানুষিক কার্য্য-কলাপ, পিতৃমাতৃত্যক্ত সুভদ্রের অপূর্ব্ব কাহিনী, পতিতা উপেক্ষিতা তরলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, গঙ্গা ও মহাদেবের বিরোধ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

পঞ্চনদ ঐতিহাসিক নাটক। সেই মামুদের ভারত আক্রমণ, দুর্জ্জয়পালের ভীষণ ষড়যন্ত্র, জয়পালের পরাজয়, সোমনাথের মন্দির আক্রমণ, সোমেশ্বর সিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি, দস্যুসর্দ্দার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমন, নেয়ামৎ, নীলিমা, কাবেরী, হিমানী, সুপ্রীর, প্রবীর সবই আছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

মাল্যবান শ্রীঅভয়চরণ দত্ত প্রণীত। প্রসিদ্ধ ভূষণচন্দ্র দাস ও শশীভূষণ হাজরার যাত্রাদলে অভিনীত। ইহাতে মাল্যবানের বাল্য-তপস্যা, ভগবতীর নিকট কবচ-কুণ্ডল লাভ, দেব রাক্ষসের প্রলয় সংগ্রাম, মাল্যবানের স্বর্গাধিকার, নারায়ণের সঙ্গে সুমালী ও মাল্যবানের প্রলয় রণ, মাল্যবান ও সুমালীর পরাজয় এবং স্বপরিবারে পাতালে প্রস্থান প্রভৃতি ঘটনায় পূর্ণ। মূল্য ১৷৹ টাকা।

দময়ন্তী শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার দলে অভিনীত হইতেছে। ইহাতে সেই নল, পুষ্কর, কলি, রণজিৎ, গুণাকর, সুধাকর, বজ্রনাদ, ধনুর্দ্ধর, সুনন্দন, মনোরমা, বাদল, সুলোচনা প্রভৃতি সবাই আছে। অল্প লোকে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১৷৹ টাকা।

তাম্রধ্বজ পণ্ডিত হারাধন রায় প্রণীত। মুখার্জ্জী অপেরায় অভিনীত। ইহাতে দেখিবেন শিখিধ্বজের হরিভক্তি, বালক তাম্রধ্বজের নন্দদুলাল সাধনা, শিখিধ্বজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের ষড়যন্ত্র, তাম্রধ্বজ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃতকরণ, তাম্রধ্বজের করে ভীমার্জ্জুনের ভীষণ পরাজয়, কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক শিখিধ্বজের দান-পরীক্ষা। মূল্য ১৷৹ টাকা।

শ্রীবৎস-চিন্তা শ্রীযুক্ত নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গদাধর ভট্টাচার্য্যের দলে অভিনীত। সেই শনি-লক্ষ্মীর বিবাদ, শনির পরাজয়, সৌতি রাজের সহিত যুদ্ধ, শ্রীবৎসের রাজ্যচ্যুতি, কাঠুরিয়া-বেশে বনে বনে ভ্রমণ, দেবতাদের ষড়যন্ত্র, শিবদুর্গার যুদ্ধোদ্যোগ, ভদ্রাবতীর সহিত শ্রীবৎসের বিবাহ, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি। অল্প লোকে সহজে সুন্দর অভিনয়োপযোগী। মূল্য ১৷৹ টাকা।

প্রমীলার্জ্জুন নারী-রাজ্যেশ্বরী প্রমীলা কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃতকরণ, অর্জ্জুনের সহিত প্রমীলার ভীষণ রণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষকেতুর কার্য্যকলাপ, অবশেষে প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনা সম্বলিত। এতদ্ব্যতীত সুচিত্রা, নিরাশ, চপলা, পুণ্ডরীক, নলিনাক্ষ, নীলাম্বর-প্রভৃতি প্রেমিক-প্রেমিকার রহস্যময় চরিত্র পাঠে মুগ্ধ হইবেন। অল্প লোকে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ টাকা।

তিলোত্তমা শ্রীপঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত। ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। সুন্দ ও উপসুন্দের গভীর ভ্রাতৃপ্রেম, ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্তি, ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতি, যজ্ঞকুণ্ড হইতে লোপামুদ্রার আবির্ভাব, সুন্দ-পুত্র মকরন্দের অভাবনীয় মৃত্যু, উপসুন্দ-পত্নী উপাসনার আত্মবলি, রাজপদে অরবিন্দের মাতৃ-মুণ্ড উপহার, লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্যের বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক তিলোত্তমার সৃষ্টি, তিলোত্তমা লাভার্থ সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ, উভয়ের মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে পূর্ণ। মূল্য ১৷৹ টাকা।

উর্ব্বশী আর্য্য-অপেরায় অভিনীত। উর্ব্বশীর জন্ম—নারায়ণ ঋষির অভিসম্পাতে মর্ত্ত্যে পুরূরবার সহিত বিবাহ—দৈত্যরাজ কেশীধ্বজ কর্ত্তৃক উর্ব্বশীর প্রতি অত্যাচার, দৈত্যপুত্র-সম্বরের মহান আত্মত্যাগ—দৈত্যরাণী সুচীতার মহাপ্রাণতা—স্যমন্তক মণিস্পর্শে উর্ব্বশীর শাপমোচন—পুরূরবার সহিত ঋষিকন্যা সুলক্ষণার বিবাহ প্রভৃতি বৈচিত্রময় ঘটনার সমাবেশে মুগ্ধ হইবেন। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৹ টাকা।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল

লাল কালীর ছাপা। দ্রব্যগুণে রমণী ও দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণ, স্তম্ভন, মারণ, উচাটন, শত্রুকে পীড়ন, যৌবনরক্ষা, বীর্য্যস্তম্ভন, ও বশীকরণ, বহু নরনারীর সন্তোষ বিধান, বাটি চালিয়া চোর ধরা, মোকর্দ্দমায় জয়লাভ, যোগশান্তি, অপদেবতা শান্তি, জল ও গামছা, ভূত ছাড়ান, মৃতসঞ্জিবনী যক্ষিণী, কিন্নরী, পরী ও নায়িকাসাধন ইত্যাদি সহস্রবিধ বিষয় আছে। মূল্য ২৲ স্থলে ১৲ টাকা, উপহার যাদুবিদ্যা।

কামরত্ন তন্ত্র

লাল কালীর ছাপা। এই পুস্তকে লিখিত মন্ত্র, ঔষধ, গাছ-গাছড়া এবং জড়ি, বুটী দ্বারা সহজে স্ত্রী বশীভূত, পুরুষ বশীভূত প্রভৃতি বশীকরণ বিদ্যা, দেহরঞ্জন, মুখরঞ্জন, কেশ কৃষ্ণীকরণ, ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণ, বন্ধ্যানারীর গর্ভধারণ, সুখ প্রসব করণ, রজকের বস্ত্রনাশ, ধীবরের মৎস্যনাশ, দুগ্ধনাশ, প্রভৃতি লিখিত আছে; এতদ্ব্যতীত বন্ধ্যা-নিবারণ ও বশীকরণ-যন্ত্রাদি অঙ্কিত আছে, যাহা কোন পুস্তকে নাই। বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ১৲।

সমগ্র দোঁহাবলী সম্বলিত

তুলসীদাস

মহাত্মা তুলসীদাসের জীবনী

তুলসীদাস উপন্যাসের রাজা, ধর্ম্মগ্রন্থের চূড়ামণি। ইহা পাঠ করিলে কামনা বাসনার পূরণ এবং ধর্ম্মপিপাসুর জীবন ধন্য হইবে। রমণীর প্রেমে মানুষ কিরূপ উন্মত্ত দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে এবং হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেলে সেই প্রেমিক কিরূপে স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী হন—সাধক জীবনের পূর্ণতালাভ করিয়া কিরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারেন, তুলসীদাসের জীবনী তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল্য ১৲ টাকা।

রামকৃষ্ণদেবের শত উপদেশ

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের বৈচিত্রময় অলৌকিক জীবনী ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত একশত মহামূল্য উপদেশ সম্বলিত। সচিত্র সুরম্য বাঁধাই, মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

সাধকজীবনী

ইহাতে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, নিত্যানন্দ রামানুজ, জয়দেব, মীরাবাই, ত্রৈলঙ্গস্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ, তুকারাম, কবীর, নানক, সাধক রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, তুলসীদাস, পওহারী বাবা, রূপ ও সনাতন গোস্বামী, বামা ক্ষেপা, যবন হরিদাস, করেমতি বাঈ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত, সাধু হরিদাস প্রভৃতি বহু সাধু ও মহাপুরুষের অলৌকিক জীবনী, উপদেশাবলী ও বহু সুরঞ্জিত ফটোচিত্র আছে। স্বর্ণাক্ষরে সুরম্য বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।